উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮২,১৭২.১০ (+৩৯৮.৪৪)

নিফটি : ২৫,১৮১.৮০ (+১৩৫.৬৫)

শান্তি ফিরছে গাজায়
গাজায় অবশেষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা। বুধবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, 'গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ইজরায়েল এবং হামাস উভয়েই শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে।' » ৭

সাহিত্যে নোবেল হাঙ্গেরির লেখকের
এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির উত্তরাধুনিক লেখক লাজলো ক্রাশনাহরকাই। বৃহস্পতিবার তাঁর নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৩°	৩৩°	৩৩°	৩০°
সর্বনিম্ন	২৩°	২৩°	২৪°	২০°

সিইও'র কড়া সমালোচনা মমতার » ৫

২৩ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 10 October 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 140

উত্তরের খোঁজে

ভিনরাজ্যের দ্বিতীয় শহরের পাশে ম্লান শিলিগুড়ি

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে মাঝে মাঝেই মনে হবে আসলে যাচ্ছি বেঙ্গালুরু বা চেন্নাইয়ের পথ দিয়ে। বিশাল বিশাল দোকান। অধিকাংশই শাড়ি বা সোনার। শহরের প্রাণকেন্দ্র গান্ধিপুরম চলেছে তো চলেছেই। এত বড়!

শাড়ির দোকানগুলোতে কলকাতার বিখ্যাত শাড়ির দোকান অন্তত গোটা পাঁচেক ঢুকে পড়তে পারে। পাঁচ ছয়তলাজুড়ে শুধু একটা কোম্পানিরই নিজস্ব শাড়ি বিক্রি চলছে। দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন শহরে এদের ব্র্যান্ড জনপ্রিয়। দোকান লোকে লোকারণ্য। সেলসম্যান, সেলসগার্লই অন্তত শ-খানেক বা তার থেকেও বেশি।

রাস্তাগুলো বিশাল বিশাল। শহরটা এত দীর্ঘ, আকাশ থেকে কিছুটা কল্পনা করা যায়। কিছুটা কল্পনা করা যায় গাড়িতে যেতে যেতে। ৪০ কিলোমিটার দূরের যমজ শহর মেট্টুপালয়ম একেবারে একাকার হয়ে গিয়েছে এই শহরের সঙ্গে। সীমানারেখা বলে কিছু নেই। হাইওয়ে, ফ্লাইওভারে ছেয়ে গিয়েছে শহর।

তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটোরের পথে হাঁটতে হাঁটতে এক কাঞ্চনজঙ্ঘাসুলভ হতাশা গ্রাস করবে যে কোনও বাঙালির মনে। কটনের বিখ্যাত ব্যবসার পাশাপাশি আইটি সেক্টর এমনভাবে ঢুকে পড়েছে তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহরে, সেখানে বিশ্বখ্যাত ফরাসি ব্র্যান্ডও হোটেল চালু করেছে। ই অ্যান্ড ওয়াই-এর মতো নামী বহুজাতিকও অফিস খুলে ফেলেছে এখানে। বিশাল বিশাল কিছু পার্ক এখানে। নামী বিদেশি ব্র্যান্ড এবং লোকাল ব্র্যান্ড দোকান খুলেছে ওই চত্বরে।

কোয়েম্বাটোরের পথে হাঁটতে গেলে শিলিগুড়ির কথা সবার আগে মনে পড়বে। শিলিগুড়ি আমাদের রাজ্যের দু'নম্বর শহর। দেশের অধিকাংশ রাজ্যের দু'নম্বর শহরের

এরপর দশের পাতায়

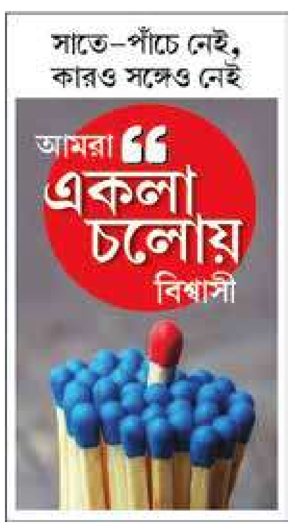

৭৭ বলে ৯৪। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কাজে লাগল না শিলিগুড়ির রিচা ঘোষের লড়াই। মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচে। বিশাখাপত্তনমে বৃহস্পতিবার।

আদিবাসী নির্যাতনই অস্ত্র

হামলায় হাইকোর্টে জোড়া মামলা পদ্মের

নিউজ ব্যুরো

৯ অক্টোবর : সাংসদ খগেন মুর্মু ও বিধায়ক শংকর ঘোষের ওপর হামলায় রাজ্যের ওপর পরিকল্পনামাফিক চাপ বাড়াচ্ছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার ওই হামলায় আরও তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও বিজেপি চাপে দাঁড়ি টানছে না। বরং পৃথক দুই মামলায় গত রবিবারের ওই ঘটনার সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা করেছে বৃহস্পতিবার।

বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই সিবিআই ও এনআইএ তদন্ত দাবি করে হাইকোর্টে যাবেন জানিয়েছিলেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্য পুলিশের তদন্তে বিজেপির ভরসা নেই। ইতিমধ্যে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে বাংলায় 'আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া'র রিপোর্ট দিয়ে সংবিধান অনুযায়ী পদক্ষেপ করার বার্তা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে যে শুভেন্দু পুরোপুরি সন্তুষ্ট নন, তা তাঁর বৃহস্পতিবারের মন্তব্যে স্পষ্ট।

রাজ্যপালের মন্তব্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে শুভেন্দু বলেন, 'বেঙ্গল ওয়ান্ট অ্যাকশন (বাংলা পদক্ষেপ চায়)। এখন সাংবিধানিকভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়। এব্যাপারে কেন্দ্রের কিছু করণীয় নেই। আমরা রাজ্যপালের কাছে সদর্থক পদক্ষেপ আশা করছি।'

দলের সাংসদ ও বিধায়ক নাগরাকাটায় আক্রান্ত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কেউ গ্রেপ্তার না হওয়ায় রাজ্যের সমালোচনায় সরব হয়েছিল বিজেপি। কিন্তু প্রথমে বুধবার ২ জন ও পরে বৃহস্পতিবার তিনজনকে গ্রেপ্তার করে জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে দুজন ও বিকেলে একজন গ্রেপ্তার হয়। জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'বুধ ও বৃহস্পতিবার ধৃতদের মধ্যে চারজনকে আদালতে পেশ করে তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে।'

তিনি জানান, যাঁকে আজ বিকেলে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁকে আগামীকাল আদালতে পেশ করা হবে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। বিজেপির অবশ্য অভিযোগ, মূল অভিযুক্তদেরই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি। এই ঘটনাকে হাতিয়ার করে বিজেপি রাজ্য সরকার ও তৃণমূলকে আদিবাসী জনজাতি বিরোধী চিহ্নিত করে প্রচারে নামতে চাইছে। যাতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে দলের পায়ের তলায় মাটি আরও শক্ত করা যায়।

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা বৃহস্পতিবার সল্টলেকে বলেন, 'আগামী ১৩ থেকে ১৬ অক্টোবর রাজ্যের ২৩ জেলায় এই সরকারের আদিবাসী বিরোধিতার কথা প্রচার করবে বিজেপি।' বালুরঘাটে আদিবাসী মহিলাদের ওপর নির্যাতন ও আদিবাসীদের থেকে জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগেও প্রচার চলবে। রক্তাক্ত হয়ে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার চারদিন পর বৃহস্পতিবার প্রথম মুখ খোলেন বিজেপির উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু।

তিনি এখনও চিকিৎসাধীন। হাসপাতালের বেডে শুয়ে তিনি দাবি করেন, পাথর দিয়ে মাথা থেঁতলে তাঁকে এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে খুন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এরপর দশের পাতায়

চর্চায় খগেন
- নাগরাকাটায় খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় চাপ বাড়াচ্ছে বিজেপি
- ঘটনায় নতুন করে গ্রেপ্তার হয়েছে আরও ৩ জন
- মাথা থেঁতলে তাঁকে খুন করার চেষ্টা হয়েছিল বলে বয়ান খগেনের
- কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টে মামলা বাপি গোস্বামীর

৫ বছর ধরে বন্ধ সিসিইউ, বিপাকে রোগীরা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের আউটডোরের তুলনায় ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের আউটডোরে বেশি ভিড় হয়। তিন জেলার কয়েক লক্ষ মানুষ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এখানকার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিটটি (সিসিইউ) পাঁচ বছর ধরে বন্ধ। সিসিইউ চালাতে গেলে যে লোকবলের দরকার তা না থাকাতেই বছরের পর বছর ধরে এখানে এই ইউনিটের যন্ত্রপাতি পড়ে পড়ে স্রেফ নষ্ট হচ্ছে। এর জেরে রোগীদের সমস্যা বাড়ছে, কর্তৃপক্ষও সমস্যায় পড়েছে। সুপার শুভাশিস শী বলেন, 'সিসিইউ পরিষেবার জন্য ফাইল স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো আছে। সেখান থেকে এখনও আমাদের কিছু জানানো হয়নি।'

এই হাসপাতালের ১০ বেডের সিসিইউয়ে অত্যাধুনিক সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে। প্রয়োজনীয় চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে পাঁচ বছর আগে হাসপাতালের এই ইউনিটটি বন্ধ হয়ে যায়। আর এর জেরে রোগীদের সমস্যা বাড়ছে। শারীরিক সমস্যা একটু গুরুতর হলেই রোগীদের এখান থেকে অন্যত্র রেফার করে দেওয়া হচ্ছে। সেই রোগীদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যেতে আত্মীয়স্বজনরা বিপদে পড়ছেন। সমস্যা হলেও অনেকে বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা নিতে বাধ্য হচ্ছেন।

সম্প্রতি ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে আসা ফুলবাড়ির এক রোগীর আত্মীয় শ্যামল মণ্ডল বললেন, 'নানা সমস্যা নিয়ে আমার বাবাকে মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি করাই। বাবাকে সিসিইউ সাপোর্ট দিতে হবে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাদের জানায়।

এরপর দশের পাতায়

জল কমতেই ভয় দেখাচ্ছে ভাঙন

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ অক্টোবর : একদিকে অতিভারী বৃষ্টি। আরেকদিকে ভুটান পাহাড় বেয়ে নেমে আসা জল। এই দ্বিমুখী আক্রমণে রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন নদী ফুলেফেঁপে উঠেছিল। সোমবার থেকে অবশ্য পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে শুরু করে। নদীর জলস্তর নেমে যাওয়ার পর বিভিন্ন এলাকায় পলি ও কাদা জমে থাকা নিয়ে সমস্যা ছিল। এখন অবশ্য সেসবও অনেকাংশে

জল কমতেই শীলতোর্ষার বাঁধে ভাঙন। পাতলাখাওয়ায়।

সাফ হয়ে গিয়েছে। তবে জল কমলে কী হবে, নতুন করে ভয় দেখাচ্ছে ভাঙন। নদীগুলির জল কমতেই ভাঙন বাড়ছে।

জেলার একাধিক জায়গায় এই ভাঙন-সমস্যা দেখা দিয়েছে। রায়ডাক, সংকোশ, পানা, শীলতোর্ষা, কালজানির মতো নদীতে ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনের বিষয়টি নজরে এসেছে সেচ দপ্তরেরও। কোন এলাকায় কী ক্ষতি হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। এবিষয়ে সেচ দপ্তরের আলিপুরদুয়ার জেলার এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জয়ন্ত ভৌমিক বলেন, 'কোন নদীতে কী ক্ষতি হয়েছে সেটা দেখা শুরু হয়েছে। দু'-একদিনের মধ্যেই পুরো রিপোর্ট তৈরি হয়ে যাবে। তখন বিস্তারিত বলা যাবে।'

সেচ দপ্তর তথ্য জোগাড় করার কাজ শুরু করলে কী হবে, জেলার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দারা কিন্তু ভাঙন নিয়ে ব্যাপক আতঙ্কে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকে যেমন আতঙ্কের বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শীলতোর্ষা নদী। নদীর ভাঙনে চিন্তায় পাতলাখাওয়া ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা। পাতলাখাওয়া গ্রামের পশ্চিম শিমলাবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আবদুল মোতালেব বলেন, 'নদীভাঙন নিয়ে গ্রামের অনেকেই চিন্তায় রয়েছে। নদীর পাশের বাঁধেরও কিছু অংশ ক্ষতি হয়েছে।' ধনীরামপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারিটারি এলাকায় কলি নদীতে পাড়বাঁধ দেওয়া হয়নি। সাম্প্রতিক ভাঙনে ৭ বিঘা ধানের জমি নদীতে তলিয়ে গিয়েছে। ধান বাঁচানোর উপায় খুঁজে না পেয়ে ফসলের অপেক্ষা না করে ধানের চারা কেটে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকরা।

অন্যদিকে, বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর গত ৩ দিনে কুমারগ্রাম ব্লকে রায়ডাক ও সংকোশ নদীর জলস্তরও অনেকটা কমেছে। দুর্যোগকবলিত ধনতলি টাপু, কাটাবাড়ি, বোলগুড়ি, দুর্গাবাড়ি, কুলকুলি হাটখোলা, উত্তর হলদিবাড়ি, বিত্তিবাড়ির ঘরবাড়ি এবং ধানখেত থেকেও জল নেমে গিয়েছে। এদিকে, জল সরে যেতেই দুই নদীর একাধিক জায়গায় নতুন করে পাড়ভাঙন দেখা দিয়েছে। কাটাবাড়িতে এবং ধনতলি টাপুর দক্ষিণপাড়ায় রায়ডাক নদীর ভাঙন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। একই পরিস্থিতি বিত্তিবাড়ি, ফাগুডোবা, উত্তর হলদিবাড়ি নেপালি বস্তি, সংকোশ বনবস্তিতেও।

এরপর দশের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

পশ্চিমবঙ্গকে ৬৮০.৭১ কোটির অনুদান কেন্দ্রের » সাতের পাতায়

গৃহহীনদের আগে বাড়ি বরাদ্দ » পাঁচের পাতায়

মানুষের লোভে মৃত্যু-বান

প্রকৃতি কতটা ভয়ংকর হতে পারে, বারবার তার সাক্ষী থেকেছে উত্তরবঙ্গ। গাছ কেটে ফেলা, নদীর ধারে অবৈধ নির্মাণ, চর ধরে বসতি গড়ে তোলা, অবৈজ্ঞানিকভাবে বালি-পাথর উত্তোলন- এভাবেই প্রকৃতির ওপর বারবার আঘাত হেনেছি আমরা। আর আজ প্রকৃতি তারই প্রতিশোধ নিচ্ছে। দ্বিতীয় পর্ব

প্রকৃতির প্রতিশোধ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ৯ অক্টোবর : লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। বহু ব্যবহৃত এই প্রবচনটা যে বারবার সত্যি হলেও, তাতে হুঁশ ফিরছে না জলপাইগুড়ির ডুয়ার্সের। মানুষের লোভ কোন পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে, তা যদি কেউ কিছুটা দেখতে চান তাহলে একবার অন্তত ঢুঁ দিতে হবে ডুয়ার্সের তথাকথিত ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশনগুলোতে।

ওদলাবাড়ি, মূর্তি, ধূপঝোরা, লাটাগুড়ির মতো এলাকাগুলিতে যাঁরা প্রমোদভ্রমণে যান তাঁরা যেটা দেখতে পান না অথবা দেখেও বুঝতে চান না, তা হল প্রকৃতি, বিশেষ করে নদীর ওপর লোভী মানুষের আগ্রাসন। জলঢাকা, গাঠিয়া, ডায়নার ভয়ানক বানের পরেও এই এলাকায় একচুল কমেনি মানুষের লোভ। চলছে বহালতবিয়তে বালি-পাথর তোলা, নদীর বুকে রিসর্টের ব্যবসা, সর্বোপরি পর্যটন ব্যবসার নামে নদীর ওপর জঘন্য অত্যাচার। দক্ষিণ ধূপঝোরায় মূর্তি নদীর পাড়ে সদ্য জল নেমে যাওয়া জমিতে পোষ্য গবাদিপশুকে ঘাস খাওয়ানোর ফাঁকে বর্ষীয়ান নুরউদ্দিন মিয়াঁর বক্তব্য, এই যে রিসর্টগুলো দেখছেন তার প্রায় সবই দক্ষিণবঙ্গ বা ভিনরাজ্যের মালিকদের। এঁরা সবাই এখানে মোটা টাকা ঢেলে কামাই করতে এসেছেন। এই নদী, এই বন বা এখানকার মানুষের ভালোমন্দে এঁদের কিছুই যায় আসে না। এঁরা মূর্তি নদীকে চেনেনও না, বোঝেনও না।

বাইরের মালিকরা যখন ব্যবসা এবং মুনাফার লোভে ডুয়ার্সের নদী লুট করে পকেট ভরতে ব্যস্ত তখন স্থানীয় মানুষের একাংশের 'দারিদ্র্য' এবং এরপর দশের পাতায়

মূর্তি নদীর পাশে নির্মাণ। বৃহস্পতিবার।

আজ খুলছে চিলাপাতা-কোদালবস্তি, পর্যটকদের ভিড় গরুমারা-লাটাগুড়িতে। সন্ধ্যায় জমজমাট দার্জিলিং ম্যালও। তিনচুলে থেকে সিটং, বেলটার থেকে রামধুরা - দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের অধিকাংশ জনপদেই নির্দ্বিধায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা। পরের সপ্তাহ থেকেই বদলে যাচ্ছে হাওয়া। কমবে পারদ। ফলে পর্যটকদের সোনায় সোহাগা।

হাসছে কাঞ্চনজঙ্ঘা... পাহাড়ও

দীপ সাহা

কার্সিয়াং, ৯ অক্টোবর : ঘুম চোখে ঘুমে পৌঁছে আড়মোড়া ভাঙছিলেন বেহালা ১৪ নম্বরের বাসিন্দা অরাত্রিকা সেন। চোখ ডলে জানলার কাচ নামিয়ে বাইরেটায় তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে ছিলেন বেশ কিছুক্ষণ। ঘুম স্টেশনের ঠিক আগে গাড়িটা তখন জ্যামে ফেঁসে। ছেলেকে ডেকে নাকি বলছিলেন, 'দ্যাখ বাবু, বাইরেটায় কেমন কুয়াশা। মনে হচ্ছে যেন শীতকাল।'

সকাল থেকে কখনও মেঘলা, কখনও রোদ ঝলমলে। অরাত্রিকারা যখন সপরিবার দার্জিলিংয়ের হোটেলে পৌঁছে ফ্রেশ হয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়ালেন, তখন মেঘ সরিয়ে উঁকি দিচ্ছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা। সন্ধ্যায় মুঠোফোনে কথা হচ্ছিল তাঁর সঙ্গে। ম্যালে বসে বলছিলেন, 'আরে মশাই, সোশ্যাল মিডিয়ায় এতসব ভিডিও, পোস্ট দেখে তো ঘাবড়েই গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম, ট্যুরটা বাতিল করে দেব। ভাগ্যিস করিনি। এখন তো দারুণ আবহাওয়া।'

পাশ থেকে ফোনটা নিলেন অরাত্রিকার স্বামী দুর্জয় সেন। বললেন, 'উত্তরবঙ্গের পাহাড়ের অবস্থা খারাপ দেখতে দেখতে মাথাটা ঝিম ধরে গিয়েছিল। পাঙ্খাবাড়ি হয়ে দার্জিলিং পৌঁছাতে শুধু কয়েকটা জায়গায় নামমাত্র ধস দেখলাম। এটা তো খুব স্বাভাবিক। এত অপপ্রচার হলে আমাদের মতো লোকজন কি আর বেড়াতে আসবেন!'

শনিবার রাতের দুর্যোগে দার্জিলিং বিধ্বস্ত বলে ভিডিও ভাইরাল নেটদুনিয়ার। ইউটিউবার, কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের সেইসব ভিডিও দেখে অনেকেই প্ল্যান বাতিল করেছেন। কিন্তু যাঁরা একটু বুদ্ধিমান, তাঁরা খোঁজখবর নিয়ে ঠিকই এসে পড়েছেন পাহাড়চূড়ায়। ফলে আতঙ্ক সরিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে উত্তরের পাহাড়ি জনপদগুলি।

এরপর দশের পাতায়

দার্জিলিংয়ের ম্যালে আড্ডা পর্যটকদের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়।

পর্যটনে ছন্দে ফিরছে ডুয়ার্স

শুভদীপ শর্মা ও অভিজিৎ ঘোষ

লাটাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : গত রবিবার প্লাবনের পর লাটাগুড়ির উত্তর ঝাড় মাটিয়ালির রিসর্ট থেকে কয়েকজন পর্যটককে উদ্ধার করেছিল সিভিল ডিফেন্স ও স্থানীয়রা। একইভাবে আর্থমুভারে তুলে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ থেকে উদ্ধার করতে হয় পর্যটকদের। এসব ঘটনা এখন অতীত। ফের ডুয়ার্সের জঙ্গলমহলে পা বাড়াচ্ছেন পর্যটকরা। তাঁদের জন্য আবার খুলে গিয়েছে গরুমারা-লাটাগুড়ির জঙ্গল। শুক্রবার থেকে খুলে যাচ্ছে জলদাপাড়ার জঙ্গল সাফারিও। ওইদিন সকাল থেকেই চিলাপাতা, কোদালবস্তি এবং শালকুমার গেট হয়ে জঙ্গল সাফারি শুরু হয়ে যাবে। কার সাফারি ও হাতি সাফারি দুটোই শুরু হওয়ায় সেখানেও পর্যটকদের ভিড় হবে বলেই মনে করছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তবে এখনও অনিশ্চিত জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের মূল গেট অর্থাৎ মাদারিহাট থেকে সাফারি।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'জাতীয় উদ্যানের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এবং জঙ্গল সাফারির রাস্তাগুলি পর্যবেক্ষণ করার পর তিন জায়গা থেকে সাফারি চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকি জায়গাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেখান থেকে কবে সাফারি চালু করা যাবে।'

গরুমারা-জলদাপাড়া-বক্সা নিয়েই ডুয়ার্সের পর্যটন সার্কিট। গত শনিবার রাত থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার মুষলধারায় বৃষ্টিতে তছনছ হয়ে গিয়েছে গরুমারা-লাটাগুড়ি-জলদাপাড়া।

মাটি ধসতে থাকায় সেদিন বক্সাতেও পর্যটকদের সাফারি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার থেকেই অবশ্য বক্সা খুলে দেওয়া হয়েছে সাফারির জন্য। বুধবার থেকে খুলে গিয়েছে গরুমারার সাফারিও।

এরপর দশের পাতায়

গরুমারায় জঙ্গল সাফারিতে পর্যটকরা।

আমার উত্তরবঙ্গ

দুর্যোগের পর আবার পাহাড়ের পথে ছুটবে টয়ট্রেন। -ফাইল চিত্র

ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরছে পাহাড়

চারদিন পর চাকা গড়াল টয়ট্রেনের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ধস সরিয়ে লাইন মেরামতির পর বৃহস্পতিবার থেকে ফের শুরু হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা। চারদিন বন্ধ থাকার পর এদিন ৩০ জনেরও বেশি পর্যটককে নিয়ে পাহাড়ে গিয়েছে টয়ট্রেন।

অন্যদিকে, উৎসবের মরশুমে শুরু করা নতুন জয়রাইডগুলির মধ্যে শিলিগুড়ি জংশন-রংটং টি অ্যান্ড টিম্বার স্পেশাল ট্রেনের চাহিদাও ব্যাপক বলে ডিএইচআরের (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) তরফে জানানো হয়েছে। প্রথম সপ্তাহেই প্রথমদিন ১১ জন এবং পরেরদিন ২০ জন পর্যটক এই পরিষেবা নিয়েছেন। দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ আগামী শনিবার এবং রবিবারও প্রায় ৪০ জন পর্যটক বুকিং করেছেন। তবে কার্সিয়াং থেকে মহানদী কিংবা কার্সিয়াং থেকে তিনধারিয়া জয়রাইডে তুলনামূলকভাবে যাত্রীসংখ্যা অনেকটাই কম। ওই দুটি জয়রাইড নিয়ে আরও বেশি প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। ডিএইচআরের ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর বক্তব্য, 'ধস সরিয়ে লাইন মেরামত করে পরিষেবা স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়েছে। উৎসবের মরশুমে ট্রেনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।'

শনিবার রাতের প্রবল বর্ষণের জেরে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায় ধস নামে। মূলত টয়ট্রেনের লাইনের ওপর ধস নামায় এবং লাইনের নীচের থেকে মাটি সরে যাওয়ায় টয়ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপরেই যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে লাইন মেরামতির কাজ শুরু করে ডিএইচআর। প্রথম দু'দিন আবহাওয়া খারাপ থাকায় এবং ওপর থেকে ছোট ছোট পাথর পড়ায় মেরামতির কাজে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটে। পরবর্তীতে আবহাওয়া ঠিক হতেই দ্রুত কাজ শেষ করে বুধবার বিকেলে লাইন দিয়ে ট্রেন চালিয়ে পরীক্ষা করা হয়। সফল হতেই বৃহস্পতিবার থেকে ফের পরিষেবা শুরু করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

মালদা ডিভিশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা ডিভিশন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পোঃ - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ পশ্চিমবঙ্গ (অকশন পরিচালনাকারী আধিকারিক), মালদা ডিভিশনের পীরপৈন্তী (পিপিটি) ও সুলতানগঞ্জ (এসজিজি) স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট লট পরিচালনার জন্য উপার্জন চুক্তি প্রদানের জন্য www.ireps.gov.in-তে ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন।

● অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-২০২৫-১১। অকশন শুরু ঃ ২৩.১০.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৪৫ মিনিটে। যথাক্রমে ক্রমিক নং ও লট নং; স্টেশন ঃ (১) পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-১; পীরপৈন্তী (পিপিটি)। (২) পিএনইউ-এমএলডিটি- এসজিজি- টিওআই-৪১-২৫-২; সুলতানগঞ্জ (এসজিজি)। আরও বিশদে জানার জন্য সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-191/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মেধা বিকাশে ভিন্ন উদ্যোগ

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ৯ অক্টোবর : আমাদের সমাজে অনেক মেধাবী পড়ুয়া রয়েছে। যাঁদের অনেকেই দুঃস্থ। অর্থের অভাবে তাঁরা অনেকেই উপযুক্ত গাইড বা প্ল্যাটফর্ম পান না। তাই তাঁদের মেধাগুলো আর বিকশিত হওয়ার সুযোগও পায় না।

তাই এবার সেই দুঃস্থ মেধাবীদের জন্য এগিয়ে এলেন রায়গঞ্জের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী। নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আপাতত একাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন তিনি। পরের বছর থেকে দ্বাদশ শ্রেণিরও পড়ুয়াদেরও পড়ানো হবে। ত্রিশজনকে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত ও জীবন বিজ্ঞান পড়ানো হবে। পাশাপাশি নিট, আইআইটি, জেইই প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে।

তাঁর এই উদ্যোগে সব রকমভাবে সহযোগিতা করবেন তাঁর প্রাক্তন পড়ুয়ারা। যাঁদের অনেকেই এই মুহূর্তে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজে প্রতিষ্ঠিত। ডঃ নন্দী এই কোচিং সেন্টারের নাম দিয়েছেন 'মিশন সামান্য'।

এই প্রতিবেদনটি একঝলকে এইটুকু পড়ে মনে হতেই পারে হৃতিক রোশন অভিনিত সুপার থার্টি সিনেমার কথা। যা বিহারের আনন্দ কুমারের জীবনকাহিনী নিয়ে তৈরি হয়েছিল।

যে সমস্ত দুঃস্থ পড়ুয়ারা এখানে গাইড নেবে তাদের ১০ অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত যৎসামান্য মূল্যে ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আবেদনকারীর সংখ্যা যদি অনেক হয়ে যায় তাহলে মেধা যাচাই পরীক্ষার মাধ্যমে ত্রিশজন বাছাই করা হবে। শহরের বীরনগর দেবালয় উন্নয়ন সমিতির দোতলার একটি ছোট ঘরে আপাতত এই কোচিং সেন্টার শুরু হবে।

ডঃ নন্দীর 'মিশন সামান্য' কোচিং সেন্টারের প্রস্তাবিত বাড়ি। রায়গঞ্জে।

> আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা অর্থের অভাবে উপযুক্ত গাইড পায় না। তাদের কথা মাথায় রেখেই আমার এমন উদ্যোগ। এমন চিন্তাভাবনা শুরু করে তা বাস্তবায়ন করতে প্রায় কুড়ি বছর লেগে গিয়েছে।
>
> **ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র নন্দী**
> অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

ডঃ নন্দী চল্লিশ বছরের অধিক সময় ধরে বিভিন্ন হাইস্কুলে শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর কথায়, 'আমার শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি অনেক মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে, যারা অর্থের অভাবে উপযুক্ত গাইড পায় না। অথচ উপযুক্ত গাইড পেলে তারাও অনেক দূর পর্যন্ত যেতে পারবে। তাদের কথা মাথায় রেখেই আমার এমন উদ্যোগ। এমন চিন্তাভাবনা শুরু করে তা বাস্তবায়ন করতে আমার প্রায় কুড়ি বছর লেগে গিয়েছে। কয়েকবছর আগেও একবার এই কাজ শুরু করার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু করোনা অতিমারির কারণে তখন এই মিশন থমকে যায়।'

মাস ছয়েক আগে ডঃ নন্দী এই কাজের জন্য বেলুড় মঠের রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। রায়গঞ্জের বীরনগরের একটি বাড়িতে (যা রামকৃষ্ণ মিশন অধিগৃহীত) এই কোচিং সেন্টার চালানোর কথা ছিল। কিন্তু বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ সেখানে মেয়েদের পড়ানোয় আপত্তি জানানোয় ডঃ নন্দী সেখান থেকে সরে আসেন বলে তাঁর দাবি।

ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ এসেক্সের ডঃ অনির্বাণ চৌধুরীর কথায়, 'স্যারের এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এতে অনেক ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবেন।' ফ্রান্সের এক কলেজের অধ্যাপক ডঃ সন্দীপ মুন্সী বললেন, 'আমাদের স্যার মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন। এই কাজে আমরা সর্বদা স্যারের পাশে আছি।'

সব জায়গায় যখন শিক্ষা নিয়ে ব্যবসা শুরু হয়েছে সেখানে ডঃ নন্দীর এমন উদ্যোগ বিভিন্ন মহলের যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছে।

সেবক হয়ে কিছু ট্রেনের সময় বদল

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : সেবক-রংপো রুটে প্রি-নন ইন্টারলকিং ও নন ইন্টারলকিংয়ের কাজের জন্য ৮ অক্টোবর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ট্রেনের সময়সূচি বদল হবে। এই কাজ শেষ হলে সেবক থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত নতুন রেল যোগাযোগের কাজ অনেকটাই এগোবে বলে দাবি রেলমন্ত্রকের। রেলমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই কাজের জন্য বামনহাট-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ৮ ও ৯ অক্টোবর ভোর ৫টার পরিবর্তে সকাল ৮টায় যাত্রা করেছে। একইভাবে শিলিগুড়ি-নিউ বঙ্গাইগাঁও ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনটি ১০ ও ১১ অক্টোবর সকাল ১০টা ৫০ মিনিটের পরিবর্তে দুপুর ১টায় এনজেপি থেকে ছাড়বে। আবার নিউ বঙ্গাইগাঁও-শিলিগুড়ি ডেমু প্যাসেঞ্জার ১৫ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৬টার পরিবর্তে সাড়ে ৯টায় চলবে। শিলিগুড়ি-বামনহাট ডেমু প্যাসেঞ্জার ওই দিনই বিকাল ৪টে ৫ মিনিটের পরিবর্তে সাড়ে পাঁচটায় ছাড়বে।

আরও যেসব ট্রেনের সময় পরিবর্তন হয়েছে তাঁর মধ্যে রয়েছে কামাখ্যা-আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস। ট্রেনটি ৯ অক্টোবর ভোর ৫টার পরিবর্তে ৬টায় যাত্রা করেছে। অন্যদিকে, মহানন্দা এক্সপ্রেস ১০ অক্টোবর সাড়ে ১০টার বদলে দুপুর ১টায় ছাড়বে। আবার ওই ট্রেনটিই ১৫ অক্টোবর সাড়ে ১০টার বদলে দুপুর ৩টেয় ছাড়বে। কামাখ্যা-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস ১০ অক্টোবর ৬টা ১৫ মিনিটের বদলে সকাল ৮টা নাগাদ ছাড়বে। ১৫ অক্টোবর তা ছাড়বে সকাল ১০টায়। পাশাপাশি কামাখ্যা ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস রুট বদলে শিলিগুড়ি জংশন থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ বঙ্গাইগাঁও হয়ে চলবে। উদয়পুর সিটি-কামাখ্যা কবিগুরু এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রানিনগর হয়ে ধূপগুড়ি, নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, শামুকতলা রোড ও বঙ্গাইগাঁও দিয়ে চলাচল করবে বলে জানিয়েছে রেল। এর আগেও একাধিকবার সেবক-রংপো রুটে কাজের জন্য একইভাবে বিভিন্ন ট্রেনের সময়সূচি বদল করা হয়েছিল।

Notice Inviting eBid

The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT :
1. eNIT No:- 49/KDI/2025-26, Memo No : 2538/Estt, Dated : 09/10/2025.
2. eNIT No:- 50/KDI/2025-26, Memo No : 2539/Estt, Dated : 09/10/2025.
3. eNIT No:- 51/KDI/2025-26, Memo No : 2540/Estt, Dated : 09/10/2025.
4 eNIT No:- 52/KDI/2025-26, Memo No : 2541/Estt, Dated : 09/10/2025
Bid Proposal submission Start Date : 10/10/2025 at 10.00 AM
Bid Proposal for submission Closing Date : 24/10/2025 at 5.00 PM
Bid Opening for Technical evaluation Date : 29/10/2025

Block Development Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

DMMU, Siliguri & DRDC, SMP
Haren Mukherjee Road, Hakimpara, Siliguri-734001
NIet No.-32/DRDC/SMP/2025 dt. 09/10/2025
On behalf of **DMMU, Siliguri & DRDC, SMP**, e-tender is invited by ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP from renowned Suppliers for supply of 01 (one) 40 KVA Diesel Generator Set. Start date of submission of bid : 09.10.2025 from 11:00 a.m. (server clock), Last date of submission of bid : 17.10.2025 upto 09:00 a.m. (server clock)
All other details will be available from Notice Board of DMMU, Siliguri & DRDC, SMP. Intending suppliers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- ADMD, DMMU & PD, DRDC, SMP

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং- DWP2146900-এ ভুলক্রমে আমার নাম মৌসুমী খাতুন, স্বামী জলিল হক হওয়ায় গত 21/08/2025 J.M. 1st Class কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি মৌসুমী বিবি, স্বামী আব্দুল জলিল হক হলাম। মৌসুমী বিবি, স্বামী আব্দুল জলিল হক এবং মৌসুমী খাতুন, স্বামী জলিল হক উভয় একই ব্যক্তি। পুটিমারি ফুলেশ্বরী, কোচবিহার।

আমি Anarul Hoque, S/O- Abdul Taiyab আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স-এ (No - WB - 66E/2893) PVT. আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত ইং 23-09-25 তারিখে নোটারি পাবলিক মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Abdul Toyap থেকে Abdul Taiyab করা হলো। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118602)

আমার জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 09/10/2025 তারিখে J.M. 1st কোর্টে জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Sahanur Alam, S/o Rejaul Karim এবং Md. Sahanur Alam এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (C/118525)

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল_টিআরও_৪৬_২৫-২৬; তারিখ ঃ ০৬-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল_টিআরও_৪৬_২৫-২৬; কাজের নাম ঃ দুই বছরের (২৪ মাস) জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি এবং মালদা শহরের ক্রু লবিতে জিপিএস ভিত্তিক ফগ সেফ ডিভাইসের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ ৫৮,৭৯,০২২.৬২/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,১৭,৬০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৮-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই /টিআরডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ০৮.১০.২০২৫

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচীর প্রেক্ষিতে সংশোধনী। অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য হাওড়ার ই-অকশন কর্মসূচীর নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো এবং ডিভিশনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশন	বর্তমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
হাওড়া	২১.১০.২০২৫ ও ২৮.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫

(STORES-40/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE COMMANDANT 78 BN BSF, GOPALPUR, WEST BENGAL

No. Prov/78 Bn BSF/P-Auction/2025/7296-7318 Dated, the 08 Oct' 2025

AUCTION NOTICE

It is hereby notified for information of all concerned and the public in general that a Public Auction of various unserviceable/condemned stores on 31st Oct 2025 (Friday) at 1000 Hours at Bn HQ 78 Bn BSF, Gopalpur. Coochbehar (WB).
2. Interested bidders can participate in the said Public Auction on the following terms and condition.
i. All the authorized bidders can bid for the Public Auction. They will be deposting the Income Tax, Service Tax clearance certificate and must have GST No/PAN Card. etc.
ii. Each Bidder will have to deposit a sum of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand) only as Earnest Money which will be returned/adjusted after the auction.
iii. All the bidders will have to register their names with the board of officer's before perticipating in the Auction.
iv. GST 18% or as applicable in WB State will be payable by the successful bidder on final bid.
v. The Stores will be sold to the highest bidder on UPI/Online payment to Govt. account including sale tax (GST) as applicable immediately after the auction is over.
vi. The successful bidder will have to lift the stores as soon as the auction is over at his own arrangement.
vii. Public Auction will be completed with the acceptance of highest bid.
viii. No transport will be provided by this unit for lifting/shifting the auctioned stores.
ix. In case the final bidders fails to diposit the cost of store on the spot, his earnest money will be forfited and board may consider for sale to next higher bidder.
x. Each bidder must be in possession of the PAN Card in original alongwith proof of income tax return, residential proof failing which they will not be allowed to participate in the auction.

Sd/- (PRAVIN KUMAR) DC/QM
FOR COMMANDANT
78 BN BSF

উৎসব/অনুষ্ঠান

কালীপুজোয় থিম আছে, শীঘ্রই যোগাযোগ করুন। M-9475550281. (C/118333)

কর্মখালি

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়ার দোকানের জন্য স্থানীয় পুরুষ লেবার চাই। M :- 9641618231. (C/118332)

শিলিগুড়িতে বাড়ির রান্নার জন্য মহিলা চাই। থাকা, খাওয়া মাহিনা দিয়ে। M - 7908176630.

সংশোধনী - ২

টেন্ডার নং ঃ ইএল-সিওএন-০৪-২০২৫-২৬-বি-এস -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ডিওয়াই. সিইই/সিওএন/আরই-II/এমএলজি/ ১৮/২০২৫, তারিখ ঃ ০৪-০৯-২০২৫ -এর বাতিলের জন্য সংশোধনী - ২। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Notice

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No No 23/DEV/PHD/APAS/HETMURI/2025-26, 24/DEV/PHD/APAS/BDN II/2025-26, Dated : 08.10.2025 and Last date for submission of Bids - 24.10.2025 up to 6.00 pm.** Others details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer,
Phansidewa Development Block

সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-৪০; তারিখ ঃ ০৭-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; কাজের নাম ঃ কাটিহার ডিভিশনের অটো সেকশনে (আলুয়াবাড়ী রোড- আমবাড়ী ফালাকাটা স্টেশন) জি.জি. ট্রনিকস মেক এমএসডিএসি সিস্টেমের সার্বিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্য ঃ ৪,৭৬,২৪,৩৯৫/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ৩,৮৮,১০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১০-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (এস অ্যান্ড টি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Rent

Prime Office Rental Spaces on Main Hill Cart Road, Siliguri 1,500 sft 1st Floor & upto 5000 sft 4th 5th Floor. Malhotra Towers, Pradhan Nagar. Call 8961-222222. (K)

বিক্রয়

শামুকতলা থানা এলাকার পাকা রাস্তার পাশে পুখুরিয়া মৌজায় ৫০ বিঘা জমি বিক্রয়। যোগাযোগ - 9883919944. (C/118500)

ত্যাজ্যপুত্র

আমরা রামবালক চৌহান, পিতা-মহাবীর চৌহান এবং প্রমিলা চৌহান, স্বামী-রামবালক চৌহান, ঠিকানা-গ্রাম ও পোঃ সান্তালপুর, থানা-শামুকতলা, জেলা-আলিপুরদুয়ার। ০৯/১০/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার নোটারি কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রী মনোজ চৌহানের অভব্য আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে তাকে ত্যাজ্য পুত্র ঘোষণা করলাম এবং আমাদের স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তির অধিকার থেকে এবং আমাদের আমাদের মৃত্যুর পর পারলৌকিক ক্রিয়া-কর্মের অধিকার থেকেও তাকে বঞ্চিত করলাম। (C/117094)

CINEMA সিনেমা

Now showing at **BISWADEEP**
KANTARA CHAPTER-1
Big 2nd week
Time : 1.15, 4.15, 7.15 P.M.

From 10th October 2025 at Dinabandhu Mancha
RAGHU DACAIT
(Bengali)
Time : 4 P.M., 7 P.M.

আজ টিভিতে

ক্রক্টোবর সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ রূপবান, দুপুর ১২.০০ হাঁদা ভোঁদা, ২.৩০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ শত্রু মিত্র, রাত ১১.০০ পাকা দেখা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ বোঝে না সে বোঝে না, দুপুর ১২.১৫ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৩.৩০ যুদ্ধ, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ শিবা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৪৫ ওয়ান, দুপুর ১.৪৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.১৫ শ্রীমান ভূতনাথ, সন্ধে ৭.১৫ রংবাজ, রাত ১০.০০ সেন্টিমেন্টাল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পথ ও প্রাসাদ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.৩০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ গঙ্গা

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.০০ বুম বুম বোলে, বিকেল ৩.০০ রিস্তে, সন্ধে ৭.০০ দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, রাত ১০.০০ এক ভিলেন

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ বদলা নাগ কা, দুপুর ২.২২ সর্দার গব্বর সিং, বিকেল ৪.৫৮ আর্মি, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশগিরি, রাত ১০.২২ মেঘামন

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫৫ জুদাই, বিকেল ৪.৪৫ স্যামি-টু, সন্ধে ৭.৫৬ সুপ্রিম খিলাড়ি, রাত ১১.০০ নাইনটি এমএল

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৪০ খিলাড়ি ৭৮৬, দুপুর ২.০০ রিয়াল টেভর, বিকেল ৪.২০ বিজয়-দ্য মাস্টার, সন্ধে ৭.২৯ হিটলিস্ট, রাত ৯.৫৭ জার্নি টু দ্য ইস্ট

দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে সন্ধে ৭.০০ কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

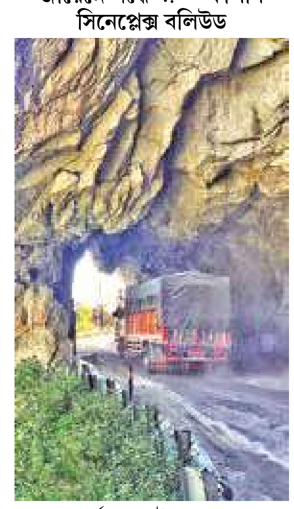

ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ডেঞ্জারাস রোডস রাত ৮.৫৯ সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

যুদ্ধ বিকেল ৩.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিয়েছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৫৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৭৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

টেন্ডার নোটিস নং ডিওয়াই.সিইই/পিএস/ এমএলজি/এইচকিউ৩৫আর২/২৪-২৫ তারিখঃ ০৭-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ মালিগাঁও মণ্ডলে (মুখ্য কার্যালয়) - (পার্ট-এ) গোপালা এবং নামবাড়ি এলাকায় স্থিত সেবা ভবন এবং আবাসিক ভবনসমূহের ছাদের ওপরে ৫ বৎসরের এএমসি/ সিএমসি সহিত ১৭৩৩ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ১০,৬৮,৫২,১৫০.৬২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৬,৮৪,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ ২৮-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিইই/পিএস/মালিগাঁও-এইচকিউ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ। কোনও আত্মীয়ের সুপরামর্শে সংসারের জটিলতা কাটবে। বৃষ : বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তার অবসান। মিথুন : কোনও প্রিয়জনের কাছ থেকে খারাপ ব্যবহার পেয়ে মানসিক যন্ত্রণা। কর্মক্ষেত্রে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্কট : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। সম্পত্তির জন্যে আজ আইনি সাহায্য নিতে হতে পারে। সিংহ : আত্মীয়ের সঙ্গে অহেতুক বিবাদে শান্তি নষ্ট। বিদেশে পাঠরত সন্তানের সুসংবাদ। কন্যা : স্ত্রীর ভাগ্যে সম্পত্তি-যোগের সম্ভাবনা। সংগীত ও অভিনয় শিল্পীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। তুলা : অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। পেটের সংক্রমণে ভোগান্তি। বৃশ্চিক : কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার পক্ষে থাকবে। বাবার পরামর্শে লাভবান। ধনু : ব্যবসার জটিল পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবেন। কর্মস্থলে পদোন্নতি এবং বদলির সংবাদ মিলবে। মকর : গোপন পরামর্শে লাভবান হবেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। কুম্ভ : সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। সামান্য সমস্যাতেই ভেঙে পড়বেন না। মীন : অতি আকাঙ্ক্ষা ক্ষতি করবে। পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সার্থক হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ১৮ আশ্বিন, ১০ অক্টোবর ২০২৫, ২৩ আহিন, সংবৎ ৪ কার্ত্তিক বদি, ১৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৩৫, অঃ ৫।১৪। শুক্রবার, চতুর্থী রাত্রি ১২।২২। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ১০।৫১। অসৃকযোগ রাত্রি ১১।৩৮। ববকরণ দিবা ১।৩৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ১২।২২ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, প্রাতঃ ৬।২৭ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ১০।৫১ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১০।৫১ গতে দোষ নাই। যোগিনী- নৈরৃঋতে, রাত্রি ১২।২২ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৮।৩০ গতে ১১।২৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৯ গতে ৯।৫২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ৬।২৭ গতে রাত্রি ১২।২২ মধ্যে চন্দ্রদগ্ধা। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।১৪ গতে রাত্রি ৬।৫০ মধ্যে দশরথচতুর্থী ব্রত। জাতীয় ডাক দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩১ মধ্যে ও ৭।১৫ গতে ৯।২৯ মধ্যে ও ১১।৪২ গতে ২।৪১ মধ্যে ও ৩।২৫ গতে ৫।১৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৬ গতে ৯।১১ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ৩।১২ মধ্যে ও৪।৩ গতে ৫।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তপ্ত মোমিনপাড়া

সালিশি সভায় শ্বশুরকে চড় বধূর

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৯ অক্টোবর : এক বধূর ওপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছিল শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে। এজন্য ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। সেই সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। শামুকতলা থানার মোমিনপাড়া গ্রামের ঘটনা।

বাপের বাড়ি চলে যাওয়া রুকসানা খাতুন নামে এক মহিলাকে গত ৭ অক্টোবর শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে নেশাগ্রস্ত করে অত্যাচার চালানো হয় বলে অভিযোগ। শ্বশুর, স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে এই নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে। বুধবার সালিশি সভা ডাকা হয়। সভা চলাকালীন ওই মহিলা তাঁর শ্বশুরকে সপাটে চড় কষান। সভা ভেঙে যায়। শ্বশুর আক্তার হোসেন অভিযোগ তোলেন, গ্রামের লোকেরাই তাঁকে এই ধরনের মার খাওয়ানোর জন্য সালিশি সভা ডেকেছেন। এরপর গ্রামের সমস্ত মানুষকে তিনি দেখে নেওয়ার হুমকি দেন। বুধবার বিকেলে মসজিদ কমিটির সভাপতি শাহজাহান আলিকে আক্তার এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা দোকান থেকে টেনে বের করে মারধর করেন এবং সেখানে ওই সালিশি সভায় উপস্থিত গ্রামের বাসিন্দাদের প্রাণে মারার হুমকিও দেন বলে অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, অভিযুক্তরা রুকসানার বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে প্রচণ্ড মারধরও করেন। এমনকি তাঁর বাবা-মাকেও মারার জন্য অস্ত্র নিয়ে চড়াও হন বলে অভিযোগ।

রুকসানা শামুকতলা থানায় ১০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। বুধবার রাতেই তাঁদের মধ্যে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত আক্তার হোসেন, রফিক মোমিন, নাজির মোমিন ও উজির মোমিনকে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ যশোডাঙ্গা গ্রামীণ হাসপাতালে ডাক্তার দেখাতে এসেছিলেন রুকসানা। অভিযোগ, সেখান থেকেই তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে নির্যাতন করেন তাঁর স্বামী হজরত হোসেন। রাত ১১টা নাগাদ রুকসানাকে তাঁর বাবা মনসুর আলি শ্বশুরবাড়ি থেকে উদ্ধার করেন অজ্ঞান অবস্থায়। যদিও আক্তারের পরিবার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। তাদের পালটা অভিযোগ, গ্রামের মাতব্বরদের উসকানিতেই রুকসানা তাঁর শ্বশুরের গালে চড় মেরেছেন। এদিকে এলাকায় আক্তারের পরিবারের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তিনি নানারকম হুমকি দেওয়ায় বাসিন্দারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। বৃহস্পতিবার অন্তত ৩০০ গ্রামবাসী থানায় এসে তাঁদের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানান। থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে'র বক্তব্য, বাকি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।

গ্রামবাসীকে হুমকি

- বাপের বাড়ি চলে যাওয়া রুকসানা খাতুনকে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়
- সালিশি সভায় চড় খেয়ে শ্বশুর আক্তার হোসেন সেখানে উপস্থিত সকলকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন
- রুকসানার অভিযোগের ভিত্তিতে শ্বশুরবাড়ির চারজন গ্রেপ্তার হয়েছেন
- প্রভাবশালী আক্তারের ভয়ে গ্রামবাসীরা থানায় গণডেপুটেশন দিয়েছেন

ডাইভারশন তৈরি শুরু

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবর প্রবল বন্যায় ভেঙে গিয়েছিল জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের কাছে হলং নদীর ওপরে থাকা কাঠের ব্রিজটি। তারপর থেকেই চরম সমস্যায় পড়েছিলেন ওপারের বনকর্মীদের পাশাপাশি লজের কর্মীরা। যাতায়াত করতে সমস্যায় পড়ছিলেন তাঁরা। অবশেষে বৃহস্পতিবার থেকে এই নদীর ওপর ডাইভারশন তৈরির কাজ শুরু হল।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা জানান, চার-পাঁচদিন লাগতে পারে ডাইভারশন তৈরিতে। এরপরেই মাদারিহাট থেকে পর্যটন চালু করা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, 'বন্যার কারণে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ভেতরে তিনটি কাঠের ব্রিজ ভেঙে গিয়েছিল। তার মধ্যে ট্যুরিস্ট রুটে দুটি ব্রিজ ভেঙে পড়ে। একটির মেরামতি হয়েছে। মাদারিহাটের ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে।'

মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'ইতিমধ্যেই আমরা যারা পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারা বিরাট আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছি। দ্রুত পরিকাঠামো মেরামত করে, মাদারিহাট থেকে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইড চালু করা হলে এই ধাক্কা সামলানো যাবে।'

বিকল্প কাউন্টার

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের বিকল্প টিকিট কাউন্টার খোলা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করছে বন দপ্তর। মাদারিহাটে কর্মতীর্থ ভবনে দুটি ঘর চেয়ে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের কাছে আবেদন জানালেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান। সেখানে আপাতত অস্থায়ীভাবে কার সাফারি ও এলিফ্যান্ট রাইডের টিকিট কাউন্টার খোলা হতে পারে। বিভাগীয় বনাধিকারিক জেলা শাসককে বৃহস্পতিবার চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত মাদারিহাট যুব আবাসের বিপরীত দিকে থাকা কর্মতীর্থ ভবনের দুটি ঘরকে টিকিট কাউন্টার হিসেবে ব্যবহার করতে দেওয়া হোক। এরফলে পর্যটকদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি পর্যটন ব্যবসায়ীদেরও সুবিধা হবে।

মশা মারার রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে টোটোপাড়ায়। বৃহস্পতিবার। -সংবাদচিত্র

টোটোপাড়ায় সমস্যায় স্বাস্থ্যকর্মীরা

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে বাধা দুর্গম রাস্তা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়ছে। তবে এই মুহূর্তে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে সব থেকে বেশি চিন্তার জায়গা হল মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের টোটোপাড়া গ্রাম। টোটো জনজাতির বাসিন্দাদের এই গ্রামে এখনও পর্যন্ত ১৮ জন ম্যালেরিয়া আক্রান্ত হয়েছেন। গ্রামের প্রচুর লোকের রক্ত পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে এখনও অনেকের রক্ত পরীক্ষা করা যায়নি বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর। তাতে এলাকায় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণের কাজ কিছুটা হলেও বাধা পাচ্ছে বলে নীচুতলার স্বাস্থ্যকর্মীরা জানিয়েছেন। যদিও স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা প্রকাশ্যে বলছেন, টোটোপাড়ায় ম্যালেরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে।

বিভিন্ন সময় টোটোপাড়া যেতে সমস্যায় হচ্ছে জেলার স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের। এই সমস্যার অন্যতম বড় কারণ হল, টোটোপাড়ার ভৌগোলিক অবস্থান। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই গ্রামে যেতে হয় মাদারিহাট থেকে। পথিমধ্যে একাধিক নদী পার করতে হয়। কখনও নদীগুলিতে হড়পা আসে। জল বেড়ে যায়। কখনও বা বৃষ্টিতে নদী ভরে যায়। এই খামখেয়ালি নদীগুলো পার করে টোটোপাড়া পৌঁছাতে সমস্যা হচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তরের। জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুপ্রিয় চৌধুরীর কথায়, 'টোটোপাড়া দুর্গম এলাকায় হওয়ায় যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। তবে সব প্রতিকূলতাকে আটকে স্বাস্থ্যকর্মীরা পরিষেবা দিচ্ছেন।'

জেলা সদর থেকে টোটোপাড়ার দূরত্ব প্রায় ৫৫ কিমি। আবার মাদারিহাট থেকে ওই গ্রামের দূরত্ব প্রায় ২২ কিমি। টোটোপাড়ার বাসিন্দাদের ম্যালেরিয়া নিয়ে সতর্ক করার জন্য এলাকায় সচেতনতামূলক প্রচার জরুরি। সেই কাজ করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জমা জল ফেলে দিচ্ছেন ভিআরপি কর্মীরা। মশা মারার জন্য রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে। প্রতিদিনই আশাকর্মী এবং ভিআরপি কর্মীরা টহল দিচ্ছেন। তাঁরা বলছেন, টোটোপাড়ার অনেকেই ম্যালেরিয়া নিয়ে সতর্ক হয়েছেন। মশারি ব্যবহার করছেন। আবার সেখানকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ এখনও এনিয়ে সতর্ক হয়নি। অনেকের রক্ত পরীক্ষাও করা যায়নি।

স্বাস্থ্যকর্মীরা জানাচ্ছেন, টোটোপাড়ার সালডারা, কুয়াপানি, তিনকুঠি, রায়গাঁও এলাকায় ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর খোঁজ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। এলাকার কিছু বাসিন্দা সকালে বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে বেরিয়ে যান কাজে। কেউ নিজের জমিতে কাজ করেন। কেউ বা অন্যের জমিতে। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে কাজ করার জন্য এদের শনাক্ত করা মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা দিনে রক্ত সংগ্রহ করতে ওই গ্রামে যাচ্ছেন। এদিকে, গ্রামের বাসিন্দাদের অনেকে সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সন্ধ্যায় ফিরছেন। স্বাভাবিকভাবে এটা বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপাতত ওই গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও ওইসব বাসিন্দাকে নিয়ে চিন্তায় থাকছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা।

পদক্ষেপ

- টোটোপাড়ার বাসিন্দাদের ম্যালেরিয়া নিয়ে সতর্ক করার জন্য সচেতনতামূলক প্রচার করা হচ্ছে
- সেইসঙ্গে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জমা জল ফেলে দিচ্ছেন ভিআরপি কর্মীরা
- এছাড়াও মশা মারার জন্য রাসায়নিক স্প্রে করা হচ্ছে
- প্রতিদিনই আশাকর্মী এবং ভিআরপি কর্মীরা এলাকায় টহল দিচ্ছেন

মনোজের ওপরে হামলায় গ্রেপ্তার এক

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

কুমারগ্রাম, ৯ অক্টোবর : বন্যাদুর্গতদের ত্রাণ দিতে গিয়ে কুমারগ্রামের মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনি এবং বিত্তিবাড়িতে পরপর দু'দিন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা, কর্মী-সমর্থকদের হাতে আক্রান্ত হন এলাকার বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ। দুটি ঘটনায় তিনি আটজনের বিরুদ্ধে কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তৃণমূলের তরফেও বিধায়কের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে। বিত্তিবাড়ির ঘটনায় বুধবার রাতে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে কুমারগ্রাম থানার পুলিশ। ধৃতের নাম আশুতোষ মণ্ডল। বৃহস্পতিবার একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে আলিপুরদুয়ার জেলা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, বিত্তিবাড়ির ঘটনায় একজন গ্রেপ্তার হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

এবিষয়ে কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'যাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে সে আসলে চুনোপুঁটি। তৃণমূলের একজন সক্রিয় সমর্থক মাত্র। এলাকার মাথাগুলো কোথায়?' তাঁর আরও অভিযোগ, 'তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও চেয়ারম্যান সামনে থেকে দাঁড়িয়ে উসকানি দিয়ে আমার উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়েছে। মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনিতে পুলিশের এক প্রাক্তন অফিসার, যিনি বর্তমানে তৃণমূলের বড় নেতা, সামনে থেকে আমার বিরুদ্ধে উসকানি দিয়েছেন। তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না কেন?' তিনি জানিয়েছেন, এক সাধারণ সমর্থককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ আসলে আইওয়াশ করার চেষ্টা করছে। আসল অপরাধীরা প্রশাসনের তরফে আয়োজিত ত্রাণ বিতরণে অংশ নিচ্ছে। অপরাধ করে এরাই আবার মন্ত্রী, সরকারি আধিকারিক এবং পুলিশ অফিসারদের সামনে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এনিয়ে কোনওরকম মাথাব্যথাই নেই পুলিশের। ক্ষোভের সুরে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে পুলিশ প্রশাসন বলে কিছু নেই। উনি যা বলবেন সেটাই শেষকথা। ফলে তাঁর চ্যালাচামুণ্ডারা যা ইচ্ছে তাই করছে। আসলে আক্রমণে জড়িত তৃণমূলের নেতাদের গ্রেপ্তার তো দূরের কথা, তাদের কেশাগ্র স্পর্শ করার ক্ষমাতা নেই পুলিশের!'

এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারি সাফ জানিয়েছেন, দলের বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস দলকে কালিমালিপ্ত করতেই ভিত্তিহীন অভিযোগ করেছেন বিধায়ক।

বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলছেন, 'ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিসর্জন হবে। তৃণমূল দলের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। এটা ওরা ভালোভাবে বুঝে গিয়েছে। তাই বিজেপির সাংসদ, বিধায়কদের ত্রাণ বিলি নিয়ে সিঁদুরে মেঘ দেখছে তৃণমূল নেতারা। ভয় দেখিয়ে, হুমকি দিয়ে, আক্রমণ করে প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যাতে বিজেপির নেতা-কর্মী এবং জনপ্রতিনিধিরা ত্রাণসামগ্রী বিতরণ না করতে পারেন। এভাবে অত্যাচার করে বাধা দিয়ে বিজেপিকে দমাতে পারবে না তৃণমূল। আমরা সাধারণ মানুষের পাশে আছি। আগামীদিনেও থাকব।'

বিধায়ককে হেনস্তা

- বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁয়ের ওপর দু'বার হামলা
- আটজনের বিরুদ্ধে কুমারগ্রাম থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের
- বুধবার রাতে আশুতোষ মণ্ডল নামে এক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে
- আসল অপরাধীদের পুলিশের ছাড় বলে বিধায়কের অভিযোগ

Terms and Conditions applied. *Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. *The interest rates, loan amount, down payment, tenure options and EMI are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. *Low EMI offers are applicable for select HMSI models as follows: ₹49/- per day for Shine100 DX ; ₹79/- per day for Shine125, SP125 & CB125 Hornet; ₹1999/- per month for Activa. *Some of the mentioned components of the scheme cannot be clubbed together. *The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. *Offer valid until 31st October 2025. **Instant Cashback up to ₹5000 is available on selected HMSI models for EMI transactions using HDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **An instant cashback of flat ₹2000 is applicable on a minimum full swipe transaction of ₹40000, and flat ₹3000 Instant cashback on a minimum full swipe transaction of ₹75002. **Instant Cashback up to ₹4000 is available on selected HMSI models for EMI transactions made using IDFC Bank credit cards with a minimum transaction value of ₹40000. **The offer is valid on credit card transactions processed through Pine Labs machines only and is applicable for one transaction per card/order during the offer period. **The Instant Cashback offers from HDFC Bank and IDFC Bank are valid until 31st October 2025. ^GST benefit is based on a reduction from 28% to 18% GST on the Ex-showroom price of NX 200. ^The actual savings may vary depending on the selected model and state. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment.

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) – 122052, India; **Website:** www.honda2wheelersindia.com; **Customer Care:** customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052; **BAROBISHA:** Shila Honda - 8918005224; **DHUPGURI:** Shreyansh Honda - 9635889131; **FALAKATA:** Dooars Honda - 9083279221; **BALURGHAT:** G.D. Honda - 8900776111; **GANGARAMPUR:** G.D. Honda - 7063593660; **CHANCHAL:** Santosh Honda - 9933479841; **KALIYAGANJ:** Shyamali Honda - 9800418203; **COOCH BEHAR:** Debnath Honda - 9800505897; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201; Aman honda - 9679285012; Dishan Honda - 7479012072; **KALIACHAK:** M.A. Honda - 9733140140; **KUSHMANDI:** Paul Honda - 9733015894; **BUNIADPUR:** SA Honda - 7980943436; **MALDA:** Narayani Honda - 9733089898; Mehi Honda - 9593555111; **PAKUA:** Laxmi Honda - 8016444505; **RAIGANJ:** Mira Honda - 9749059763; **SILIGURI:** Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 9144411170; Sona Wheels Honda (Shiv Mandir) - 7070709427; **ETHELBARI:** Shree Honda - 9333331093; **JALPAIGURI:** Ratna Automobiles - 9434199165; **MALBAZAR:** Gitanjali Automotives - 8637345924; **MAYNAGURI:** Binaa Automobiles - 7384289555; **HASIMARA:** Kaysons Honda - 9800089052; **ISLAMPUR:** Sunny Sanitary Mart - 973315651; **HALDIBARI:** Rajib Automobiles - 7908766076; **NAXALBARI:** Sunil Motors - 9933829999; **RATUA:** Paresh Honda - 9382757248; **SAMSI:** Puja Honda - 9635292872; **KRANTI:** Balaji Honda - 7363917008; **DALKHOLA:** Sarala Honda - 9153038380.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda.hmsi.in

জঞ্জাল সরাতে আন্দোলন

দু’বছর ধরে তালাবন্ধ এসডব্লিউএম প্রকল্প

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মরিচঝাঁপিতে বছরদুয়েক আগে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (এসডব্লিউএম) তৈরি হয়। তৈরি হওয়ার পর থেকেই প্রকল্পটি তালাবন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। একদিকে এসডব্লিউএম প্রকল্প তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, আর এর ফলে পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজার যেন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। দুর্গাপুজোর পর জঞ্জালের স্তূপ বহরে আরও বেড়েছে। নাকে রুমাল দিয়ে ব্যবসায়ীদের ব্যবসা করতে হচ্ছে। এই জঞ্জালের স্তূপ আর দুর্গন্ধে স্থানীয়রাও অতিষ্ঠ। জঞ্জাল স্তূপ থেকে এলাকায় রোগব্যাধি ছড়াতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। এই পরিস্থিতিতে এই জঞ্জাল পরিষ্কার করার দাবি নিয়ে ব্যবসায়ীরা বৃহস্পতিবার পথে নামেন। এদিন গোটা বাজার চত্বর ও মহাসড়কে মিছিল করে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তাঁরা অবস্থান বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনে স্থানীয়রাও অংশ নেন। এই বিষয়ে পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুপর্ণা বর্মন বলেন, ‘আমাদের এলাকার এসডব্লিউএম প্রকল্পের সামনে রাস্তার কাজ বাকি আছে। রাস্তার কাজ শেষ হলেই শীঘ্রই প্রকল্পটি চালু হবে। তবে আপাতত শিলবাড়িহাট বাজারের জঞ্জাল মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এসডব্লিউএম প্রকল্পে পাঠানো হবে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাও সহযোগিতা করবেন। এদিন মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও আমাদের কথা হয়েছে।’

জঞ্জাল সরানোর দাবিতে ব্যবসায়ীদের মিছিল। -সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- জঞ্জালের দুর্গন্ধে প্রাণ ওষ্ঠাগত ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের
- জঞ্জালের ঠেলায় বাজারের শৌচাগারে যাওয়া এখন দুঃস্বপ্নের শামিল
- দ্রুত এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু হলেই এই জঞ্জাল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে

জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে শিলবাড়িহাটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ চরমে। কলা ব্যবসায়ী সুবিন বর্মনের কথায়, ‘কলাহাটিতে জঞ্জালের স্তূপ জমেছে। নাকে রুমাল দিয়ে দোকান করতে হচ্ছে। এর ফলে ক্রেতাদেরও অসুবিধা হচ্ছে।’ জঞ্জালের স্তূপ নিয়ে অনেকদিন ধরেই ব্যবসায়ী এবং স্থানীয়দের মনে ক্ষোভ জন্মাচ্ছিল। পুজোর পর জঞ্জালের স্তূপ আরও বাড়ায় ক্ষোভ চরমে ওঠে। প্রশাসনের তরফে জঞ্জাল সরানোর উদ্যোগ না নেওয়ায় শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতি আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নেয়। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ সমিতির অফিসে ব্যবসায়ীরা মিটিংয়ে বসেন। তারপর বাজারেই শুরু হয় মিছিল। সেখানে ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশও শামিল হন। বাজার পরিক্রমা করে মিছিল ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার মহাসড়ক হয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসের সামনে পৌঁছায়। শুরু হয় অবস্থান বিক্ষোভ। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ‘২০২৩ সালে আমাদের বাজারের দক্ষিণ দিকে মরিচঝাঁপি গ্রামে এসডব্লিউএম প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এখনও সেটি চালু না হওয়ায় গোটা বাজার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। তাই দ্রুত এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু এবং বাজারের জঞ্জাল অপসারণের দাবিতেই এদিনের আন্দোলন।’

জঞ্জাল জমার জন্য ক্রেতা এবং ব্যবসায়ীদের দুর্দশার কথা বলতে গিয়ে সবজি ব্যবসায়ী অখিল মজুমদার বলেন, ‘এই জঞ্জালের কারণে সবারই সমস্যা হচ্ছে। বাজারের শৌচাগারের পাশে তো জঞ্জালের স্তূপ তৈরি হয়েছে। শৌচাগারে যাওয়া এখন দুঃস্বপ্নের শামিল।’ দ্রুত এসডব্লিউএম প্রকল্প চালু হলেই এই জঞ্জাল সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে বলে অখিল এবং অন্য ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

ত্রাণ বিলি

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৯ অক্টোবর : সাম্প্রতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সুভাষিণী চা বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে ত্রাণবণ্টন অব্যাহত রয়েছে। বৃহস্পতিবার কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামার উদ্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের রান্না করা খাবার বিলি করা হয়। বিধায়ক বিশাল লামা এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে সুভাষিণী বাগান সহ ব্লকের অন্য ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণবণ্টনের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, এদিন কালচিনি ব্লক প্রশাসনের তরফে সুভাষিণী চা বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোকে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়। এছাড়াও তৃণমূলের কালচিনি ব্লক কমিটির তরফে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের বাজার করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা করা হয়। সর্বভারতীয় উদ্বাস্তু উন্নয়ন সমিতির তরফে ত্রাণসামগ্রী বিলি করা হয়। পাশাপাশি বিশাল জয়গাঁর ছোট মেচিয়াবস্তি, গুরাস টোল এলাকায় ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছেন এদিন।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে কুমারগ্রাম ব্লকের বিত্তিবাড়িতে শতাধিক দুর্গতের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। শুকনো খাবার, বাচ্চাদের দুধ ও চকোলেট তুলে দেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব পলাশ সাধুখাঁ। পলাশ জানিয়েছেন, টানা ৩-৪ দিন ধরেই এই কর্মসূচি চলছে।

এদিন কুমারগ্রাম ব্লক ও আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কুমারগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বন্যাদুর্গতদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কাটাবাড়ি, বিত্তিবাড়ি সহ আশপাশের ১৩৫ জনের হাতে ত্রিপল, কম্বল, বাসনপত্র, র‍্যাশন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, সহ সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার শালকুমারহাটের বন্যাকবলিত এলাকায় জেলা প্রশাসনের তরফে চারশো মানুষের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে মসজিদপাড়া, নবীন সংঘ ও নেপালি বস্তি এলাকায় ঘুরে ঘুরে ত্রাণ বিলি করেন প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী।

রাস্তা সংস্কার

শালকুমারহাট, ৯ অক্টোবর : গত রবিবার বন্যা পরিস্থিতির কারণে শালকুমারহাটের গ্রামে গ্রামে বেশকিছু রাস্তাঘাট ভেঙে যায়। কিছু কালভার্টেরও ক্ষতি হয়। সেইসব রাস্তা সংস্কার শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে’র উদ্যোগে এদিন ওইসব বন্যাকবলিত এলাকায় আর্থমুভার পাঠানো হয়। সেটি দিয়েই চলাচলের যোগ্য করে তোলা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সবে মিলে করি কাজ।। জলপাইগুড়ির সরকারপাড়ায় ছবিটি তুলেছেন নীলকমল রায়।

তৃণমূলে রাহুলের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৯ অক্টোবর : মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের কট্টর বিজেপি নেতা রাহুল লোহার এখন তৃণমূলে। জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক সহ তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা তাঁকে গত মঙ্গলবার বরণ করে নিয়েছেন। অন্য দল থেকে তৃণমূলে এসে পোক্ত জায়গা করে নেওয়া যে সম্ভব, আলিপুরদুয়ার জেলায় তার সবথেকে বড় উদাহরণ গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। বিজেপির প্রাক্তন জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ এখন তৃণমূলে পাকাপাকি আসন তৈরি করে নিয়েছেন। তৃণমূলে গঙ্গা অনুগামীর সংখ্যাও প্রচুর। বর্তমানে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইককে টেক্কা দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন গঙ্গা। একসময় বিজেপিতে গঙ্গার ‘সহযোদ্ধা’ ছিলেন রাহুল। মাঝে ছাড়াছাড়ি হলেও এখন তৃণমূলে রাহুল ফের তাঁর সহকর্মী। রাহুল কি পারবেন গঙ্গার মতো তৃণমূলে নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে? ব্লকের রাজনৈতিক মহলে এখন রাহুলের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে।

গত বছর উপনির্বাচনে বিরাট ভোটের ব্যবধানে জিতে মাদারিহাটে তৃণমূল এখন অনেকটাই চাঙ্গা। ব্লক কমিটি এমনকি অঞ্চল কমিটির পদ নিয়েও ঘাসফুলে এখন কোন্দল তুঙ্গে। তাই রাহুল ব্লক কমিটিতে পদ পেলেও তৃণমূলে খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না, বলাই বাহুল্য। সবচেয়ে বড় কথা, উপনির্বাচনে বিরাট ভোটের ব্যবধানে জেতায় ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়প্রকাশ টোপ্পোর টিকিট একপ্রকার নিশ্চিত। অর্থাৎ তৃণমূলের প্রার্থী হিসেবে বিজেপি থেকে আসা রাহুলের টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় নেই। রাহুল অবশ্য আশা ছাড়ছেন না। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে তাঁর মন্তব্য, ‘কে প্রার্থী হবেন তা দল ঠিক করবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। আমি এতেই অনুপ্রাণিত হয়েছি।’

প্রশ্ন উঠছে

- একসময় বিজেপির জেলা সভাপতি ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা
- সেসময় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন রাহুল লোহার
- গঙ্গা তৃণমূলে যোগ দিয়ে নিজের জায়গা পোক্ত করে নিয়েছেন
- রাহুলও কি তা করতে পারবেন
- বিধানসভা নির্বাচনে কি জয়প্রকাশকে টপকে তাঁকে টিকিট দেওয়া হবে

রাহুল বলছেন, তিনি মানুষের জন্য কাজ করতে চান। তাই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়ার ব্লক স্তরের নেতারা অবশ্য মুখে কুলুপ আঁটলেও রাহুলের মন্তব্যে মুচকি হাসছেন। দলের নীচুতলায় কর্মীদের আলোচনা, রাহুলের দলবদলের কোনও না কোনও কারণ তো আছেই। মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির এক তরুণ পদাধিকারী বলছেন, ‘রাহুলকে কেন দলে নেওয়া হল, তা জেলা নেতারাই বলতে পারেন। হয়তো ব্লক কমিটিতে তাঁকে পদও দেওয়া হতে পারে।’

তৃণমূল জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক বলছেন, ‘রাহুল দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার কথা বলছিলেন। পুজোর জন্য দলবদলের অনুষ্ঠান করা যায়নি। বিজেপি নেতা, বিধায়ক, সাংসদরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে চান না। রাহুল মানুষের হয়ে কাজ করার জন্যই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।’

মৃতের পরিবারকে সাহায্য

শামুকতলা, ৯ অক্টোবর : বাইসনের হানায় মৃত বধূর পরিবারের হাতে বন দপ্তর পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিল। পুজোর আগে পথ ভুলে চলে আসা একটি বাইসন উত্তর মজিদখানা গ্রামে চলে আসে। সেই বাইসনের হানায় অণিমা দাস নামে এক বধূ গুরুতর জখম হন। কোচবিহারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যেই তাঁর পরিবারের হাতে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়।

দু’সপ্তাহ আগের ঘটনা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, একটি বাইসন সেদিন কোনওভাবে পথ ভুলে লোকালয়ে চলে আসে। এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। বাইসনটি গ্রামের মধ্যে থাকা জঙ্গল এলাকায় আশ্রয় নিলে সেটিকে দীর্ঘক্ষণ দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না। সন্ধ্যায় সেটা আবার বেরিয়ে আসে। ওই সময়ই ছুটে গিয়ে সেটি ওই বধূকে আঘাত করে। এদিন পরিবারের হাতে চেক তুলে দেওয়ার সময় সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডল, আলিপুরদুয়ার-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুমা দাস দেবনাথ, ভূমি ও কৃষি কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ দাস, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মনতোষ দেবনাথ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৃত্তি পরীক্ষা

পলাশবাড়ি ও কুমারগ্রাম, ৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার থেকে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট হাইস্কুলে শুরু হল বৃত্তি পরীক্ষা। ১৯৯০ সাল থেকে এই বৃত্তি পরীক্ষা চলছে। এবারের পরীক্ষায় সরকারিভাবে ৯টি প্রাইমারি স্কুল, তিনটি শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও চারটি বেসরকারি স্কুল শামিল হয়েছে। এই স্কুলগুলি ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার ১ ব্লকের অধীন। আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই পরীক্ষা চলবে। মোট ১১৭ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দিচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার থেকে কুমারগ্রাম জোনেও শুরু হল চতুর্থ শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা। এবছর কুমারগ্রাম জোনে পাঁচটি কেন্দ্রে ১১৮টি সরকারি স্কুল এবং ১০টি বেসরকারি স্কুলের মোট ৬০০ খুদে ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে।

নিম্নমানের কাজ থামালেন বাসিন্দারা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৯ অক্টোবর : ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের ভৈরবহাট থেকে বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের তরফে প্রায় আড়াই কোটি টাক ব্যয়ে একটি রাস্তা তৈরি করা হচ্ছিল। রাস্তাটি শিবনাথপুর মৌজা হয়ে ভৈরবহাট যাবে। তবে ওই এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, অত্যন্ত নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে ওই রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে। গোটা রাস্তাটিই পেভার্স ব্লক দিয়ে বাঁধানো হচ্ছে। বালি ও পাথরও কম পরিমাণে দেওয়া হচ্ছে। আবার পরিকল্পনা মতো রাস্তাটি যতটা চওড়া হওয়ার কথা ছিল, ততটাও হচ্ছে না বলে অভিযোগ। যার জেরে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বুধবার বিকেলে ওই রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।

শিবনাথপুরের বাসিন্দা নিরঞ্জন রায় জানান, ৬ ইঞ্চি বালি-পাথরের মিশ্রণ দেওয়ার কথা থাকলেও, কোথাও এক ইঞ্চি আবার কোথাও আধ ইঞ্চি দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা কাজের সরকারি শিডিউল দেখতে চাইলেও, ঠিকাদারি সংস্থা তা দেখাতে গররাজি। সেখানকার আরেক বাসিন্দা হরিপদ বর্মন বলেন, ‘রাস্তা ১২ ফুট চওড়া করার কথা ছিল। অথচ কোনও অংশই গড়ে ৮-৯ ফুটের বেশি চওড়া হয়নি। আমরা চাই সরকারি নিয়ম মেনেই কাজ করা হোক।’

এছাড়াও বাসিন্দাদের অভিযোগ, ওই রাস্তার উপর তিনটি হিউমপাইপের ওপর কালভার্ট করা ছিল। ডাম্পার, ট্রাকের যাতায়াতে সেগুলি ভেঙে গিয়েছিল। অথচ সেগুলো মেরামত না করেই তার ওপর বালি-পাথর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে আগামীতে যান চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। শিবনাথপুরের বাসিন্দা নীলিমা রায় এনিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, ‘সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না বলে আমরা সকলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ বন্ধ করিয়েছি।’

যদিও এনিয়ে একাধিকবার ঠিকাদার তরুণ মোরের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান মৃদুল গোস্বামী বলেন, ‘নিম্নমানের কাজ হলে তা মানা হবে না। ব্যাপারটা দপ্তরে জানিয়ে যত দ্রুত সম্ভব বাস্তুকারকে ওই এলাকায় গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে বলব।’

কালচিনির নিমতিঝোরা চা বাগানে গেট মিটিং শ্রমিকদের।

শাসকদলের শ্রমিক নেতা সাসপেন্ড

কালচিনি, ৯ অক্টোবর : পুজোর বোনাস ভালোভাবেই মিটেছে। তবে পুজোর আগে ও পরে নিমতিঝোরা চা বাগানের শ্রমিকদের দুটি পাক্ষিক মজুরি বকেয়া। পাশাপাশি কীটনাশক ছেটানোর দায়িত্বে থাকা কিছু শ্রমিক অতিরিক্ত সময় কাজ করার মজুরি পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ শ্রমিক সংগঠনগুলোর। এই নিয়ে বুধবার রাত থেকে সেখানে উত্তপ্ত পরিস্থিতি। অতিরিক্ত কাজের মজুরির দাবিতে বুধবার রাতে কিছু শ্রমিক নেতা বাগানের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে বকেয়ার দাবি জানান। এরপর দুই পক্ষের মধ্যে বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। রাতেই তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির উপদেষ্টা কৃষ্ণা মাঝিকে ৫ দিনের জন্য সাসপেন্ড করা হয় মালিকপক্ষের তরফে। কৃষ্ণা বলেন, ‘আমি কীটনাশক ছেটানোর বিভাগের সর্দারি পদে রয়েছি। গত অগাস্ট মাস থেকে এই বিভাগের শ্রমিকরা অতিরিক্ত কাজের টাকা পাচ্ছেন না। এছাড়া শ্রমিকরা সময়মতো মজুরি পাচ্ছেন না। এসবের দাবি তোলাতেই মালিকপক্ষ আমাকে অন্যায়ভাবে সাসপেন্ড করেছে।’ বিষয়টি ইতিমধ্যে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে জানিয়েছেন কৃষ্ণা।

যদিও বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার বিশ্বজিৎ দত্ত পালটা অভিযোগ করেছেন। তাঁর কথায়, ‘ওই শ্রমিক নেতা আমার সঙ্গে অভব্য আচরণ করেছেন। গালিগালাজ দেওয়া সহ টেবিল চাপড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলেছেন। বাগানের শৃঙ্খলা ভঙ্গ হওয়ার জন্য কৃষ্ণাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। কৃষ্ণা ছাড়াও ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের বাগান কমিটির এক নেতাও খারাপ আচরণ করায় কর্তৃপক্ষ তাঁর বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ করবে।’

বিষয়টি কালচিনি ব্লক প্রশাসন ও পুলিশকেও জানানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শ্রমিক নেতারা। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ বলেন, ‘ওই নেতাকে আইনিভাবে সাসপেন্ড করা হচ্ছে নাকি বেআইনিভাবে তা খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।’

এদিকে, বৃহস্পতিবার বকেয়া মজুরির দাবিতে শ্রমিক সংগঠন বাগানের অফিসের সামনে গেট মিটিং করে বিক্ষোভ দেখায়। বাগানের সিনিয়ার ম্যানেজার জানিয়েছেন, এদিন একটি বকেয়া পাক্ষিক মজুরি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরেকটি বকেয়া মজুরি কালীপুজোর আগেই দিয়ে দেওয়া হবে।

চাষের জমিতে ডলোমাইট নিয়ে উদ্বিগ্ন পঞ্চায়েতমন্ত্রী

শালকুমারহাট ও বারবিশা, ৯ অক্টোবর : গত শনি ও রবিবারের দুর্যোগে ভুটান পাহাড় থেকে শিসামারা নদীর জলের সঙ্গে ভেসে চলে এসেছে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি। এজন্য কয়েকশো বিঘা জমির ফসলের ক্ষতি হয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের গ্রামগুলিতে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় কৃষি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ নেওয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শালকুমারহাটের সিধাবাড়ি

শালকুমারহাটে পঞ্চায়েতমন্ত্রী।

গ্রাম পরিদর্শনে আসেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। দুর্গত বাসিন্দাদের সঙ্গে মন্ত্রী কথা বলেন। গোটা এলাকা কৃষি অধ্যুষিত। তাই কৃষিকাজ নিয়েই স্থানীয়রা বেশি দুশ্চিন্তায়। কারণ, ইতিমধ্যে ডলোমাইটের পলিতে ঢেকে গিয়েছে আমন ধানের পাশাপাশি সব সবজি চাষের খেত। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রীও। পরিদর্শনের পর মন্ত্রী বলেন, ‘এই পলি তো স্বাভাবিক পলি নয়। কিছু এলাকায় চাষের জমিতে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি জমেছে।’

মন্ত্রীর কথায়, ‘এজন্য আগামীতে এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ এমন দুজন কৃষি বিজ্ঞানীকে এইসব এলাকায় পাঠানো হবে। তাঁরা সবকিছু খতিয়ে দেখবেন। তারপর যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে তা কীভাবে নিরাময় হতে পারে সেব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে কাজ করা হবে।’

এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। তাঁর কথায়, ‘ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন না হওয়াতেই ভুটানের ডলোমাইট মিশ্রিত পলিতে কৃষির বড় ক্ষতি হয়েছে।’

এদিনই কুমারগ্রাম ব্লকের প্রত্যন্ত ও দুর্গম মুসলিমচর এবং মাঝেরডাবরি বিষ্ণুনগর কলোনির দুর্গতদের খোঁজখবর নিলেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী। সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা, রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা সহ জেলা এবং ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। মন্ত্রীর উপস্থিতিতে শসা, বেগুন, বাঁধাকপি, মশুর ডাল সহ ১০ রকমের সবজির বীজ প্রদান করা হয় এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের। পাশাপাশি প্রশাসনের পক্ষ থেকে কীটনাশক এবং পলিথিন তুলে দেওয়া হয়।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমরা সব জায়গা ঘুরে কোথায় কী ধরনের ক্ষতি হয়েছে সেসব নথিভুক্ত করছি। আগামীতে কীভাবে এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে মোকাবিলা করলে ক্ষয়ক্ষতি কম হবে, সেসব খতিয়ে দেখতেই মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এসেছি।’

ড্রেজিংয়ের ‘আশ্বাস’ দিল ভুটান

জয়গাঁ, ৯ অক্টোবর : শীতকালে ভুটানের নদীগুলিতে ড্রেজিং করবে সেদেশের প্রশাসন। এমন আশ্বাস প্রতিবেশী দেশের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামার। বৃহস্পতিবার ভুটানের ফুন্টশোলিং শহরে সেদেশের সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন বিশাল। সেখানেই নাকি এই ড্রেজিং নিয়ে আশ্বাস মিলেছে। যদিও এই দাবি সম্পর্কে আলিপুরদুয়ার জেলা প্রশাসন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও আধিকারিক কিছুই জানেন না। কারণ, বৃহস্পতিবারের সেই বৈঠকে এদেশের প্রশাসনের কোনও আধিকারিক কিন্তু উপস্থিত ছিলেন না।

বুধবারই ফুন্টশোলিং গিয়ে ভুটানের কনসুলেট জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন বিশাল। তখনই ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি নিয়ে কথা হয়। বুধবারের বৈঠকেই ঠিক হয়, ভুটানের সেচ দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবেন বিশাল। সেইমতো এদিন ওই বৈঠকটি হয়েছে ভুটানে।

ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলি জয়গাঁ তো বটেই আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের দুর্দশার কারণ। আর সেদেশে ভারী বৃষ্টি হলেই এদেশের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। গত শনিবার ও রবিবার তো রীতিমতো আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছিল জয়গাঁজুড়ে। রবিবার দুপুরের দিকে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভুটানের প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেদেশের একাধিক বাঁধের অবস্থা শোচনীয়। যে কোনও মুহূর্তে বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। বিশাল জানিয়েছেন, এদিনের বৈঠকে এব্যাপারে কথা হয়েছে। বিধায়ক অনুরোধ করেছেন, পরিস্থিতি একেবারে চরম বিপজ্জনক হওয়ার আগেই যেন এরাজ্যের প্রশাসনকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তাহলে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হবে।

গত শনিবার ও রবিবারের টানা বৃষ্টির কারণে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীগুলি ফুলেফেঁপে উঠেছিল। তোর্ষা তো বটেই, সেইসঙ্গে গোবরজ্যোতি, খারখোলা, যোগীখোলা সব নদীতে জল বেড়ে গিয়েছিল। এই নদীগুলিতে জল বাড়লেই তা জয়গাঁ সংলগ্ন গ্রামগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সেই জল নেমে যাওয়ার পর পলি, বালি জমে থাকে এলাকায়। এই পলি, বালি পরিষ্কার করতে দু’-তিনদিন কেটে যায়। ততদিন দুর্ভোগ পোহাতে হয় বাসিন্দাদের। বিশাল বলেন, ‘যখনই আমি ওইসব এলাকায় যাই, তখনই স্থানীয়রা আমার কাছে এসব নিয়ে অভিযোগ জানান। তাই এদিন ভুটানের সেচ দপ্তরের আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করে সমস্যার কথা তুলে ধরেছি। এছাড়া ড্রেজিং নিয়েও কথা হয়েছে।’ নাব্যতার সমস্যার জন্যই তো ওই নদীগুলির জলধারণ ক্ষমতা কমে গিয়েছে। অল্পতেই দু’কূল প্লাবিত হয়। এমন ঘটনা যাতে আগামীতে না ঘটে তার জন্য উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন বিশাল। বিধায়ক বলেন, ‘ওই নদীগুলির ড্রেজিং করা প্রয়োজন। ভুটানে সেই কাজ করা হলে অতিরিক্ত জল আমাদের এখানে চলে আসার সমস্যা মিটবে বলে আমার মনে হয়। এই বিষয়টি নিয়ে বলেছি। ভুটানের সেচ দপ্তরের তরফে এই শীতে ড্রেজিংয়ের কাজ করার আশ্বাস মিলেছে।’

জয়গাঁর ৭১/১০ টোল এলাকা ভুটানের জলে প্রভাবিত হয়। এলাকার সীমানা প্রাচীর অনেকদিন আগেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভুটান প্রান্তে যে নদী রয়েছে সেখানে সীমানা প্রাচীর দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

কেবল বিধায়কের সঙ্গে কথা

বৈঠকের পরে সেচদপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে বিধায়ক।

লক্ষ্মীমেলায় যাত্রা হবে, খুশি প্রবীণরা

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৯ অক্টোবর : তিনদিন ধরে চলা কলাবাড়িয়ার ভান্ডানিমেলা বৃহস্পতিবার রাতভর হয়ে শেষ হল। বহু পুরোনো এই মেলায় কিন্তু একরাতের জন্যও এবার যাত্রাপালা হয়নি। যা এলাকার প্রবীণরা মেনে নিতে পারেননি। তবে ভান্ডানিমেলায় না হলেও কিছুটা দূরে পশ্চিম সিরুবাড়ির সর্বজনীন লক্ষ্মীমেলায় যাত্রার আসর বসছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ঐতিহ্যবাহী লক্ষ্মীমেলায় শুধু একদিন নয়, দু’দিন যাত্রাপালা হবে জেনে স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দারা খুশি। মেলা শুরু হচ্ছে শুক্রবার থেকে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাট ও পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুর্গাপুজোর পর থেকেই একের পর এক মেলা শুরু হয়। এইসব এলাকার কোনও মেলা ১০০ বছর, আবার কোনও মেলা ৫০-৬০ বছর ধরে চলছে। আর এমন গ্রামীণ মেলার মূল আকর্ষণই হল যাত্রাপালা। তবে গত কয়েকবছর ধরে কিছু জায়গায় মেলা হলেও যাত্রাপালা হচ্ছে না। যেমন এবছর শালকুমার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবাড়িয়ায় ভান্ডানিপুজো হয়। তার ক’দিন পর থেকে মেলা শুরু হয়। এই পুজো ও মেলার এবার ছিল ৭১তম বর্ষ। কিন্তু এবার যাত্রা এখানে হয়নি। বদলে সাংস্কৃতিক ও বিচিত্রানুষ্ঠান হয়েছে। তাতে তরুণ প্রজন্ম আনন্দ করেছে। কিন্তু প্রবীণদের মন খারাপ। কলাবাড়িয়ার প্রবীণ বাসিন্দা সুশীল রায়ের কথায়, ‘ভান্ডানিমেলায় যাত্রা না হওয়ায় খারাপ লেগেছে। তবে শুনেছি লক্ষ্মীমেলায় যাত্রা হবে। তাই একদিন যাত্রা দেখতে ওই মেলায় যাব।’ কলাবাড়িয়া থেকে তিন-চার কিমি দূরেই পশ্চিম সিরুবাড়ি গ্রাম। আর এখানকার সর্বজনীন লক্ষ্মীপুজোর এবার ৪৬তম বর্ষ। ভান্ডানিমেলার কারণেই এখানে ক’দিন পর লক্ষ্মীমেলার আয়োজন হয়ে আসছে আগে থেকেই। পশ্চিম সিরুবাড়ি প্রাইমারি স্কুলের মাঠে মেলা হয়। এবার ১০ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত মেলা চলবে। মেলার উদ্বোধন করবেন জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে।

এই মেলার পুরোনো ঐতিহ্য যাত্রাপালা। মেলা কমিটির সম্পাদক পবিত্র অধিকারী জানালেন, প্রথম দিন মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। তারপর একদিন ভাওয়াইয়া গানের অনুষ্ঠান, দু’দিন যাত্রাপালা, একদিন অসমের বিহু নৃত্যানুষ্ঠান হবে। আর দু’দিন হবে অর্কেস্ট্রা। তার মধ্যে আসবেন কথাকলি ধারাবাহিকের অভিনেত্রী সুস্মিতা দে। থাকছে নাগরদোলাও। স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা গুরুদেব বর্মন বললেন, ‘দু’দিন যাত্রা হবে জেনে ভালো লাগছে। কুষান যাত্রাও যেমন দেখব তেমনি কলকাতার দলের যাত্রাপালাও দেখব রাত জেগে।’

লক্ষ্মীমেলার প্রস্তুতি চলছে। বৃহস্পতিবার পশ্চিম সিরুবাড়ি গ্রামে।

> ভান্ডানিমেলায় যাত্রা না হওয়ায় খারাপ লেগেছে। তবে শুনেছি লক্ষ্মীমেলায় যাত্রা হবে। তাই একদিন যাত্রা দেখতে ওই মেলায় যাব।
>
> সুশীল রায়
> প্রবীণ বাসিন্দা

স্বামীর নালিশ

মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে স্বামীর সঙ্গে চূড়ান্ত অভব্যতা করার অভিযোগ উঠেছে এক মহিলার বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে সার্ভে পার্ক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁর স্বামী।

স্টেশনে গাঁজা

বৃহস্পতিবার নৈহাটি স্টেশনে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে রেল পুলিশ। ওই গাঁজা পাচারের অভিযোগে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

তরুণের দেহ

বন্ধুর জন্মদিনে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন এক তরুণ। এই নিয়ে দমদম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর পরিবারের লোকজন। বৃহস্পতিবার ওই তরুণের দেহ জঞ্জালের স্তূপ থেকে উদ্ধার হয়েছে।

বদলি দাবি

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দ্বারস্থ হচ্ছেন ২০২১ সালে নিযুক্ত প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাঁদের দাবি, বাড়ি থেকে দূরে কর্মরত শিক্ষকদের নিজেদের জেলায় বদলি করা হোক। শিক্ষামন্ত্রীর দ্বারস্থ হবেন তাঁরা।।

দোরগোড়ায় এসআইআর

সিইও'র কড়া সমালোচনা মমতার

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের নামে কার্যত এনআরসি করতে চাইছে নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার বিকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই অভিযোগই তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে উৎসবের মরশুম, অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয় চলা সত্ত্বেও এই সময়কে এসআইআরের জন্য কেন বেছে নেওয়া হল, তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। এদিনও ফের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র নাম না করে তাঁকে 'মিরজাফর' তকমা দিয়ে মমতা বলেন, 'একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলছেন দেড় কোটি ভোটারের নাম নাকি বাদ দেবেন। এইসব কার নির্দেশে হচ্ছে? এর পিছনেও কি মিরজাফর আছে? পার্টি অফিসে বসেই কি তিনি এই কাজ করবেন? উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে অনেকের কাগজপত্র নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁরা কী করে এত দ্রুত কাগজ জমা দেবেন?' এরপরই হুঁশিয়ারির সুরে মমতা বলেন, 'একজন ভোটারের নামও হরণের চেষ্টা করবেন না। মনে রাখবেন, এটা বাংলা। এটা এসআইআর নয়, এনআরসি। এই মিরজাফর যদি কিছু করতে আসেন, মনে রাখবেন অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে।'

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের নাম না করে তাঁকেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রাখলেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মনে করি। কিন্তু এখানকার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বেড়ে খেলার চেষ্টা করছেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে

> জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে আমরা নিরপেক্ষ বলে মনে করি। কিন্তু এখানকার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বেড়ে খেলার চেষ্টা করছেন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। তিনি দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

অনেক অভিযোগ আছে। সময় হলে বলব। তিনি নিজে নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। এখনও তো ভোট ঘোষণা হয়নি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে এভাবে জেলায় জেলায় বৈঠক করছে কমিশন। এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালুর চেষ্টা করা হচ্ছে?' এদিন মমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'আগুন নিয়ে খেলবেন না। মনে রাখবেন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে হেরে গিয়ে ব্রিটিশরা দেশের রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তাই বাংলাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করবেন না।'

নদিয়ার দুই নাগরিক কয়েকদিন আগেই এনআরসির নোটিশ পেয়েছেন। সেই তথ্য জানিয়ে এদিন মমতা বলেন, 'এসআইআরের নামে কেন এনআরসির নোটিশ পাঠানো হল? কোন অধিকারে বাংলার মানুষকে অসম সরকার এই নোটিশ পাঠাচ্ছে? সামনে এসআইআর পিছনে কী? এনআরসি করবেন গায়ের জোরে? কোনওদিন পারবেন না।' বিজেপিকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআরের নামে ভোট কাটার ষড়যন্ত্র চলছে। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলিকে গৈরিকীকরণের কাজ শুরু হয়েছে। আপনারা সবসময় বাংলাকে বঞ্চিত করবেন, আর ভোট এলেই আপনাদের মানুষের মধ্যে লড়াই শুরু করে দেওয়ার চেষ্টা করবেন?' এদিনই উপ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতীর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল কোলাঘাটে বিএলওদের নিয়ে বৈঠক করেছে। সেখানেও বিএলওদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিএলএ কম, কবুল শুভেন্দুর

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : এসআইআরে বুথভিত্তিক সমীক্ষায় সব বুথে দলের এজেন্টই দিতে পারবে না বিজেপি। নিজের মুখেই এদিন কবুল করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের মুসলিম প্রধান এলাকার বুথে দলের কোনও কর্মী বা সংগঠন না থাকার কথাও মেনে নিয়েছেন তিনি। তা সত্ত্বেও শুভেন্দুর দাবি, রাজ্যে এসআইআর সঠিকভাবে হলে তৃণমূলকে টেক্কা দেওয়া অসম্ভব নয়। এসআইআর হলে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ১ কোটিরও বেশি নাম বাদ যাবে। তা হলে '২৬-এর বিধানসভা ভোটে ড্যাং ড্যাং করে রাজ্যে ক্ষমতায় চলে আসবে বিজেপি। এমনটাই দাবি তাঁর। শুভেন্দুর মতে, গত ১০ বছরে এরাজ্যে আসা বাংলাদেশি মুসলিমদের ভুয়ো আধার কার্ড দিয়ে ভোটব্যাংক বানিয়েছে তৃণমূল। এসআইআর হলে ভোটার তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ গেলে ভোটে ভরাডুবি হবে তৃণমূলের। শুভেন্দু বলেন, গত লোকসভা ভোটে তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির ব্যবধান মাত্র ২২ লাখ। তাও ডায়মন্ড হারবার মডেল, কেষ্ট মডেল বা সিতাই, শীতলকুচি মডেল করে।

বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার বিষয়টিকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জেলায় জেলায় দলের কর্মীদের এসআইআরের জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা থেকে সুনীল বনসলরা। '২৬-এর নির্বাচনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাকেই গুরুত্ব দিয়ে এদিনও রাজ্য ও জেলার বাছাই করা নেতৃত্বের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করছেন নির্বাচনি বিশেষ পর্যবেক্ষক ভূপেন্দ্র যাদব ও বিপ্লব দেবরা। অথচ এদিন সেই বৈঠকের দিনেই শুভেন্দু কবুল করলেন এসআইআরের জন্য সব বুথে দলের এজেন্ট দিতে পারবে না বিজেপি। বিধানসভার বাইরে তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধি বিএলএ-টু সব বুথে থাকতে পারবেন কি না তা নিয়ে আশঙ্কা আছে। বিএলও'রাও সব বুথে প্রাণ বাঁচিয়ে বিহারের মতো নির্ভয়ে কাজ করতে পারবেন কি না তারও আশঙ্কা আছে।' যদিও তার জন্য এরাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতিকে ঢাল করেছেন তিনি। রাজ্যের প্রায় ৯৪ হাজার বুথের মধ্যে কমবেশি ৩৫ হাজার বুথে সংখ্যালঘুরাই নির্ণায়ক শক্তি।

অথচ শুভেন্দুই বলছেন, 'মুসলিম বুথগুলিতে আমাদের কর্মী নেই। তার বাইরে বাকি এলাকায় দলের কর্মীদের বাঁচিয়ে রেখে যাতে দলের এজেন্ট দেওয়া যায়, তার চেষ্টা করব।' শুভেন্দুর দাবি, বিহারের মতো এখানে সরকার ও প্রশাসন এসআইআরের কাজে সাহায্য করবে না, তাই প্রধান বিরোধী দল হিসেবে তাঁরা শুরু থেকে ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হওয়া পর্যন্ত সজাগ থাকবেন। পর্যবেক্ষকদের মতে, সব বুথে এজেন্টই দিতে পারবে না বলে কবুল করার পর এত খেলা শুরুর আগে তৃণমূলকে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়ার মতোই হল।

দুরন্ত ঘূর্ণির এই লেগেছে পাক... বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়।

ডোমকলে পাকড়াও ছয় অনুপ্রবেশকারী

পরাগ মজুমদার

ডোমকল, ৯ অক্টোবর : বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদে পুলিশের জোড়া অভিযানে পাকড়াও ছয়জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। প্রথমে ডোমকল মহকুমার হারুডাঙ্গা এলাকা থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম মহম্মদ তারিকুল ইসলাম, মহম্মদ জসিমুদ্দিন, মহম্মদ নুর ইসলাম ও মহম্মদ রবিউল ইসলাম। সকলের বয়স একুশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। তাদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহি জেলার গোদাগাড়ি এলাকায়। অন্যদিকে, ভাতসালা থেকে আকাশ শেখ ও রবি শেখ নামে দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারা বাংলাদেশের করিমগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জের বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে প্রথম চারজনকে কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় লালবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। আকাশ ও রবির ক্ষেত্রেও একই নির্দেশ দেয় বহরমপুর জেলা আদালত।

পুলিশের কাছে খবর ছিল, কালীনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে বেশ কয়েক মাস ধরে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছে চারজন অনুপ্রবেশকারী। সেই অনুযায়ী পুলিশের একটি দল ওই এলাকায় অভিযান চালায়। প্রথমে যদিও তারা নানা অজুহাত দিয়ে আত্মপরিচয় গোপন করার চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশের জেরায় সব স্বীকার করে। ওই চার জন আত্মীয়পরিজনের বাড়িতে লুকিয়ে ছিল বলে প্রাথমিক জেরায় জানিয়েছে।

ভাতসালা এলাকা থেকে ধৃত আকাশ ও রবি আবার বাংলাদেশে পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল। তাদের সে পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পুলিশের তৎপরতায়। ভাতসালা মোড়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে আকাশ ও রবিকে জেরা শুরু করে পুলিশ। এরপরই তারা অনুপ্রবেশের বিষয়টি স্বীকার করে নেয়। তাদের ব্যাগ থেকে বাংলাদেশের সিম কার্ড, মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু বাংলাদেশি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়।

ভাড়া কমল বিমানের

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া ধমকের পর কমল কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে বাগডোগরা থেকে কলকাতাগামী বিমানের ভাড়া অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়াকে 'বৈষম্য' বলে বুধবার দাগিয়ে দিয়েছিলেন মমতা। তারপরই নড়েচড়ে বসে এয়ারলাইন্স সংস্থাগুলি। বৃহস্পতিবার দেখা গেল, যেসব এয়ারলাইন্সের ভাড়া ছিল ১৬ হাজার থেকে ৩৯ হাজার টাকা পর্যন্ত, সেইসব ভাড়া কমে দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার, ৪ হাজার টাকায়। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য এখনও ভাড়া রয়েছে ৮-১২ হাজার টাকার মধ্যে। শাসক শিবির এই ঘটনাকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের প্রভাব মনে করলেও বিমান সংস্থাগুলির বক্তব্য অন্য কথা বলছে।

তাদের মতে, বিমানের ভাড়া কমার সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। চাহিদা বাড়লে ও বিমানের সংখ্যা সীমিত থাকলে দাম বাড়া স্বাভাবিক। দুর্যোগের সময় বিশাল সংখ্যক মানুষ কলকাতায় ফিরে আসতে চাইছিলেন। সেই কারণেই দাম বেড়েছিল। এখন চাহিদা কমে যাওয়ায় দাম কমেছে। অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রকের কর্তাদের ব্যাখ্যা, দেশের এয়ারলাইন্সগুলি বেসরকারি হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ওপর যথেষ্ট নজর রাখে। তাই ভাড়া মাত্রাতিরিক্ত বাড়ানো বা কমানো কোনওটাই নিজেদের ইচ্ছামতো সম্ভব নয়। যত আসন ভর্তি হবে, ভাড়া ততই বাড়বে। আর তা পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে এয়ারলাইন্সগুলি।

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে কোর্টে চ্যালেঞ্জ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : প্রাথমিকে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করল টেট অনুত্তীর্ণদের একাংশ। সম্প্রতি ১৩৪২১ শূন্য পদে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল পর্ষদ। আগামী সপ্তাহে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেট অনুত্তীর্ণদের একাংশ কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেটে প্রশ্ন ভুলের মামলার এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ওই দুটি টেটে প্রায় ২০টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে। আবেদনকারীরা সেই নম্বর পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চাইছেন তাঁরা। আদালত মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই। পরে পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চে মামলা শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

আবেদনকারীদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'প্রশ্ন ভুলের মামলা এখনও নিষ্পত্তি হয়নি। ওই দুই টেটে প্রশ্ন ভুল হয়েছে কিনা সেই সিদ্ধান্তে আসার আগেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হলে অনেকেই আবেদন করতে পারবেন না। ভুল প্রশ্নের জন্য অনেকে নম্বর পেয়ে পাশ করতে পারেন।' ২০২২ সালের টেট উত্তীর্ণ চাকরিপ্রার্থী মোহিত করাতির কথায়, 'আদালতের মামলার জন্য নিয়োগ স্থগিত যেন না রাখা হয়, আমরা সেটাই চাইব।'

বিপর্যয়ে গৃহহীনদের আগে বাড়ি বরাদ্দ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের গৃহহারাদের বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। ডিসেম্বরেই বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়া হবে বলে আগেই জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই মতো পুজোর পর সমীক্ষার কাজও শুরু হয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গে বিপর্যয়ে প্রচুর মানুষ গৃহহারা হয়েছেন। তাই নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, নতুন ১৬ লক্ষ পরিবারের মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে উত্তরবঙ্গে বিপর্যস্ত পরিবারগুলিকে। যাঁরা গৃহহীন হয়েছেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করে চলতি মাসেই পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ওই তালিকা যাচাইয়ের পর ডিসেম্বরেই তাঁদের প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব ছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব উপস্থিত ছিলেন। ওই বৈঠকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'আমি উত্তরবঙ্গে আছি। এখানকার পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি। পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানাবেন।' পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্য সরকার বরাবরই মানবিক মুখ দেখিয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে যে রাজ্য সরকার রয়েছে, তা মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই উত্তরবঙ্গের মানুষের পাশে দাঁড়াতে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা মুখ্যমন্ত্রী নিচ্ছেন।'

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গের বিপর্যয়ের দিনই কলকাতার দুর্গাপুজোর কার্নিভালে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি থাকা নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়েছে। তাই এখানকার গৃহহীনদের ঘর তৈরি করে দিয়ে তৃণমূল ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

ত্রাণ পাঠাচ্ছেন সৌরভ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : উদ্যোগ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের। উদ্দেশ্য প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গে ত্রাণ পাঠানো। সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আর সেই উদ্যোগে মহারাজের সঙ্গে সামিল ঐতিহ্যশালী ইস্কন থেকে শুরু করে বেশ কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা। আজ বিকেলে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে নতুন একটি বহুজাতিক কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সেখান থেকেই এই ঘোষণা করেন তিনি। পরে এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে মহারাজ বলেছেন, 'ওখানকার অবস্থা সাংঘাতিক। বহু মানুষ সমস্যায় রয়েছেন। আমরা সেইসব মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য ত্রাণ পাঠাচ্ছি। কলকাতা থেকে কালই থেকেই সেই ত্রাণ পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

দলের নেতার হাতে প্রহৃত সিপিএম কর্মী

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : দলের অভ্যন্তরে ভুল সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করায় সিপিএম নেতার হাতে সিপিএম কর্মী আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ উঠল উত্তর ২৪ পরগনার খড়দায়। সম্প্রতি দলীয় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে একটি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিলেন সিপিএম কর্মী সৌমিত্র আচার্য। তিনি কল্যাণনগর এলাকার বাসিন্দা। তার পরেই দলীয় নেতা উত্তম বণিক ও ননীগোপাল দাস তাঁকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ। তবে দলের নির্দেশে বিষয়টিকে এড়িয়ে গেলেও বুধবার রাতে তিনি বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন। তাঁর অভিযোগ, তিনজন দুষ্কৃতী তাঁকে রাস্তায় ফেলে লোহার রড দিয়ে মারধর করেছে। এই ঘটনার নেপথ্যে উত্তম ও ননীগোপাল জড়িত রয়েছেন।

বর্তমানে সিপিএমের সাংগঠনিক পরিস্থিতি তলানিতে ঠেকেছে। বুথ থেকে শাখা স্তরে কর্মী পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দলের অন্দরে চর্চা, ইতিমধ্যে নীচু তলার কর্মীদের টানার চেষ্টা করছে বিজেপি। তাই সংঘ পরিবার ও বঙ্গ বিজেপি কুপ্রভাব নিয়ে দলীয় কর্মীদের পাঠদান শুরু করতে চাইছে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট। এই পরিস্থিতিতে দলীয় সহকর্মীদের দ্বারা দলীয় কর্মীর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলেছে দলকে। আক্রান্ত কর্মী বলেন, 'বিরোধী দলের কোনও নেতা-কর্মী আজ পর্যন্ত নিগ্রহ করেনি। কিন্তু নিজের দলের লোকের থেকে এভাবে নিগৃহীত হয়ে খারাপ লাগছে।' ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত সিপিএম নেতা উত্তম পলাতক।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

12.07.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75C 63811 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার হৃদয় অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে যা শব্দে ব্যক্ত করা খুবই কঠিন। এটি শুধুমাত্র সম্ভবপর হয়েছে ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কারণে। তারা আমাকে জীবনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সঠিক অভিমুখের সন্ধান দিয়েছে এবং আমি এই সুযোগটি বুদ্ধিমানের সহিত প্রয়োগ করবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা সঞ্জিত বিশ্বাস - কে

* বিজ্ঞাপিত তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

আপনার পুরানো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে রাখা টাকার বিষয়ে ভুলে গেছেন?

আপনার যা সঞ্চিত আছে তা পুনরুদ্ধার করতে আরবিআই আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার ব্যাঙ্কে জমা থাকা নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্ট (2 বছরের বেশি এবং 10 বছরের বেশি সময় ধরে থাকা নিষ্ক্রিয়) / দাবি না করা ডিপোজিট (10 বছরের বেশি) থেকে অর্থরাশি আরবিআই-এর ডিইএ ফান্ডে স্থানান্তরিত হয়। আপনি অথবা আপনার আইনি উত্তরাধিকারীরা যে কোনো সময় এটি দাবি করতে পারেন।

3টি সহজ স্টেপে আপনার অর্থরাশির জন্য দাবি জানান

1. আপনার ব্যাঙ্কের যে কোনো শাখায় যান, সেটি আপনার রেগুলার শাখা না হলেও হবে
2. কেওয়াইসি নথিপত্র (আধার, পাসপোর্ট, ভোটার আইডি বা ড্রাইভিং লাইসেন্স) সহ একটি ফর্ম জমা দিন
3. ভেরিফিকেশনের পরে, আপনার টাকা সুদ সহ, যদি থাকে, উপলব্ধ করুন

আপনার দাবি না করা ডিপোজিট প্রাপ্ত করার জন্য

আপনার ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট অনুসন্ধান করুন বা আরবিআই-এর UDGAM পোর্টাল (https://udgam.rbi.org.in)-এ দেখুন বর্তমানে 30টি ব্যাঙ্ক এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত।

অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত দেশের সমস্ত জেলায় দাবিকৃত সম্পদের উপর পরিচালিত বিশেষ শিবিরগুলিতে (স্পেশাল ক্যাম্পগুলিতে) যান।

আরও বিশদ তথ্যের জন্য, ভিজিট করুন https://rbikehtahai.rbi.org.in-এ প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য, লিখে পাঠান rbikehtahai@rbi.org.in

কিউআর কোড স্ক্যান করুন

অফিসিয়াল হোয়াটস্অ্যাপ নং. 99990 41935

জনস্বার্থে প্রচারিত সৌজন্যে
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৪০ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৩ আশ্বিন ১৪৩২

নজরে বিহার

মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনের এক বছরের মাথায় হতে চলেছে বিহার বিধানসভার ভোট। দু'দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৬ ও ১১ নভেম্বর। ফল ঘোষণার নির্ধারিত দিন ১৪ নভেম্বর। মহারাষ্ট্রে 'ইন্ডিয়া' জোটের ভরাডুবি হয়েছিল। বিহারে এখন প্রশ্ন, আরজেডি ও কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট কি পারবে জেডিইউ-বিজেপি'র জোট সরকারকে হটাতে? নাকি দু'দশকের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ফের বিহারের ক্ষমতায় ফিরবেন?

এই দুই পক্ষ ছাড়াও বিহারে আসরে রয়েছে ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের জন সুরাজ পার্টি। দলটি বিহারের ভোটে বড় ফ্যাক্টর হতে পারে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের দাবি, এসআইআর থেকে শুরু করে ১৭টি নয়া নিয়ম বিহারের ভোটকে 'মডেল' হিসেবে চিহ্নিত করে রাখবে। সেই প্রেক্ষিতে বিহারের ভোট কমিশনের কাছেও অগ্নিপরীক্ষা।

কোভিড অতিমারির পর সর্বপ্রথম বিহার বিধানসভারই নির্বাচন হয়েছিল ২০২০-র অক্টোবর-নভেম্বরে। ২৪৩ আসনের বিধানসভায় সেবার জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমারের নেতৃত্বে এনডিএ পেয়েছিল ১২৫টি। অন্যদিকে, আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বাধীন 'ইন্ডিয়া' জোট জেতে ১১০ আসনে। নীতীশ প্রথমে বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গড়েন। কয়েক মাসের মধ্যে বিজেপি-জেডিইউ মতভেদ দেখা দেয়। বিজেপির সঙ্গ ছেড়ে আরজেডির হাত ধরেন নীতীশ।

সেই নতুন সরকারে উপমুখ্যমন্ত্রী হন তেজস্বী। কিন্তু কিছুদিন পর নীতীশ-তেজস্বী'র ঝামেলা শুরু হয়। শেষমেশ আবার পদ্মের হাত ধরেন নীতীশ। গত ২৪ জুন বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার পর শোরগোল বাধে দেশজুড়ে। ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব যৌথভাবে রাজ্যের ১৭টি জেলায় 'ভোটার অধিকার' যাত্রা করেন।

বিহারে এসআইআর চলাকালীন বারবার শীর্ষ আদালতের ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হয়েছে কমিশনকে। কারণ পরিচয়পত্র হিসেবে কমিশনের নির্দিষ্ট ১১টি নথির তালিকায় আধার কার্ড ছিল না। ফলে বিহারের সাধারণ মানুষের চরম ভোগান্তি হয়। জুলাই থেকে অগাস্টের মধ্যে বিভিন্ন মামলার শুনানি চলাকালে কমিশন অন্তত চারবার বিচারপতিদের ধমক খেয়েছে। শেষপর্যন্ত আধারকে পরিচয়পত্র হিসেবে ১২ নম্বর নথির মান্যতা দিতে বাধ্য হয়েছে কমিশন।

৩০ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় বিহারের মোট ভোটার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭ কোটি ৪২ লক্ষ। তবে এনডিএ এবং 'ইন্ডিয়া'- দুই জোটেই আসন ভাগাভাগি নিয়ে অশান্তি চলছে। আরজেডি-কংগ্রেস শুরুতে উঠেপড়ে লাগলেও আসন ভাগ নিয়ে ঝামেলা বাধে তাদের মধ্যে। আবার তেজস্বী মুখ্যমন্ত্রী মুখ কি না, তা নিয়েও ধন্দে 'ইন্ডিয়া' জোট। তার ওপর সিপিআই (এমএল) লিবারেশন মাত্র ১৯টি আসন পেয়ে চূড়ান্ত হতাশ। এনডিএ-তেও ক্ষুব্ধ চিরাগ পাসোয়ানের লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) প্রয়োজনে পিকে'র দলের সঙ্গে জোট গড়ার হুমকি দিয়ে রেখেছে।

শাসক ও বিরোধী- দু'পক্ষেই সমস্যা বিস্তর। তবে এনডিএ শিবির তুলনামূলক কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থায়। খয়রাতি রাজনীতির কারণে রাজ্যের মহিলা ভোটারদের মধ্যে নীতীশ কুমারের অসম্ভব জনপ্রিয়তা আছে। গত ২৪ সেপ্টেম্বর চালু হয়েছে 'মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনা।' আনুষ্ঠানিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত দিয়ে সূচনা হওয়া এই প্রকল্পে রাজ্যের ৭৫ লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে এককালীন দশ হাজার টাকা জমা পড়েছে।

কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা নীতীশ সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছেন, 'শুধুমাত্র বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের এককালীন টাকা দেওয়ার এই প্রকল্প। সরকার নিয়মিত দিয়ে দেখাক।' নীতীশের অবশ্য দাবি, রাজ্যের প্রতিটি পরিবারে একজন করে মহিলাকে জীবিকা অর্জনে সহায়তা দেওয়া এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। খয়রাতি-রাজনীতিকে হাতিয়ার করে নীতীশ এবারেও ভোট বৈতরণি পেরোবেন নাকি বাজিমাত করবে ইন্ডিয়া, সেটাই এখন দেখার।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

অর্ধেক আকাশজুড়ে থাকুক পুরুষও

শুধু নারীই নয়, পুরুষও কিন্তু নানাভাবে হেনস্তার শিকার। এমনটা হওয়ার কথা নয়। আইনে থাকুক সমানাধিকার।

পাপিয়া মিত্র

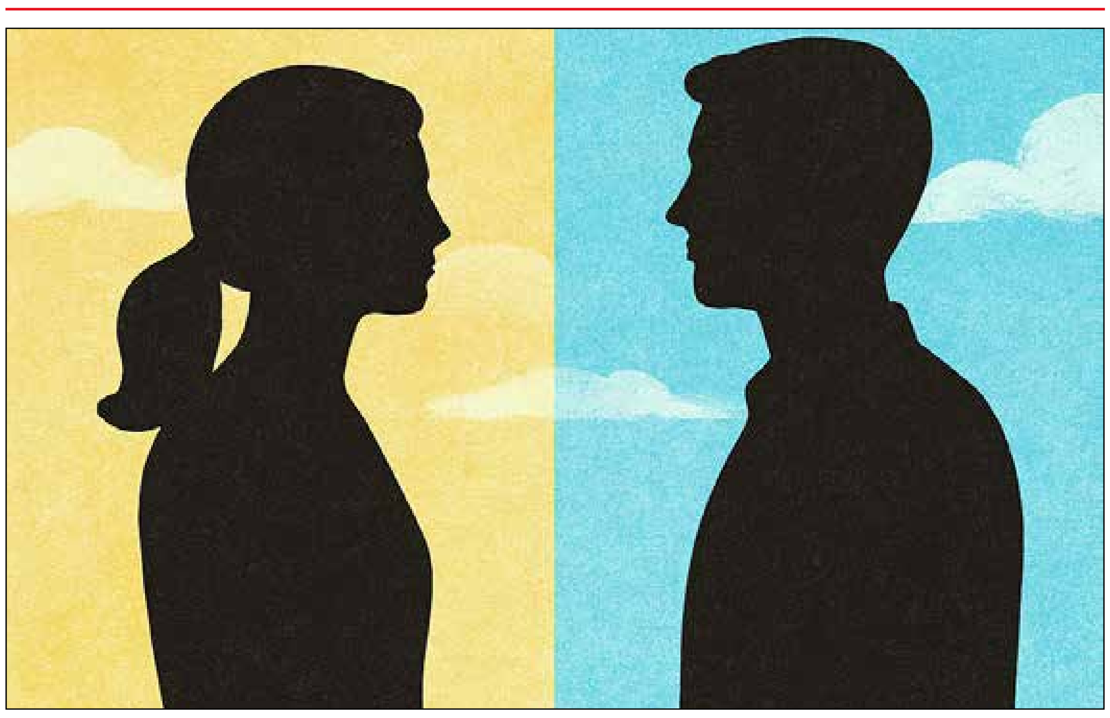

ন্যাশনাল হাইওয়ে ১৬ দিয়ে শাঁইশাঁই করে যাচ্ছে বাইকটি। চালকের পিঠটা আঁকড়ে ধরে এক বৃদ্ধ। কখনও বাসের সঙ্গে টেক্কা, আবার কখনও নিজের লেনে চলছে বাইকটি। অবশেষে বাস থামল। বাইকও থামল। বাসযাত্রী নামল। সড়কপথে চায়ের দোকানে চা পানের প্রয়োজন। বাইক আরোহী একটু প্রাণ ফিরে পেলেন। চালক দূরে ধূমপানে ব্যস্ত। চায়ের নেশা আছে বোঝা গেল বৃদ্ধের। একবার অনুরোধে সম্মতি পাওয়া গেল। চা পানের পাশাপাশি চলল কিছু কথা। হুড়মুড়িয়ে বলতে লাগলেন ৮২-র বৃদ্ধ।

শারদোৎসব শেষ, আসছে আলোর উৎসব, শ্যামাপুজো। পাড়ায় পাড়ায় কালীপুজো। নামে একরাতের পুজো হলেও এখন আমাদের সমাজ অল্পে থেমে নেই। যেমন দুর্গাপুজো শুরু মহালয়া তিথি থেকে। তাই কেনই বা বাদ যায় কালীপুজো? বাঙালির ঘরে ভূতচতুর্দশীর একটা পর্ব থাকে। সকালে ভাতের পাতে চোদ্দো শাক ভাজা ও সন্ধ্যায় চোদ্দো প্রদীপ জ্বালানো। এসব তো আমাদের সাবেক কালের প্রথা, চলে আসছে আজও। অন্ততপক্ষে যে ঘরে মধ্যচল্লিশ থেকে মহিলারা বিরাজ করছেন। তাঁরা অনেকেই পারিবারিক ধারাটিকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। আবার বাড়ির কর্তারা এটাকে জিইয়ে রাখতে বেশি পছন্দ করেন পরিবারের কৌলীন্য বজায় রাখতে।

কিন্তু আজ মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধতা হারিয়ে জ্বলে উঠছে চোখ-মাথা-খাওয়া নানা বিদেশি আলো। আর সেই আলোর উৎসবের প্রতিযোগিতায় নামতে চলেছে জগৎসংসার। সদ্য চাকরি হারিয়ে ফেলা বাবাটি কি তাঁর সন্তানের কাছে আলোর উৎসবকে এনে দিতে পারবেন? ক'দিন ধরে তাঁর ছেলেটি যে বায়না করে চলেছে আলো-বাজির...। উপরন্তু জুটবে সন্তানের মায়ের মুখঝামটা। প্রশ্ন তুলবে মুরোদের (অর্থের ক্ষমতা)। কেননা এর পরেই স্কুল খুলবে এবং গল্পের ঝুড়ি উপুড় হবে বন্ধু মহলে। চাকরিহারা পুরুষটি কী করবে? মাথার ওপরে আছে সংসারের বিশ্বভার। বাবা-মা-বিধবা পিসি নিয়ে ছ'জনের পেট।

ফিরে চাই সপ্তমীর সকালের দিকে। প্রায় ৩৫ বছর আগের। তখনও এত ফ্ল্যাট গজিয়ে ওঠেনি। গৃহস্থের দরজা-জানলা সকাল হলেই খোলা থাকত। এমনই এক সকালে বিবাহিত কন্যাকে মারতে দেখে পাশের বাড়ির কাকিমা এগিয়ে এলেন। পরে সেই পিতা নিজেকে আর সামলাতে পারেননি। মেয়ের হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন এই বলে যে- 'আমায় ক্ষমা করে দে মা। আজ ঘরে ঘরে উমামায়ের পুজো হচ্ছে আর আমি তোকে এত মারলাম!' অপরাধ, স্বামীছাড়া কন্যাটি চেয়েছিল একটা হলুদ-লাল শাড়ি। ন'জনের সংসারে এটা ছিল বিলাসিতার কারণ। নিজের কাছে নিগৃহীত পিতা শুধু পরিবারের কাছে নয়, অনুশাসন জারি থাকা প্রতিবেশী কাকিমার কাছেও কম কথা শোনেননি। কেন উপযুক্ত না করে পাত্রস্থ করেছিলেন? আসলে পুরুষমানুষ বাইরে যতটা বলশালী মননে ততটাই নরম প্রকৃতির। ভেবেছিলেন বড় আদরের কন্যাটি নিজের কাছেই থাক। কিন্তু অভাব অনটন বলে-কয়ে আসে না। গ্রামের জমিজায়গা বেহাত হয়ে যায় ভাগচাষিদের সুকৌশলে।

একটা সময়ে এই পরিবারের কর্তাটি বড় সংসারের একমাত্র পুত্রসন্তান ছিলেন। সেই অন্তঃপুরের মহিলাদের আদরে বড় মাছের মাথা, নাড়ু, ক্ষীরের বাটি, দুধের গ্লাস, মাংসের জামবাটি– সবটাই গিয়েছে পুরুষসন্তানের পক্ষে। সংসারে অবহেলিত মেয়েরা যা অবশিষ্ট থাকত তা-ই পেত। ফলে পুরুষসন্তানটি নরম মনের হয়ে উঠল। আর পোড়খাওয়া মেয়েরা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মননে শক্ত হল। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। একা বাঁচার সাহস পেল। সমাজ

> **মেয়েদের ষষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি বড় প্রখর। আর এই হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পুরুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলছেন একাধিক বেশি বয়সি মেয়েরা। খুব চেনা চেনা ছবি আজকাল নানা কর্মস্থলে দেখা যায়। খুব পরিচিত একজন তো অনেক বছর প্রোমোশন নেননি শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন এক মহিলা ছিলেন বলে।**

অন্য ছবি উপহার দিতে লাগল।

আজ মেয়েরা যতটুকু এগিয়েছেন মূলত নিজেদের সদিচ্ছায়। ভালো কথা। আইন মেয়েদের পক্ষে। কথিত মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সমাজগঠনের পরিকাঠামো শক্ত করে। কিন্তু তার অপব্যবহার তো যথেচ্ছভাবেই হচ্ছে। ধরা যাক, পথের ধারে চায়ের ভাঁড়ের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে। ৮২ বছরের বৃদ্ধের ক্যাথিটার লাগানো, স্ট্রোকে বেঁকে যাওয়া চোয়াল নিয়ে চা খেতে খেতে বলছিলেন নিজের নিগ্রহের কথা। স্ত্রী-হারা বৃদ্ধ ভাঁড়ে মুখ দিতে পারেন না। চা খানিক পড়ে যায়। একমাত্র ছেলে-বৌমার চাপে পড়ে বাড়ি, জমানো টাকা সব লিখে দিয়ে শূন্য হাতে দিনযাপন করেছেন। ৪২-এর ছেলে চাপে পড়েই বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে চলেছিলেন। স্নেহ যে কী ভীষণ অন্ধত্বে পরিণত হয়! এখন তিনি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। বয়স তো একলাফে ৮২ হয়নি? তিনি ভবিষ্যতের কথা ভাবেননি কেন? তিনি তখন বা পরে থানাপুলিশ করেননি কেন? বৃদ্ধের কথায়, পুলিশ এসে প্রথমেই ছেলেকে তুলবে। আইন আদালত? পুরুষ নিগৃহীতদের পক্ষে এখনও পর্যন্ত কোনও আইন প্রণয়ন হয়নি। প্রায় কমবেশি দেখা যায় বা শোনা যায় এমন ঘটনা। বর্তমানে বিবাহিত পুরুষদের অবস্থা শাঁখের করাতের মতো। তাঁরা না পারেন মা-বাবাকে কাছে রাখতে, না ফেলতে পারেন বৌকে। ওই যে আত্মীয়পরিজনের কাছে মুখ দেখানোর লজ্জা। পুরনো পাড়া হলে প্রতিবেশীদের কথা (এখনও তো কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আছেন) শোনার ভয়, ছেলেমেয়ের বন্ধুরা ঠাম্মা-দাদুর কথা জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু একসময়ে সব লজ্জা হারিয়ে হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে সন্তানরূপী পুরুষটি বৌকে সন্তুষ্ট করতে। কৃতকার্য সম্পন্ন হলে যে যার ঘরে একা। ক্রমে ভালোবাসা ফুড়ুত। এমনই নানা সংসারে বড় হচ্ছে আমাদের উত্তর প্রজন্ম।

মেয়েদের ষষ্ঠ অন্তর্দৃষ্টি বড় প্রখর। আর এই হাতিয়ারকে কাজে লাগিয়ে পুরুষকে প্রেমের ফাঁদে ফেলছেন একাধিক বেশি বয়সি মেয়েরা। খুব চেনা চেনা ছবি আজকাল নানা কর্মস্থলে দেখা যায়। খুব পরিচিত একজন তো অনেক বছর প্রোমোশন নেননি শুধু তাঁর ঊর্ধ্বতন এক মহিলা ছিলেন বলে। তবে সব জায়গার চিত্র এক নয়। কাজে দক্ষ এমন অনেক পুরুষকর্মীকে নানাভাবে 'উত্ত্যক্ত' করেন অথবা 'কাছের' করে নেওয়ার অছিলায় ভালো ইনসেনটিভ দেওয়ার প্রোপোজাল দেওয়া হয় অনেক সময়। হয়তো সদ্যবিবাহিত ঝকঝকে এমপ্লয়িটির ট্যুর ব্যবস্থা হয়ে যায় গোপনে। প্রোমোশনের আশায় সেই এমপ্লয়িটি চলে যায়। তারপরে যা হওয়ার...। ক্রমে মানসিক চাপ বাড়ে স্ত্রীর কাছে। অফিসে গেলে মুখ তুলতে পারে না। অনেকে অন্যত্র চাকরি নেয় আবার অনেকে চেপে থেকে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে চলে। এমন পরিস্থিতি শুধু কর্মস্থলেই নয়। ভিড় বাসে-ট্রেনে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় এমন ঘটনার উদাহরণ বহু আছে, মহিলা দ্বারা প্রতারিত হচ্ছেন বহু পুরুষ। আসলে আইন যা এসেছে তা শুধুই সেই লক্ষ্মীপ্রতিমাদের জন্য।

পারিবারিক ধারা বজায় রেখে লক্ষ্মীমতি বৌটি চোদ্দো শাক ও চোদ্দো প্রদীপ দিলেও স্বামীকে হেনস্তা করতে পিছপা হননি। স্বামীর প্রিয় বন্ধুর চাকরি যখন টিকে আছে তখন তার স্বামীর চাকরি যায় কী করে? সেই ঝকঝকে পুরুষটি ততদিনে মরচে পড়া এক বিধ্বস্ত জীবনযুদ্ধের সৈনিক। বাড়িকে বোঝানো যায় না প্রাইভেট চাকরিতে বাবা মায়ের সন্তানের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে এত লোন নেওয়া আর কামাই করা কোম্পানি ভালো চোখে নেয়নি। উপরন্তু ট্যুর প্ল্যান ক্যানসেল করায় ঊর্ধ্বতন বারবার চাপ দিতে থাকে। ঘরে-বাইরের এই চাপ ক্রমে ডিপ্রেশনের দিকে ঠেলে দেয়। কোম্পানি লম্বা ছুটিতে যেতে বলে। সুস্থ হয়ে জয়েন করার দিনেই চাকরি থেকে ছাঁটাইয়ের চিঠি ধরিয়ে দেয় স্মার্ট পুরুষটিকে।

এসব তো হওয়ার কথা ছিল না। পৃথিবীর অর্ধেক আকাশজুড়ে যেমন নারী তেমনই তো অর্ধেক আকাশজুড়ে পুরুষের থাকার কথা। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় ছুটবে নতুন প্রজন্ম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নির্ভয়ে যাবে রোগী চিকিৎসক। প্রতিবাদ হোক সুচিন্তিত, প্রতিশোধের আগুন যেন না ছড়ায়। আইনে থাকুক সমানাধিকার।

(লেখক সাহিত্যকর্মী)

আজ

১৯৬৪

পরিচালক, অভিনেতা গুরু দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৪

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী রেখা।

আলোচিত

লিভ-ইন সম্পর্ক থেকে মেয়েদের দূরে থাকাই উচিত। এধরনের সম্পর্ক জীবনকে বরবাদ করে দিতে পারে। মেয়েদের বলব, তোমরা এরকম কোরো না। নয়তো তোমাদের দেহ ৫০ টুকরো অবস্থায় পাওয়া যাবে। এরকম ঘটনার পরিণাম অনাথ আশ্রমে ১৫ বছরের নীচে মেয়েরা কোলে বাচ্চা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

- আনন্দীবেন প্যাটেল

ভাইরাল/১

রাওয়ালপিন্ডি চিকেন টিক্কা মশালা, সারগোধা ডাল মাখানি, জাকোবাবাদ মেওয়া পোলাও, বালাকোট তিরামিসু– ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৩ বর্ষপূর্তির ডিনার মেনুটা ছিল এমনই! প্রতিটি খাবারের 'প্রতীকী' নামকরণ করা হয় পাকিস্তানের সেইসব শহর বা জায়গার নামে যেখানে অপারেশন সিঁদুর অভিযান চলেছিল।

ভাইরাল/২

দক্ষিণ তুরস্কের এক কৃষক পেস্তা খামারের বাইরে ঘুমোচ্ছিলেন। পাশেই চিড়িয়াখানা। সেখান থেকে এক সিংহ এসে তাঁকে আক্রমণ করে। প্রাণ বাঁচাতে লোকটি পশুরাজের গলা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেন। গুরুতর আহত কৃষক হাসপাতালে ভর্তি। পরে সিংহটিকে গুলি করে মারা হয়।

জনমন জনমত

ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে বন্যপ্রাণীর আতঙ্ক কাটছেই না

মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলে বুনো শুয়োরের আতঙ্কে চাঁদের হাট। তৃণমূল, বিজেপি ও সিপিএমের প্রতিনিধিরা আসছেন, যাচ্ছেন। হেভিওয়েট নেতাদের জন্য পুলিশের ছোটাছুটি। মানবিক হয়ে আসা নেতাদের আবার বাকবিতণ্ডায় অমানবিক দৃশ্য দূষণের সাক্ষী থাকছেন সমগ্র ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দারা।

ঘোকসাডাঙ্গা অঞ্চলের প্রান্তিক দুই কৃষককে খুবলে খেয়েছে বুনো শুয়োর। ঘাপটি মেরে কোথায় যে বসে আছে বুনো শুয়োর কে জানে! সন্ধ্যা হলে আতঙ্কে ঘরের আলো নিভিয়ে বসে থাকতে হচ্ছে বড় শিমুলগুড়ি, পুঁটিমারি, ভেলাকোপা, সাউদেরবস গ্রামের মানুষকে। সন্ধ্যার আলো না নিভতে ঘোকসাডাঙ্গার পুলিশ প্রশাসন মাইকযোগে ঘরে ফিরতে মানুষকে সতর্ক করছে। সন্ধ্যা হলে ঘোকসাডাঙ্গার হাটবাজার শুনসান।

ভয়ংকর তোর্ষা কিছুটা শান্ত হলেও তোর্ষা তীরবর্তী এলাকা এখনও পুরোপুরি অশান্ত। কেননা কয়েকদিন আগেই তোর্ষার জলে মানুষ, হরিণ, বাইসন, গন্ডার, হাতি, বুনো শুয়োর, বিষধর সাপ ভেসে আসতে দেখা গিয়েছে। বুনো শুয়োর, বিষধর সাপ ভেসে এসে প্রাণ বাঁচাতে লোকালয়ে আশ্রয় নিয়েছে। অন্যান্য বন্যপশুরা যে আশ্রয় নেয়নি এমনটা বলা যাবে না। প্রশাসন মানুষকে সান্ত্বনা দিয়ে ফিরলে আবার ভোর হতেই বন্যপশুর আক্রমণে আরেকটি মৃত্যুর খবর পেতেই মানুষ আতঙ্কে প্রহর গুনছেন।

বিগত কয়েক বছরে ঘোকসাডাঙ্গা উনিশবিশা অঞ্চলে হাতি, বাইসন ও বাঘের আক্রমণে বেশ কয়েকজন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। মাঝেমধ্যেই জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনো হাতির দল ও বাইসন ঘোকসাডাঙ্গা উনিশবিশা অঞ্চলে ঢুকে পড়ছে। নষ্ট হচ্ছে ফসল, মৃত্যু হচ্ছে মানুষের।

জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে ঘোকসাডাঙ্গার বহু দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন ঢুকছে বন্যপ্রাণী তার কোনও সদুত্তর নেই নেতাদের মুখে। শুধু মানুষের মৃত্যু হলেই বেরিয়ে আসছেন রাজনৈতিক নেতারা। রাজনৈতিক দলগুলো আশ্বাস আর কিছু খাবারের প্যাকেট দিয়ে সস্তায় সহানুভূতি কিনতে ব্যস্ত। প্রিয়জনের মৃত্যুর মূল্য টাকা দিয়ে পরিশোধ কোনও পরিবারের সদস্যদের কাম্য হতে পারে না। এর স্থায়ী সমাধান কোথায়?

এই সময় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নয়, মানুষের প্রতিনিধি হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়ালে মানুষ সাদরে গ্রহণ করবেন।

স্বপনকুমার রায়
উনিশবিশা, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

কাশির সিরাপে লাগামহীন দুর্নীতির বিষ

কাশির সিরাপে বিষাক্ত রাসায়নিক ডাই-ইথিলিন গ্লাইকলে বহু শিশুর প্রাণ গিয়েছে। দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন।

সৈকত দেবনাথ

পেট্রোলে মিশেছে ইথানল, দুধের বিশুদ্ধতা হারিয়েছে জলের মিশ্রণে, ভোটার তালিকায় কারচুপি। এবার মধ্যপ্রদেশের ছিঁদওয়াড়া থেকে রাজস্থান দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কাশির সিরাপে বিষাক্ত রাসায়নিক ডাই-ইথিলিন গ্লাইকল (ডিইজি) যেন কফিনে শেষ পেরেক পুঁতল। এই ঘটনায় একের পর এক শিশুর মৃত্যু সবাইকে নড়িয়ে দিয়েছে। যে ওষুধ শিশুদের সুস্থ করার জন্য দেওয়া হয়, সেটিই যখন সাক্ষাৎ মৃত্যুদূত হয়ে ওঠে, তখন প্রশ্ন জাগে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে? এই ট্র্যাজেডির শিকার পরিবারগুলির অসহায়তা প্রমাণ করল ভারতে ওষুধ-নিরাপত্তা আজ কত অসহায় ও জীর্ণ। একে শুধুমাত্র একটি দুর্ঘটনা নয়, বরং দেশের ওষুধ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থার এক জঘন্য ব্যর্থতা বলা যায়।

১৯৩৭ সালে আমেরিকাতেও বিষাক্ত 'এলিক্সির সালফানিলামাইড'-এর কারণে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। পরে এনিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়। সেই থেকে সেখানে আজ পর্যন্ত ডিইজি সংক্রান্ত একটিও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে দুর্নীতি ও অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে বহু অসাধু ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা মুনাফার লোভে মানুষের জীবন নিয়ে খেলতে দু'বার ভাবছে না। এটি এক ভয়াবহ প্রতারণা। একটি বিষাক্ত শিল্প-রাসায়নিক কীভাবে শিশুদের ওষুধে ব্যবহৃত প্রোপিলিন গ্লাইকলের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হল বলে প্রশ্ন ওঠাটা স্বাভাবিক। উঠেওছে। এজন্য ওষুধ কোম্পানির কর্ণধারদের বিরুদ্ধে কঠোরতম মামলা হওয়া উচিত।

এর আগেও আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতে তৈরি বিষাক্ত কাশির সিরাপের কারণে গাম্বিয়া, উজবেকিস্তানে বহু শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে, যার জেরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু) কড়া সতর্কবার্তা দিয়েছিল। তবুও আমরা শিক্ষা নিইনি। এই ঘটনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রান্তিক ও নিরক্ষর পরিবারগুলি। অথচ এই ঘটনার পর সরকার এবং কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিডিএসসিও'র ভূমিকা ছিল শিথিল এবং চরম উদাসীন। যতক্ষণ না রাজ্য সরকারগুলি নড়েচড়ে বসেছে, ততক্ষণ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় স্তরে তেমন কোনও কঠোর পদক্ষেপ চোখে পড়েনি। এটি জনগণের জীবনের প্রতি চরম অবহেলার ইঙ্গিত।

জাতির অভিভাবক হিসেবে সরকারের দায়িত্ব প্রতিটি নাগরিকের জীবন সুরক্ষিত রাখা। এই বিষাক্ত কাশির সিরাপের ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখাল দোষী শুধু কোম্পানি নয়, এই দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাও বটে। এবার আর কোনও 'দুর্ঘটনা' নয়, আর কোনও 'তদন্ত কমিটি' নয়। এবার সময় এসেছে কঠোর ব্যবস্থার।

ওষুধ প্রস্তুতকর্তা থেকে অসাধু ব্যবসায়ী সহ সকল দায়িত্বশীল আধিকারিককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচার করতে হবে এবং তাঁদের কঠোরতম শাস্তি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের যে সকল আধিকারিক এই কোম্পানিকে লাইসেন্স দিয়েছেন বা গুণমান পরিদর্শনে গাফিলতি করেছেন, তাঁদের চিহ্নিত করে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হবে। শিশুদের জন্য তৈরি সমস্ত ওষুধের উপাদান ও কাঁচামাল বাধ্যতামূলকভাবে নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের ল্যাবরেটরি দিয়ে পরীক্ষা করার কঠোর নিয়ম চালু করতে হবে। মৃত ও অসুস্থ শিশুদের পরিবারকে অবিলম্বে সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ও ন্যায়সংগত আর্থিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা করতে হবে।

(লেখক শিক্ষক। কোচবিহারের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৬২

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। বিষয় আশয় ৩। আমাদের চারপাশে উড়ে বেড়ায় যে পতঙ্গ ৫। মানুষের শরীরে থাকে যে ছয়টি শত্রু ৬। এই ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের ৮। বাস্তবে যার অস্তিত্ব নেই ১০। পৌরাণিক চরিত্র ১২। উচ্ছৃঙ্খল, উপদ্রবকারী ১৪। বিতরণ করা ১৫। টকটকে লাল রঙের ১৬। তাঁবুর ঘের বা পর্দা।

উপর-নীচ : ১। পাহারার কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি ২। শিষ্টাচার বা শিক্ষা ৪। কল্কের ছোট সংস্করণ ৭। পানের খিলি রাখার ঠোঙা ৯। গাঢ় বেগুনি রঙের একটি ফলের নাম ১০। চলতি বাংলায় যাকে বলে কলা গাছ ১১। লুকিয়ে বা ঢেকে রাখা ১৩। যে অকারণেই খোশামোদ করতে পছন্দ করে।

সমাধান ■ ৪২৬১

পাশাপাশি : ১। অম্বিকা ৩। গুপ্তিপাড়া ৪। তাবিজ ৫। রাহাজানি ৭। তামা ১০। দাবা ১২। আসবাব ১৪। প্রিজম ১৫। মহালয়া ১৬। নবীন।

উপর-নীচ : ১। অগসূতা ২। কাতান ৩। গুজরাট ৬। জাবেদা ৮। মান্দাস ৯। শিবপ্রিয়া ১১। বাতায়ন ১৩। সমন।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অর্থনীতি, খালিস্তানি সমস্যা নিয়ে কথা

ট্রাম্প-দাবি উড়িয়ে মোদির পাশে স্টার্মার

অন্য মেজাজে স্টার্মার ও নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের রাজভবনে।

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টার্মারের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে উঠে এল ভারতের অর্থনীতির উজ্জ্বল দিক। সেই সঙ্গে উঠে এল খালিস্তানি সমস্যার কথাও। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর স্টার্মারের প্রথম ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে একগুচ্ছ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে সেই আলোচনার ভরকেন্দ্র ছিল বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তার মতো একাধিক বিষয়ে ভারত-ব্রিটেন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করার ব্যাপারেই। এদিন রাজভবনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে ভারতে স্বাগত জানান মোদি। পরে এক যৌথ বিবৃতিতে ভারতের অর্থনীতির বিস্ময়যাত্রার ভূয়সী প্রশংসা করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

সম্প্রতি শুল্ক আঘাতের আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতকে একটি মৃত অর্থনীতি বলে কটাক্ষ করেছিলেন। ট্রাম্পের সেই অবস্থানকে এদিন কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্টার্মার বলেন, '২০২৮ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার রাস্তায় রয়েছে। এই যাত্রাপথে ভারতের শরিক হিসেবে থাকবে ব্রিটেন।' তিনি বলেন, 'ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি গোটা বিশ্বের কাছে একটি বিস্ময়। সম্প্রতি জাপানকে পিছনে ফেলে ভারত বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছে। আমি যতটা সময় এখানে কাটিয়েছি তা আমাকে নিশ্চিত করেছে যে ভারত নিজের লক্ষ্যে পৌঁছোবেই। আমরা চাই, সেই যাত্রায় ব্রিটেন যেন ভারতের সহযোগী হয়।'

স্টার্মারের সঙ্গে ভারত সফরে এসেছে শতাধিক ব্রিটিশ উদ্যোগপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল। ভারতের অর্থনীতির জয়যাত্রা নিয়ে স্টার্মারের এই প্রশংসা বার্তার জবাবে ব্রিটেনের খালিস্তানি সমস্যার বিষয়টি তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে উদ্ধৃত করে বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, 'উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান যে গণতান্ত্রিক সমাজে নেই সেই কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি এও বলেছেন, সমাজ যে স্বাধীনতা দিয়েছে তা যেন কোনওভাবেই খর্ব করা না হয়।' ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মানুষের জন্য সত্যিকারের পার্টনারশিপ বলেও আখ্যা দিয়েছেন।

ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিকশিত ভারতের স্বপ্নকেই সফল করবে বলে স্টার্মারকে জানিয়েছেন মোদি। ব্রিটেনের যে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ভারত সফরে এসেছেন সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসও খোলা হবে ভারতে। স্টার্মারের সফরকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়েও এদিন দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আলোচনা হয়। মোদি নিজেকে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বন্ধু বলে দাবি করলেও আলোচনা এবং কূটনীতির মাধ্যমে ইউক্রেন যুদ্ধের অবসানের বার্তা দিয়েছেন।

একনজরে

- ২০২৮ সালের মধ্যে ভারত বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হওয়ার রাস্তায় রয়েছে বলে দাবি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর
- ব্রিটেনের খালিস্তানি সমস্যার বিষয়টি তুলে মোদি জানিয়েছেন, উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান গণতান্ত্রিক সমাজে নেই
- উগ্রপন্থা এবং হিংসাত্মক চরমপন্থার কোনও স্থান যে গণতান্ত্রিক সমাজে নেই সেই কথা ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন নমো
- ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বিকশিত ভারতের স্বপ্নকেই সফল করবে বলে স্টার্মারকে জানিয়েছেন মোদি

পশ্চিমবঙ্গকে ৬৮০.৭১ কোটির অনুদান কেন্দ্রের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবার অভিযোগ করেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য অর্থ দিচ্ছে না। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে রেখে রাজ্যের উন্নয়ন থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এমন অভিযোগ প্রায়ই তোলা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। সেই অভিযোগের মধ্যেই রাজ্যের বিধানসভা ভোটের আগেই পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য ৬৮০.৭১ কোটি টাকার অনুদান দিল কেন্দ্র।

কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতরাজ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য রাজ্যের গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থা এবং পঞ্চায়েতরাজ প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য একত্রিত (মৌলিক) অনুদানের প্রথম কিস্তি হিসেবে এই অর্থ ৬ অক্টোবর দেওয়া হয়েছে। এর ফলে উপকৃত হবে রাজ্যের ৩,২২৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত, ৩৩৫টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২১টি জেলা পরিষদ।

কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জন্য মোট ৪,১৮১.২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২,০৮২.১৩ কোটি টাকা একীভূত(ইউনাইটেড) অনুদান এবং ২,০৯৯.১০ কোটি টাকা নির্দিষ্ট (টাইড) অনুদান হিসেবে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রকের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, একীভূত অনুদান স্থানীয় সংস্থাগুলিকে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণের জন্য। যেমন গ্রামীণ রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, সৌরচালিত স্ট্রিট লাইট, পরিবেশ সংরক্ষণ, ডিজিটাল সংযোগ প্রভৃতি। অন্যদিকে, নির্দিষ্ট অনুদান ব্যবহৃত হবে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা, পানীয় জলের সরবরাহ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, জল জমা এলাকার উন্নয়নের কাজে ।

এছাড়াও ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের জন্য স্বাস্থ্য খাতে আরও ১৫১ কোটি টাকার অনুদান পশ্চিমবঙ্গকে দিয়েছে কেন্দ্র। এই অর্থ ব্যয় করা হবে গ্রামীণ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির ডায়াগনস্টিক পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য, যাতে গ্রামের মানুষ উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পান।

পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশকেও ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৪১০.৭৬ কোটি টাকার একীভূত অনুদানের প্রথম কিস্তি দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের হিসাব বলছে, গত দু'বছরে রাজ্যের স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্যই ৪,০০০ কোটিরও বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে।

এদিকে কেন্দ্রের অনুদানের জন্য মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'এই গুরুত্বপূর্ণ বরাদ্দর ফলে সারা রাজ্যের ৩২২৪টি গ্রামপঞ্চায়েত, ৩৩৫টি ব্লক পঞ্চায়েত এবং ২১টি জেলা পরিষদ আরও শক্তিশালী হবে। গ্রামীণ উন্নয়নের গতিতে নতুন গতি আসবে। যখন ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর অভিযোগ ছড়াচ্ছেন। তখন এইধরনের অনুদান স্পষ্ট করে দেয় মোদি সরকার কতটা আন্তরিকভাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য কাজ করছে।'

ভারতে তালিবানি বিদেশমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের বিদেশমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি প্রথমবারের মতো সরকারি সফরে ভারতে এসেছেন। ৯ থেকে ১৬ অক্টোবর পর্যন্ত তাঁর এই সফর চলবে। শুক্রবার তিনি ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের সঙ্গে বৈঠক করবেন। তারপর আগ্রা ও দেওবন্দের মাদ্রাসা পরিদর্শনে যাবেন। মনে করা হচ্ছে, এই সফরটি ভারতের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, নয়াদিল্লি এখন এমন এক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করছে, যাকে এখনও আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। সেদিক থেকে মুত্তাকির ভারত সফর ভারত-তালিবান সম্পর্কের এক নতুন অধ্যায় বলে মনে করা হচ্ছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের তালিবান নিষেধাজ্ঞা কমিটি তাঁকে অস্থায়ী ভ্রমণ ছাড়পত্র দেওয়ার পরেই এই সফর সম্ভব হয়েছে।

আর এখানেই দেখা দিয়েছে সূক্ষ্ম একটি কূটনৈতিক জট। রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতীয় কূটনীতিকরা এখনও নিশ্চিত নন জয়শংকরের সঙ্গে মুত্তাকির বৈঠকে পতাকা প্রদর্শনের বিষয়টি কীভাবে সামলানো হবে। এর আগে ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দুবাইয়ে যখন বিদেশসচিব বিক্রম মিস্রির সঙ্গে মুত্তাকি দেখা করেছিলেন, তখন দুই পক্ষই পতাকা প্রদর্শন এড়িয়ে গিয়েছিল। ২০২১ সালে তালিবান কাবুল দখলের পর থেকে ভারত তাদের সরকারকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। দিল্লিতে আফগান দূতাবাসে এখনও উড়ছে প্রাক্তন ইসলামিক প্রজাতন্ত্র আফগানিস্তানের পতাকা, যা আশরাফ গনির আমলে স্বীকৃত ছিল। এটাই এখনও পর্যন্ত ভারতের কূটনৈতিক টেমপ্লেট। তবে প্রোটোকল অনুযায়ী, কোনও দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের সময় তাঁদের দেশের পতাকা ভারতের পতাকার পাশে প্রদর্শিত হয়।

ভেঙে পড়ল বিমান : *রানওয়ে থেকে আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল একটি বেসরকারি চার্টার্ড বিমান। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের ফারুখাবাদে। তবে বরাতজোরে রক্ষা পেয়েছেন বিমানের পাইলট, কোপাইলট এবং যাত্রীরা। এয়ারস্ট্রিপ থেকে টেকঅফের পরই কোতওয়ালি মহম্মদাবাদ এলাকায় ফাঁকা জমির ওপর ভেঙে পড়ে বিমানটি। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই এই বিপত্তি বলে জানা গিয়েছে।*

আইপিএসের আত্মহত্যায় হেনস্তার তত্ত্ব হরিয়ানায়

চণ্ডীগড়, ৯ অক্টোবর : হরিয়ানার সিনিয়ার আইপিএস আধিকারিক পূরণ কুমারের আত্মহত্যা সংক্রান্ত তদন্তে নয়া মোড়। মৃতের সুইসাইড নোটে একাধিক উচ্চপদস্থ পুলিশকর্তার নাম থাকা সত্ত্বেও এখনও কোনও এফআইআর দায়ের না হওয়ায় তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

মৃত আইপিএস-এর স্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির উদ্দেশে চিঠি লিখে দ্রুত তদন্ত ও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করেছেন। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, তাঁর স্বামীর আত্মহত্যার নোটে যেসব উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছিল, যাঁরা তাঁকে জাতপাত তুলে 'হেনস্তা, অপমান ও মানসিক নির্যাতন' করেছেন, চণ্ডীগড় পুলিশ তাঁর মৃত্যুর পরও সেই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে। আত্মঘাতী পুলিশ কর্তার সুইসাইড নোটে ১২ জন পুলিশ আধিকারিকের নাম পাওয়া গিয়েছে।

সূত্রের খবর, রাজ্য পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়ার পর হরিয়ানা সরকারও ঠিক করেছে ডিজিপি শত্রুজিৎ কাপুরকে সাময়িক ছুটিতে পাঠানোর। বৃহস্পতিবার পদস্থ পুলিশকর্তাদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত মিলেছে। এদিকে জাতীয় তপশিলি জাতি কমিশন হরিয়ানার মুখ্যসচিবকে এক সপ্তাহের মধ্যে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

সব পরিবারে চাকরি : তেজস্বী

পাটনা, ৯ অক্টোবর : বিধানসভা ভোটের আগে বিহারবাসীর কাছে স্বপ্নের ফেরিওয়ালা সাজায় মন দিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে আরজেডি নেতা বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় এলে বিহারের যে সমস্ত পরিবারে কোনও সরকারি চাকুরে নেই, সেই সমস্ত পরিবারের একজন করে সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।' তিনি বলেন, 'এনডিএ সরকার ২০ বছরে তরুণদের হাতে কাজ দিতে পারেনি। তেজস্বী সরকার ক্ষমতায় এলে প্রত্যেক পরিবারের একজন করে ব্যক্তি যাতে সরকার চাকরি পান, সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব। এটা আমার অঙ্গীকার, জুমলাবাজি নয়।'

লালু-পুত্রের ঘোষণা, 'সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যে এই মর্মে একটি নতুন আইন তৈরি করব। আর ২০ মাসের ভিতর বিহারের একটিও পরিবার সরকারি চাকরিহীন হয়ে থাকবে না।' এর আগে নীতীশ কুমারের উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি কীভাবে তরুণদের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিলেন, সেই কথা এদিন স্মরণ করিয়ে দেন তেজস্বী। তিনি বলেন, 'গত বিধানসভা ভোটের সময়ও আমি সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। সংক্ষিপ্ত সময় ক্ষমতায় ছিলাম আমি। তখনই ৫ লক্ষ চাকরি দিয়েছিলাম। আমি যদি পাঁচবছর ক্ষমতায় থাকতাম তাহলে আর কী কী করতাম, সেটা আপনারা কল্পনা করতে পারেন। বিহারের মানুষ পরিবর্তন চাইছেন। বেকারত্ব সমূলে উপড়ে ফেলতে চান তাঁরা। সামাজিক ন্যায়বিচারের পাশাপাশি আমরা বিহারের মানুষের জন্য আর্থিক ন্যায়ও চাইছি।'

ঘটনা হল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি উপভোক্তাদের হাতে টাকা দিয়ে তাঁদের সমর্থন পাওয়ার জোরালো চেষ্টা করছে। তার জবাবে এবার সরকারি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিহারবাসীর মনের নাগাল পেতে চাইছেন লালু-পুত্র। এদিকে মহাজোটের তরফে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হোক বা না হোক, তেজস্বীর মুখে এদিন বারবার 'তেজস্বী সরকার' শব্দবন্ধ শোনা গিয়েছে।

মহাজোট বা ইন্ডিয়ার বদলে তেজস্বী সরকার শব্দ উচ্চারণ করে কংগ্রেসের ওপর কার্যত চাপ সৃষ্টি করেছে আরজেডি। একটি সূত্র জানিয়েছে, তেজস্বীকে যদি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয় তাহলে একজন দলিত, একজন মুসলিম এবং একজন অতি পিছড়েবর্গের প্রতিনিধিকে উপমুখ্যমন্ত্রী করা হতে পারে। আসনরফার ক্ষেত্রেও আপাতত ঠিক হয়েছে, রাজ্যের ২৪৩টি আসনের মধ্যে আরজেডি ১২৫টিতে, কংগ্রেস ৫০-৫৫টিতে এবং বামেরা ২৫টি আসনে প্রার্থী দেবে। বাকি আসনগুলি ভিআইপি, পশুপতি পরসের এলজেপি, জেএমএম-কে ছাড়া হতে পারে। এদিন কংগ্রেসের তরফে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে '২০ সাল বিনাশকাল' শীর্ষক একটি চার্জশিট সাংবাদিক বৈঠকে পেশ করা হয়।

পিকে'র তালিকা

পাটনা, ৯ অক্টোবর : আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করে দিল প্রশান্ত কিশোরের (পিকে) দল জন সুরাজ। বৃহস্পতিবার ওই ৫১ জনের প্রার্থীতালিকায় একাধিক শিক্ষাবিদ, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রাক্তন আমলা ঠাঁই পেয়েছেন। তপশিলি জাতি এবং অত্যন্ত অনগ্রসর শ্রেণির (ইবিসি) প্রার্থীরাও রয়েছেন। ৫১ জনের মধ্যে ৬ জন মুসলিম এবং একজন রূপান্তরকামীও রয়েছেন। প্রীতি কিন্নর নামে ওই রূপান্তরকামীকে গোপালগঞ্জের ভোরে (এসসি) আসনে প্রার্থী করা হয়েছে। পিকের দলের প্রার্থী তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ কেসি সিনহা। তিনি ৭০টিরও বেশি গণিতের বই লিখেছেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও ছিলেন তিনি। তাঁকে কুমহারিন পাটনায় প্রার্থী করেছে জন সুরাজ। অপরদিকে ভোজপুরি সংগীতশিল্পী রীতেশরঞ্জন পাণ্ডেকে কারগাহারে প্রার্থী করা হয়েছে।

কমিশনের সতর্কবার্তা

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আসন্ন বিহার বিধানসভা ভোটে রাজনৈতিক দলগুলিকে এআই দিয়ে ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে ভ্রান্তিমূলক প্রচার করা থেকে বিরত থাকার সতর্কবার্তা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে কমিশন সাফ জানিয়ে দিয়েছে, সমস্ত রাজনৈতিক দল যেন আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলে। সেইসঙ্গে প্রতিপক্ষকে নিশানা করতে এআই দিয়ে ভিডিও তৈরির ব্যাপারেও যেন নির্দেশিকাগুলি মেনে চলা হয়। ৬ ও ১১ নভেম্বর বিহারে দুই দফায় ভোট। কমিশনের সতর্কবার্তা, ডিপফেক ভিডিও তৈরি করে বিকৃত তথ্য প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে হবে রাজনৈতিক দলগুলিকে।

ঋতুকালীন ১ দিন সবেতন ছুটি

বেঙ্গালুরু, ৯ অক্টোবর : নজিরবিহীন পদক্ষেপ করল কর্ণাটক সরকার। এবার থেকে রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি অফিসে কর্মরত মহিলারা মাসে ১ দিন ঋতুকালীন সবেতন ছুটি পাবেন। বছরে ১২ দিন সবেতন ছুটি নিতে পারবেন মহিলারা। বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব কর্ণাটক মন্ত্রীসভায় পাস হয়েছে। চাকুরিজীবী মহিলাদের স্বাস্থ্য ও কর্ম পরিবেশের কথা মাথায় রেখে সিদ্দারামাইয়ার সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আইনমন্ত্রী এইচকে পাটিল বলেছেন, 'এটা মহিলাদের পক্ষে সহায়ক হবে। অন্যান্য রাজ্যে এই নীতি সফল হয়েছে। আমরাও এটা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম।' কর্ণাটকের সব সরকারি, বেসরকারি দপ্তর, বহুজাতিক সংস্থা, তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার কর্মীরা এর আওতায় পড়বেন। ২০২৪ সালে মহিলা কর্মীদের ৬ দিনের সবেতন ঋতুকালীন ছুটির প্রস্তাব করা হয়। বৃহস্পতিবার বছরে ১২ দিনের ছুটির প্রস্তাব গৃহীত হল।

জুতো ছোড়া 'ভুলে যাওয়া অধ্যায়' : গাভাই

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই ৬ অক্টোবরের জুতো ছোড়ার ঘটনায় মুখ খুললেন। সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিলেন প্রধান বিচারপতি। কিন্তু এখন তাঁর কাছে তা নিছক ভুলে যাওয়া ঘটনা ছাড়া কিছু নয় বলে জানালেন গাভাই। তিনি বলেন, 'সোমবারের ঘটনায় আমি ও আমার বিদ্বান ভাই (বিচারপতি চন্দ্রন) মর্মাহত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে ওটা ভুলে যাওয়া অধ্যায়।'

প্রধান বিচারপতি রাকেশের মন্তব্যকে ধর্তব্যের মধ্যে না নিলেও বিচারপতি ভুঁইয়া বলেছেন, 'এটা রসিকতার বিষয় নয়। বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের প্রতি অবমাননা।' তিনি এও বলেন, 'বিচারক হিসেবে বছরের পর বছর আমরা অনেক রায় দিই, যা ন্যায্য বলে নাও মনে হতে পারে। কিন্তু সেই রায় সম্পর্কে আমাদের মতামত পরিবর্তন হয় না।'

ওইদিন সুপ্রিম কোর্টের এক নম্বর ঘরের এজলাসে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ছিলেন বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া, কে বিনোদ চন্দ্রন। আইনজীবী রাকেশ কিশোর প্রধান বিচারপতির দিকে জুতো ছোড়েন। সেইসময় তিনি চিৎকার করে বলেছিলেন, 'সনাতনের অপমান বরদাস্ত করব না (সনাতন কা অপমান নেহি সহেঙ্গে)।'

"সোমবারের ঘটনায় আমি ও আমার বিদ্বান ভাই (বিচারপতি চন্দ্রন)মর্মাহত হয়েছিলাম। আমাদের কাছে ওটা ভুলে যাওয়া অধ্যায়।

বিআর গাভাই

শান্তির আশা গাজায়

চুক্তি সই ইজরায়েল-হামাসের

কায়রো ও ওয়াশিংটন, ৯ অক্টোবর : গাজায় অবশেষে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা ঘিরে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন দু'পক্ষই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল-হামাস শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপে ক'দিনেই পণবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ট্রাম্প নিজেই।

গাজায় শান্তি ফেরাতে ২০ দফা প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প। সেই শান্তিপ্রস্তাবের প্রথম দফার শর্তগুলি মানার বিষয়ে সম্মত হয় ইজরায়েল এবং হামাস। বুধবার সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, 'আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি, ইজরায়েল এবং হামাস উভয়েই আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। এর অর্থ, খুব শীঘ্রই সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং ইজরায়েল তাদের সৈন্যদের একটি সম্মত-রেখায় সরিয়ে নেবে যা একটি শক্তিশালী, টেকসই এবং স্থায়ী শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। আজ আমেরিকা, আরব দুনিয়া, ইজরায়েল এবং আশপাশের দেশগুলির জন্য দারুণ দিন।' শান্তির শর্তগুলি পালনের বিষয়ে দু'পক্ষকে রাজি করানোর জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান তিন মধ্যস্থতাকারী দেশ কাতার, মিশর এবং তুরস্ককে।

শান্তিচুক্তিকে স্বাগত জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এতে পূর্ণ সমর্থন রয়েছে ভারতের।' বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা হয় ট্রাম্পের। তা জানিয়ে তিনি বলেন, 'একটু আগে আমি বিবি (নেতানিয়াহুর ডাক নাম)-র সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি বললেন, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না, সবাই এখন আমাকে পছন্দ করছে। আমি বললাম, তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, সবাই আবার ইজরায়েলকে ভালোবাসছে!'

যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পর গাজা ও ইজরায়েলের বিভিন্ন শহরে মানুষ রাস্তায় নেমে আনন্দ প্রকাশ করেন। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর যুদ্ধবিরতি উভয়পক্ষের কাছেই বড় স্বস্তি। ট্রাম্প দাবি করেন, এই শান্তিচুক্তি পশ্চিম এশিয়ায় স্থিতিশীলতার নতুন অধ্যায় খুলে দেবে। একই সঙ্গে তিনি কৌতুকের ছলে বলেন, তিনি সাত সাতটি যুদ্ধ থামিয়েছেন। গোটা বিশ্বে এই রেকর্ড কারও নেই। হয়তো এবার তাঁকে 'শান্তির নোবেল পুরস্কার'-এর জন্য ভাবা হতে পারে!

হোয়াইট হাউসের তরফে ট্রাম্পের একটি ছবি পোস্ট করে লেখা হয়, 'দ্য পিস প্রেসিডেন্ট'! নোবেল শান্তি ঘোষণার আগে এই পোস্টকে ইঙ্গিতবাহী বলেই মনে করা হচ্ছে।

সিরাপ কাণ্ডে গ্রেপ্তার ফার্মা মালিক

চেন্নাই ও ভোপাল, ৯ অক্টোবর : মধ্যপ্রদেশে ২০ শিশুর মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার রাত দেড়টা নাগাদ 'কোল্ডরিফ' কফ সিরাপ উৎপাদনকারী ওষুধ কোম্পানির মালিককে গ্রেপ্তার করেছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ। সিরাপটিতে দূষিত উপাদান থাকার কারণেই শিশুদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ। সিরাপ কেলেঙ্কারিতে দেশজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। সংশ্লিষ্ট সংস্থার উচ্চপদস্থ কর্তাদেরও তদন্তে তলব করা হয়েছে।

অভিযুক্ত শ্রীসান ফার্মার মালিক রঙ্গনাথন গোবিন্দনকে ধরার জন্য 'অপারেশন মিডনাইট' নামে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। গভীর রাতের ওই অভিযানে চেন্নাইয়ের কোডাম্বক্কামে তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয় গোবিন্দনকে। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় কাঞ্চিপুরমে কোম্পানির ওষুধ কারখানায়। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযানে কোম্পানির বহু নথি ও সিরাপ সংক্রান্ত তথ্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিযুক্তকে মধ্যপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে।

সাহিত্যে নোবেল হাঙ্গেরির লেখকের

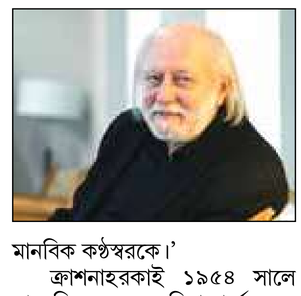

স্টকহোম, ৯ অক্টোবর : এ বছর সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেলেন হাঙ্গেরির উত্তরাধুনিক লেখক লাজলো ক্রাশনাহরকাই। বৃহস্পতিবার তাঁর নাম ঘোষণা করে সুইডিশ অ্যাকাডেমি।

সুইডিশ একাডেমি বলেছে, 'লাজলো ক্রাশনাহারকাই মধ্য ও মধ্য-ইউরোপীয় উপন্যাসের ধারার এক মহান সাহিত্যিক, যাঁর সাহিত্যকর্ম কাফকা থেকে থমাস বার্নহার্ডের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তাঁর লেখায় অতিবাস্তবতা (অ্যাবসার্ডিজম) এক বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাঁর রচনায় প্রাচ্যের দিকেও তাকানোর স্পষ্ট প্রভাব পাওয়া যায়, যা আরও সূক্ষ্ম ও বাঙ্ময় করেছে তাঁর মানবিক কণ্ঠস্বরকে।'

ক্রাশনাহরকাই ১৯৫৪ সালে হাঙ্গেরির দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রোমানিয়া সীমান্তে ছোট শহর জিউলাতে জন্মগ্রহণ করেন। ক্রাশনাহরকাই মূলত তাঁর ডিস্টোপিয়ান ও বিষণ্ণতাময় উপন্যাসগুলির জন্য স্মরণীয়। লেখক হয়ে ওঠার আগে তিনি সম্পাদনার কাজ করতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসেই সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন ক্রাশনাহরকাই। হাঙ্গেরির সাহিত্য জগতে তোলপাড় পড়ে গিয়েছিল 'স্যাটানট্যাঙ্গো' (১৯৮৫) প্রকাশের পর। এছাড়া 'দ্য মেলাঙ্কোলি অফ রেজিস্ট্যান্স'ও তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছে। এই উপন্যাসগুলি অবলম্বনে চলচ্চিত্রও হয়েছে। ক্রাশনাহরকাইয়ের সাহিত্য গভীর দার্শনিকতায় ঋদ্ধ। মধ্য ইউরোপীয় সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ স্বর হিসাবেই তিনি সম্মানিত। তাঁর রচনাশৈলীতে কাফকা থেকে থমাস বার্নহার্ড প্রমুখ লেখকের প্রভাব দেখা যায়। মানসিক টানাপোড়েন, ধ্বংসাত্মক সময় ও মানবীয় জটিলতার অতল গহ্বরের গন্ধ পাওয়া যায় তাঁর লেখায়।

মাসুদ-বোনের জঙ্গি ব্রিগেড

ইসলামাবাদ, ৯ অক্টোবর : প্রথা ভাঙল জইশ। এই প্রথম মহিলাদের নিয়ে জঙ্গি ব্রিগেড গড়ল জইশ-ই-মহম্মদ। মাসুদের বোন সাদিয়া আজহার এর নেতৃত্ব দেবে। ভারতীয় সেনার সিঁদুর অভিযানে মাজা ভাঙলেও ফের নতুন করে নিজেদের শক্তি বাড়াতে তৎপর জইশ-ই-মহম্মদ। তারই প্রকাশ হিসেবে জইশের মহিলা শাখা 'জামাত-উল-মোমিনাত' গঠনের কথা জামাতের সদর দপ্তর ভাওয়ালপুরের মরকজ উসমান-ও-আলিতে ঘোষণা করল তারা। আইসিস, বোকোহারাম, হামাস, এলটিটিই ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠনের মহিলা আত্মঘাতী শাখা রয়েছে। জইশ কিন্তু এতদিন মহিলাদের নীচু চোখে দেখত। এবার তারাও মতধারা বদলে মহিলা জঙ্গি সংগঠন জামাত-উল-মোমিনাত গড়েছে। নিয়োগও শুরু করে দিল।

শিলিগুড়ি কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি নিয়ে সাগর বাগচীর প্রতিবেদন

হে বটবৃক্ষ ছায়াতলে দাও ঠাঁই...

নবীন কথা

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তৃতীয় সিমেস্টারের ছাত্রী দিয়া দাসের গলায় প্রশংসার সুর, 'কলেজে নিয়মিত ক্লাস হয়। প্রতিটি ক্লাসে পড়ুয়াদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে নজর রাখা হয়। তবে পুরো কলেজ সম্পর্কে বলতে গেলে আরও কিছুটা সময় এখানে কাটাতে হবে। এখনও পর্যন্ত অভিজ্ঞতা খারাপ নয়।' একই বিষয়ের প্রথম সিমেস্টারের পড়ুয়া স্নেহা রায় মনে করেন, পড়াশোনার পাশাপাশি যদি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন কিংবা ফিল্ড ওয়ার্কের ওপর জোর দেওয়া যেত, তাহলে আরও ভালো হয়।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসেন এই কলেজে। কলেজের আশপাশে পেয়িং গেস্টহাউস, মেসবাড়ি, ফ্ল্যাটে অধিকাংশের আস্তানা। তৈরি হয়েছে কোচিং সেন্টার, ইন্টারনেট ক্যাফে। কলেজ ও সংলগ্ন বাঘা যতীন পার্কের চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাবারের দোকানগুলোরও বড় ভরসা এই পড়ুয়ারা। স্থানীয় অর্থনীতিতে অবদান কম নয় তাঁদের।

এই যেমন মাইক্রোবায়োলজির পঞ্চম সিমেস্টারের পড়ুয়া দেবর্ষি বর্মন কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা। বলছিলেন, 'অনেকের মুখে সুনাম শুনেছি। পরে যখন পড়ার সুযোগ পেলাম, ভীষণ খুশি হয়েছিলাম। আমি কলেজে থাকাকালীন ৭৫ বছরের পূর্তি চলছে। তাই ভালো লাগছে। অন্য শহর থেকে এখানে এসে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারব কি না, সেই চিন্তা ছিল। কিন্তু প্রথম দিন থেকে স্যর, ম্যাডাম আর কলেজের সিনিয়ারদের থেকে সাপোর্ট পেয়েছি। ফলে বিষয়টা খুব সহজ হয়ে গিয়েছে। ফ্রেশার্স, কলেজের সোশ্যালে আনন্দ হয়।'

দেবর্ষির আর্জি, 'আমাদের আরও কিছু ক্লাসরুম দরকার। গরমে চাপাচাপি করে বসা যায় না। অসুস্থতা বোধ হয়, অধ্যাপকদের লেকচারে মনোযোগ দেওয়া মুশকিল হয়। এছাড়া এখনও পর্যন্ত তেমন সমস্যা নেই।'

ইংরেজি বিভাগের পঞ্চম সিমেস্টারের সৌমিলি চৌধুরীর কথায়, 'আমার বাবা সহ বাড়ির বড়দের প্রায় সবাই এই কলেজে পড়তেন। তাই আমারও স্কুলজীবন থেকে ইচ্ছে ছিল ভর্তি হব। বহু কৃতী প্রাক্তনী রাজ্য, দেশ ও বিদেশে সুনাম অর্জন করছেন। এখানে পড়াশোনা করে হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র শিলিগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। তাই এই ক্যাম্পাস বৈচিত্র্যময়। তাঁদের সঙ্গে মেলামেশা করে নতুন নতুন জিনিস শিখতে পারি, জানতে পারি। কলেজ লাইফের প্রতিটা দিন আমার কাছে মেমরেবল। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু বুঝেছি, কিছু ডিপার্টমেন্টে আরও অধ্যাপক প্রয়োজন। আশা করি, সেই সমস্যা তাড়াতাড়ি মিটে যাবে।'

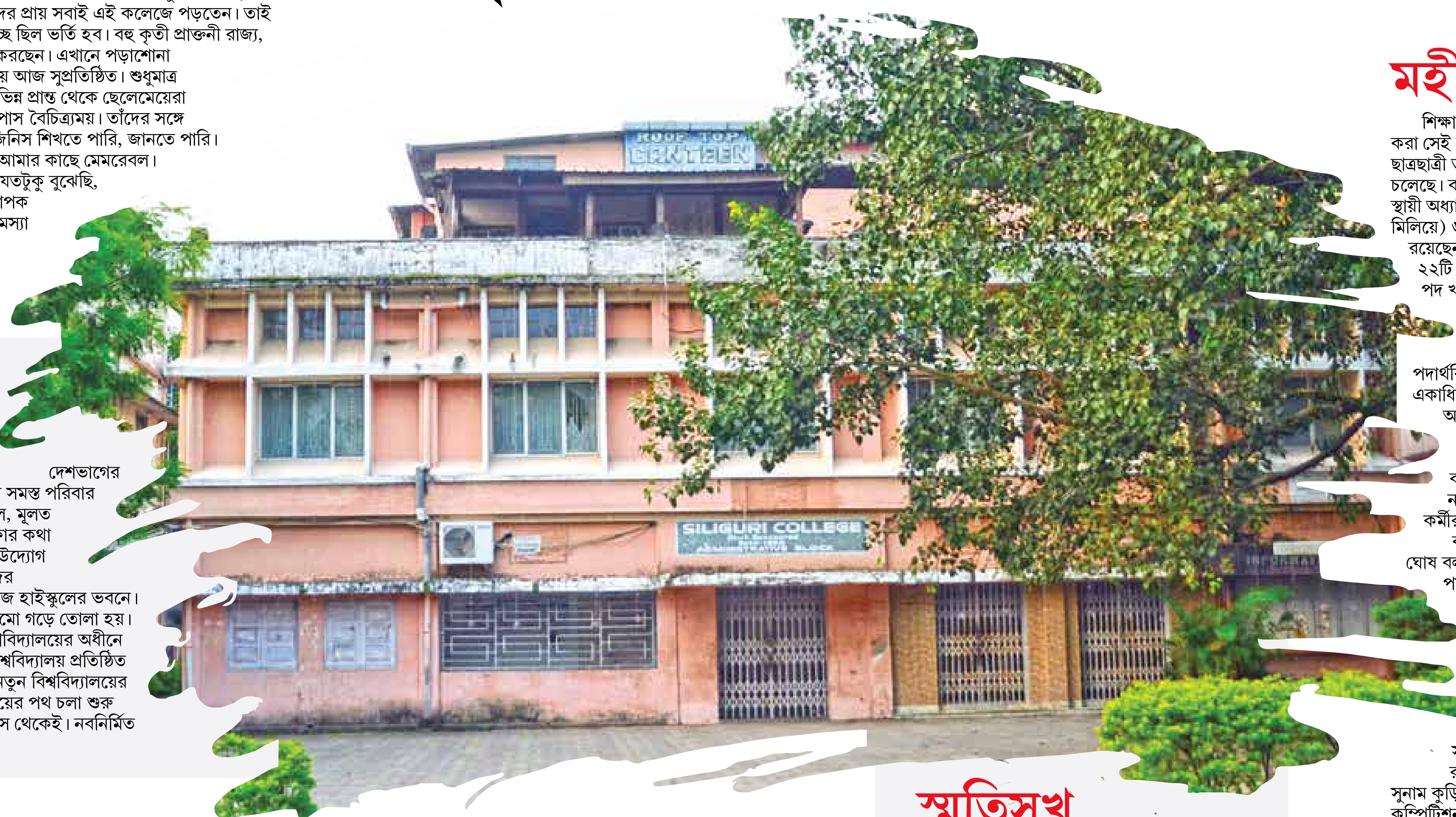

বীজবপন

১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর স্থাপিত হয়েছিল শিলিগুড়ি কলেজ। দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে যে সমস্ত পরিবার এসে বাসা বেঁধেছিল এই অঞ্চলে, মূলত তাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চশিক্ষার কথা চিন্তা করে এই প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমদিকে কলেজের পঠনপাঠন চলত শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের ভবনে। পরে বর্তমান জায়গায় পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। শুরুতে কলেজটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৬২ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শিলিগুড়ি কলেজ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন আসে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পথ চলা শুরু হয়েছিল এই কলেজের ক্যাম্পাস থেকেই। নবনির্মিত ভবনে ক্লাস হত।

মহীরুহ

শিক্ষার আলো ছড়ানোর মহৎ উদ্দেশ্যে রোপণ করা সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত। হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী তার ছায়ায় শিক্ষাগ্রহণ করেছে এবং করে চলেছে। বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৬ হাজার। স্থায়ী অধ্যাপক (সহকারী, সহযোগী ও অধ্যাপক পদ মিলিয়ে) ৬২ জন। স্টেট এইডেড কলেজ টিচার পদে রয়েছেন ৩৮ জন। বিজ্ঞান ও কলা বিভাগ মিলিয়ে ২২টি বিষয়ে পড়ানো হয়। ৭ জন অধ্যাপকের পদ খালি রয়েছে। এরমধ্যে পদার্থবিদ্যা, ইংরেজি, নেপালি ও বাংলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ রয়েছে।

মহাবিদ্যালয়ে ভূগোল, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও কম্পিউটার ইত্যাদি একাধিক বিষয়ের ল্যাব রয়েছে। সেখানে রয়েছে আধুনিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। শিক্ষানীতি মেনে যেখানে সংস্কার প্রয়োজন, তা করা হবে।

তবে স্থায়ী শিক্ষাকর্মীর অভাব ভাবাচ্ছে কর্তৃপক্ষকে। গ্রুপ-সি ও ডি মিলিয়ে মাত্র নয়জন স্থায়ী কর্মী রয়েছেন। সেখানে অস্থায়ী কর্মীর সংখ্যা ৩৮।

কলেজেরই প্রাক্তনী বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ বলছিলেন, 'আগে আন্তঃকলেজ ও আন্তঃস্কুল পর্যায়ের বিভিন্ন খেলাধুলো হত আমাদের কলেজ মাঠে। তখন যদিও চারদিকে সীমানা প্রাচীর ছিল না। পরবর্তীতে সেই আয়োজন সরিয়ে নেওয়া হয় কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে। কলেজের এনএসএস ও এনসিসি বিভাগ বেশ সুনাম কুড়িয়েছে। এনএসএস ইউনিট ২০১৬ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও পায়।'

প্রাক্তনী তথা বর্তমানে পরিচালন সমিতির সভাপতি জিনিয়া মিত্র জানালেন, রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরে খেলাধুলোয় সুনাম কুড়িয়েছে এই কলেজ। দৌড়ে ইন্টার কলেজ কম্পিটিশন থেকে রাজ্য স্তর অবধি একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন প্রাক্তনী রমজান আলি। আশরাফ আলি গতবছর এই কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করে বেরিয়েছেন। তিনি হাইজাম্পে 'খেলো ইন্ডিয়া খেলো'-তে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ইন্টার কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের দলে কলেজের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বরাবর টেবিলে টেনিসে শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের টিমের হয়ে প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। অনেকে চাকরিও পেয়েছেন। একাধিকবার বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নসের শিরোপা পেয়েছে এই প্রতিষ্ঠান। ক্রিকেট টিমের ঝুলিতেও প্রচুর খেতাব এসেছে। বহু প্রাক্তনী বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসেবে আজও সুপরিচিত।

কলেজের গ্রন্থাগারটি বইপ্রেমীদের কাছে স্বর্গরাজ্য। বর্তমান অধ্যক্ষের দাবি, প্রায় ৪৬ হাজার বই রয়েছে সেখানে। পড়ুয়াদের উৎসাহ দিতে এবছর থেকে চালু হয়েছে বিশেষ পুরস্কার। সারাবছরের 'এনগেজমেন্ট'-এর বিচারে ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্য থেকে একজন করে বেছে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের তরফে এবার আর্থিক বরাদ্দ মিলেছে। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী আরও বই আনা হবে।

স্মৃতিসুখ

'আমরা যাতে লেখাপড়ায় মন দিই, সেজন্য এক অধ্যাপক লজেন্স খাওয়ানোর লোভ দেখাতেন। সাধারণত স্কুলে বাচ্চাদের এমন লোভ দেখানো হয়। আমরা সেই লোভের বশে রাতদিন পড়াশোনা করতাম। পরীক্ষায় ভালো ফলও হত। যতদূর মনে পড়ছে, সালটা ১৯৯৭। তার বছর চারেক আগে শিলিগুড়ি কলেজে পদার্থবিদ্যা পড়ানো শুরু হয়েছিল', বলছিলেন মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ডঃ বিকাশচন্দ্র পাল। বর্তমানে তিনি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক। শিলিগুড়ি কলেজের ৭৫ বছর পূর্তি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বারবার ফিরে যাচ্ছিলেন নিজের কলেজ লাইফে।

বিকাশের কথায়, 'পরে সেই অধ্যাপকের কাছ থেকে লজেন্স না পেলেও দু'হাত ভরা আশীর্বাদ পেয়েছিলাম। সবসময় অধ্যাপকরা সাহায্য করতেন। উৎসাহ দিতেন। যে কোনও সমস্যা হলে নির্দ্বিধায় তাঁদের বলতে পেরেছি। অনায়াসে স্যরদের বাড়িতেও চলে যেতাম আমরা।' তবে তাঁর মতে, কোভিডকালের পর থেকে কলেজের সার্বিক পরিবেশ কিছুটা বদলেছে।

প্রাক্তনীর পরামর্শ

ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল (ন্যাক)-এর মূল্যায়নে শিলিগুড়ি কলেজ বি প্লাস প্লাস গ্রেড পেয়েছে। ভাটনগর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ডঃ পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী একজন প্রাক্তনী। পার্থ বর্তমানে আইআইটি খড়্গপুরের সেন্টার ফর ওসিয়ান, রিভারস, অ্যাটমোস্ফিয়ার অ্যান্ড ল্যান্ড সায়েন্স বিভাগের প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বলছিলেন, 'নয়ের দশকে যখন পড়াশোনা করেছি, তখন কলেজের সুনাম ছিল রাজ্যজোড়া। এখন কিছু কারণে হয়তো ভরসা কমছে। অবশ্যই বহু মেধাবী, পরিশ্রমী ছেলেমেয়ে এখনও পড়ে। তবে একজনের ভরসা হারানোও কিন্তু ভাবনার বিষয়। আমাদের সময়েও কলেজে রাজনীতি ছিল, তবে তার জন্য সার্বিক পরিবেশের ওপর প্রভাব পড়ত না। সেই দিকটি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।'

তাঁর পরামর্শ, 'গবেষণাভিত্তিক পড়াশোনার মানোন্নয়ন করতে হলে আরও বেশি পরিমাণে আর্থিক বরাদ্দ প্রয়োজন। সরকারি সাহায্য দরকার। তাহলে কলেজ স্তর থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে গবেষণা নিয়ে আগ্রহ বাড়বে।'

২০১২ সালের অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারী টেবিল টেনিস খেলোয়াড় অঙ্কিতা দাস এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন পড়ুয়া। তাঁর কথায়, 'আমি যখন অলিম্পিক্সে যাই, তখন শিলিগুড়ি কলেজেই পড়তাম। যখন খবরটা জানাজানি হল, তখন সবাই অনেক অনেক ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা জানিয়েছিল। খেলার সঙ্গে পরীক্ষার দিন ওভারল্যাপ করেছিল একবার। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় আমি পরে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিই।' মহাবিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে তাঁর পরামর্শ, 'খেলাধুলো ও পড়াশোনা থেকে রাজনীতিকে সবসময় আলাদা রাখা উচিত। কলেজ পলিটিক্স যেন এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, মান নষ্ট করতে না পারে- সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। লেখাপড়ার বাইরে খেলাধুলো সহ অন্য অ্যাক্টিভিটিতে উৎসাহ দিতে হবে পড়ুয়াদের। যেন ওরা নিজেদের সুপ্ত প্রতিভা বোঝার ও তা মেলে ধরার সুযোগ পায়।'

২০২৬ সালের জানুয়ারির শেষদিকে ৭৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে। তার অপেক্ষায় দিন গুনছেন প্রাক্তন, বর্তমান পড়ুয়া ও অধ্যাপকরা। সংস্কৃতির উদযাপনে মেতে উঠতে প্রস্তুত সবাই।

(ছবি : সূত্রধর ও তথ্য সহায়তা : অনিকেত রায়)

শিলিগুড়ি সেন্ট মাইকেল'স স্কুল ফর বয়েজকে গর্বিত করেছে শ্রেয়াংস সান্যাল। 'কলিনস স্পেলিং বি ন্যাশনাল লেভেল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫' -এ ফার্স্ট রানার্স-আপ হয়েছে অষ্টম শ্রেণির এই পড়ুয়া। নয়াদিল্লির ব্রিটিশ কাউন্সিলে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্বে ১৪০০টি স্কুল ও চল্লিশ হাজার পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। এর মধ্যে মাত্র ১২ জন গ্র্যান্ড ফিনালে-তে ওঠার সুযোগ পায়। মোট ২৮টি রাউন্ড, এমনকি শেষ অবধি টিকে থাকা দুজনের মধ্যে ১২ রাউন্ড পর্যন্ত প্রতিযোগিতা হয়েছে, যা 'কলিনস স্পেলিং বি'র ক্ষেত্রে রেকর্ড।

২৫ বছর পূর্তিতে দুশ্চিন্তা শিক্ষক সংকটে

কৌশিক দাস

জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি ব্লকের লাটাগুড়িতে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের দাবি ছিল দীর্ঘদিনের। সেই দাবি পূরণে উদ্যোগী হন তৎকালীন কয়েকজন স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ও এলাকাবাসী। সকলের নিরন্তন প্রচেষ্টায় ২০০০ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবিত লাটাগুড়ি জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শিক্ষা দপ্তরের অনুমোদন নিয়ে পথচলা শুরু। ২০০০ সালে যে শিশু জন্ম নিয়েছিল, ২০২৫ সালে সেই লাটাগুড়ি উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী পূর্তিতে গর্বিত পড়ুয়া, শিক্ষক ও প্রাক্তনীরা।

২০০১ সালে অর্চিতা সিহি ও সাধনা দাস নামে দুজন শিক্ষিকা হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। তখন ক্লাস হত পার্শ্ববর্তী লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে। সেসময় পড়ুয়া সংখ্যা ছিল ৬৫০। ২০০২ সালে বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দেন লিপিকা সুকুল। ২০০৩ সালে স্কুলের বর্তমান ভবনটি স্থাপিত হয়। এখন সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে ১২৬৪ জন ছাত্রী রয়েছে। একজন ভারপ্রাপ্তকে নিয়ে স্থায়ী পদে ১২ জন এবং ৫ জন পার্শ্বশিক্ষিকা রয়েছেন। এছাড়া পাঁচজন ২০১৬ সালের প্যানেলভুক্ত চাকরিহারা শিক্ষিকা ক্লাস নেন। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীসংখ্যা মাত্র এক। অর্থাৎ শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী, উভয় সংকটে ভুগছে বিদ্যালয়টি।

সবুজে ঘেরা ক্যাম্পাসের শোভা বাড়িয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি। খেলাধুলোর প্রতি পড়ুয়াদের বিশেষ আগ্রহ দেখে স্কুলেই কুংফু ও ক্যারাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে কর্তৃপক্ষ।

চত্বরে তৈরি হয়েছে বাস্কেটবল কোর্ট। সম্প্রতি কস্তুরবা গান্ধি ছাত্রী আবাসের আবাসিক তৃষা রায় নর্থবেঙ্গল কুংফু চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছে। ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা সোমা গুহ বলছিলেন, 'লেখাপড়ার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চাতেও উৎসাহ দেওয়া হয় পড়ুয়াদের। সারাবছরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আগে নাচ, গানের তালিম দেন শিক্ষিকারা। প্রায় প্রতিবছর বহু পড়ুয়া জেলা ও রাজ্যস্তরের একাধিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। অনেকে পুরস্কার জিতে গর্বিত করে স্কুলকে। পরিচ্ছন্ন শৌচাগার, কম্পিউটার ক্লাস, ভূগোলের ল্যাবরেটরি আছে। স্মার্ট ক্লাসরুমও তৈরি হচ্ছে। তবে পরিকাঠামোগত কিছু খামতি রয়ে গিয়েছে।'

লাটাগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

কী সেটা? সোমা জানালেন, বিদ্যালয়ের মূল ভবনের তিনতলায় ঘরে টিনের ছাউনি রয়েছে। সেখানে ছাদ ঢালাই করা গেলে ভালো হয়। এছাড়া বিদ্যালয়ে একটি অডিটোরিয়াম তৈরি হলে অনুষ্ঠান আয়োজনে সুবিধা হত।

স্কুল ঘুরে দেখতে দেখতে কথা হচ্ছিল নবম শ্রেণির পড়ুয়া পারিজাত ঘোষের সঙ্গে। তাঁর অভিজ্ঞতা, 'একদিনও স্কুল মিস করতে ইচ্ছে করে না। দিদিমণিরা তো খুবই ভালো। বকেন, আবার আদরও করেন। সবকিছুতে উৎসাহ দেন। ওই স্মার্টক্লাসটি চালু হলে আরও ভালো হবে। বইয়ে যা পড়েছি, বড় পর্দায় সব দেখতে পারব। সেই মজা হবে।'

দ্বাদশ শ্রেণির অঙ্কিতা তুরির কথায়, 'এক বছর ধরে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান চলবে। আমি অনেকগুলোতেই অংশ নিচ্ছি।' অঙ্কিতার মতো রজত জয়ন্তীর অনুষ্ঠান নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল দ্বাদশ শ্রেণির গার্গী রায়, প্রাক্তন পড়ুয়া কৃষ্ণা রায় ও বান্টি বর্মনদের সঙ্গে আলাপচারিতায়।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ছাত্রী তুহিতা ঘোষের বক্তব্য, 'এই বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষিকা পড়ুয়াদের সন্তানের চোখে দেখেন। তাদের আগলে রাখেন। আমি স্কুলে থাকাকালীনও অডিটরিয়াম কিংবা বড় হলঘরের অভাব বোধ করেছি। এতে সংস্কৃতিচর্চায় সমস্যা হয়। আধুনিক মানের একটি গ্রন্থাগারও চাই। সেখানে আরও আরও বই থাকবে। প্রশাসন ও স্কুল কর্তৃপক্ষ যদি এই দুটো বিষয়ে নজর দেয়, তবে প্রান্তিক এলাকার মেয়েরা উপকৃত হবে।'

অপর প্রাক্তনী অন্তরা বসুর পরামর্শ, 'বর্ষাকালে ক্যাম্পাসে জল জমে। সেটার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। এছাড়া শিক্ষিকার ঘাটতি তো সকলেরই জানা। ভালোমানের শিক্ষাদানে আরও শিক্ষিকা নিয়োগ করতে হবে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

আটদিনের বাজিমেলা

১৪ অক্টোবর থেকে প্যারেড গ্রাউন্ডে

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : ইতিমধ্যে বাজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। নির্দিষ্ট গাইডলাইন দিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের। ১০ অক্টোবর থেকে বাজি বিক্রির অনুমতিপত্র দেওয়া শুরু হবে। ব্যাস, এরপরই শুরু বাজিমেলা। আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে বাজিমেলা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে। মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। মাঠের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বাজিমেলার স্টল তৈরির কাজ চলছে। দু'দিনের মধ্যে সেই স্টল তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে।

আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) অরবিন্দ ঘোষ বলেন, 'বাজিমেলা কীভাবে করতে হবে সেটা নিয়ে ব্যবসায়ীদের গত বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। সেই নিয়মেই এবারও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।'

প্রতিবছরের মতো এবছরও বাজিমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। এবছর প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৫টি স্টল থাকবে। সবাই প্রায় শহরের ব্যবসায়ী। জেলা পুলিশ এবং দমকল বিভাগ থেকে ব্যবসায়ীদের নিয়মাবলি জানানো হয়েছে বাজিমেলা নিয়ে।

> বাজিমেলা শুরুর থেকেই ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ব্যবসায়ীরা ভালো বিক্রি করে আসছেন। এবছর ভালো বিক্রি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে নিয়ামবলি জানানো হয়েছে সেসব মেনেই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।
>
> **তরুণকুমার সাহা**
> *আতশবাজি ব্যবসায়ী*

আবার মেলায় পুলিশ ও দমকল কর্মীরা থাকবেন। তাঁদের আলাদা স্টল থাকবে। তবে শুধু যে জেলা শহরে বাজিমেলার আয়োজন হবে তেমনটা নয়। বারবিশা, খাটাজানি, দলগাঁও, ফালাকাটা, কালচিনি, জয়গাঁতেও বাজিমেলার আয়োজন করা হচ্ছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো সেখানেও মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। তবে সব মেলা ১৪ অক্টোবর শুরু হবে না। ১৬, ১৭ অক্টোবর থেকে প্রায় সব জায়গায় মেলা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে।

সারা বাংলা আতশবাজি ব্যবসায়ী উন্নয়ন সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তরুণকুমার সাহা বলেন, 'বাজিমেলা শুরুর থেকেই ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। ব্যবসায়ীরা ভালো বিক্রি করে আসছেন। এবছর ভালো বিক্রি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে নিয়ামবলি জানানো হয়েছে সেসব মেনেই মেলার আয়োজন করা হচ্ছে।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে মেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার।

কী কী হচ্ছে

- আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে বাজিমেলা শুরু হয়ে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত চলবে
- এবছর প্যারেড গ্রাউন্ডে ১৫টি স্টল থাকবে
- ইতিমধ্যে বাজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা
- শিলিগুড়ি, কলকাতা ছাড়াও চেন্নাইয়ের শিবকাশি থেকেও বাজি আসবে আলিপুরদুয়ারে
- নতুন কী কী ধরনের বাজি এবার মেলায় আসবে সেটা নিয়ে কৌতূহল তৈরি হয়েছে
- আবার দাম নিয়েও আলোচনা চলছে

মেলা নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, যে ব্যবসায়ীরা বাজিমেলায় স্টল দেবেন তাঁরা ইতিমধ্যেই বাজি অর্ডার করেছেন। শিলিগুড়ি, কলকাতা ছাড়াও চেন্নাইয়ের শিবকাশি থেকেও বাজি আসবে আলিপুরদুয়ারে। নতুন কী কী ধরনের বাজি এবার মেলায় আসবে সেটা নিয়ে শহরের সাধারণ বাসিন্দাদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। সেইসঙ্গে আবার দাম নিয়েও আলোচনা চলছে।

কেননা সবুজ বাজি চালু হতেই সেগুলোর দাম নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। সাধারণ বাজির থেকে সবুজ বাজির দাম অনেকটাই বেশি হওয়ায় অনেকের পকেটেই টান পড়েছে। এবছরও বাজির দাম একই রকম থাকে কি না সেই নিয়ে এখন থেকেই চর্চা শুরু হয়েছে।

বিপর্যস্ত এলাকায় পাঠানো হল জলের ট্যাংকার

দুর্গতদের পাশে পুরসভা

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে আলিপুরদুয়ার জেলাজুড়ে কৃষিজমি থেকে শুরু করে বনজঙ্গল, বন্যপ্রাণীর ক্ষতি হয়েছে। পাশাপাশি অতি ভারী বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের পাইপলাইনেরও ক্ষতি হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে বিভিন্ন জায়গায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের বিছানো পানীয় জলের পাইপলাইন একেবারে উড়ে গিয়েছে। বিশেষ করে হড়পায় নদীখাত লাগোয়া পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মারাত্মকভাবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কোথাও জলের পাউচ দেওয়া হচ্ছে। আবার ত্রাণশিবিরগুলিতে পানীয় জলের ট্যাংকার পৌঁছানোর মানবিক উদ্যোগ নিয়েছে ফালাকাটা পুরসভা।

এখানে উল্লেখ করার মতো বিষয় হল, ফালাকাটাতেই তারা ট্যাংকারের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের পরিষেবা শুরু করেনি। দুর্যোগকবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বৃহস্পতিবার দুটি ট্যাংকার ভর্তি জল শালকুমারহাটেও পাঠানো হয়। দুটি ট্যাংকারে প্রায় ৮ হাজার লিটার জল পাঠানো হয়েছে। পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় ততদিন ট্যাংকগুলি পিএইচই'র রিজার্ভার থেকে জল নিয়ে সাধারণ মানুষকে সরবরাহ করবে।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'রাজ্যের নির্দেশে দুর্যোগে বিধ্বস্ত শালকুমারহাটে আমরা দুটি জলের ট্যাংক পাঠিয়েছি। যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন ট্যাংক পাঠিয়ে জল পরিষেবা দেওয়া হবে।'

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদারিহাট, ফালাকাটা, কালচিনি এবং শালকুমারহাটে পিএইচই'র পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে মাদারিহাটের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয়। এই ব্লকের বিভিন্ন পাহাড়ি নদীর পাশ দিয়ে, নদীর উপর দিয়ে পাইপলাইন পেতে বিভিন্ন গ্রামে জল পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। শনিবার ও রবিবারের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সব পাইপলাইন উড়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও পাইপলাইন একেবারে বসে গিয়েছে। আবার কোথাও পাইপলাইন ফেটে জল সরবরাহ বিঘ্নিত হয়ে পড়েছে। ফালাকাটার গ্রামীণ এলাকাতেও এমন পরিস্থিতি হয়েছে। পাশাপাশি জয়গাঁ এবং শালকুমারহাটের জল স্বপ্ন প্রকল্পও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দপ্তর সূত্রে খবর, গোটা জেলায় প্রায় ৬০ জায়গায় বড় ধরনের পাইপে ক্ষতি হয়েছে। ফলে বন্যাকবলিত এলাকায় এখন পিএইচই পাইপলাইনের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করতে পারছে না।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল বলেন, 'বন্যা ও হড়পায় আমাদের জলপ্রকল্পের পাইপলাইনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে মাদারিহাটে নদী ও সংলগ্ন এলাকায় পাইপলাইন উড়ে গিয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করতে একটি রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে আনুমানিক একমাস সময় লেগে যাবে।'

পরিস্থিতি মোকাবিলায় অবশ্য মাঠে নেমেছে পিএইচই দপ্তর এবং ফালাকাটা পুরসভা। পিএইচই দপ্তর দুর্যোগকবলিত বিশেষ করে শালকুমারহাটের বিভিন্ন গ্রামে পাউচের মাধ্যমে পানীয় জল পৌঁছে দিয়েছে। এখনও পর্যন্ত তারা প্রায় ৩ হাজার পাউচ জল সরবরাহ করেছে। পাশাপাশি পরিস্থিতি মোকাবিলায় আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল ফালাকাটা পুরসভাকে পানীয় জলের ট্যাংক দিয়ে সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেছিলেন। পুরসভা এবিষয়ে দ্রুত উদ্যোগী হয়।

রাস্তার পাশে থাকা পিএইচই' র পাইপ ফেটেছে।

পদক্ষেপ

- দুর্যোগকবলিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে বৃহস্পতিবার দুটি ট্যাংকার শালকুমারহাটে পাঠায় পুরসভা
- দুটি ট্যাংকারে প্রায় ৮ হাজার লিটার জল পাঠানো হয়েছে
- ট্যাংকারগুলি পিএইচই'র রিজার্ভার থেকে জল নিয়ে সরবরাহ করছে
- পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া অবধি এই পরিষেবা চলবে

হাতাহাতি

কামাখ্যাগুড়ি, ৯ অক্টোবর : বুধবার রাতে কামাখ্যাগুড়ি স্টেশন চৌপথিতে প্রস্রাব করাকে কেন্দ্র করে এক তরুণ ও এক বৃদ্ধের মধ্যে তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। অভিযোগ, হঠাৎ করে ওই তরুণ ওই বৃদ্ধকে চড় মারেন। চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। এরপর স্থানীয়রা ওই তরুণকেও উত্তমমধ্যম দেন। তবে বৃহস্পতিবার বিকেল অবধি এই ঘটনায় পুলিশে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

আলিপুরদুয়ার শহরের এই শ্মশানের চুল্লি বিকল।

দুর্যোগে দুর্গতদের ত্রাণসামগ্রী বিলি

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : দুর্যোগের পর বিভিন্ন সংগঠনের মানবিক মুখ দেখা যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার ডিএটিএম কলেজের উদ্যোগে বন্যাকবলিতদের ত্রাণ বিতরণ করা হয় আলিপুরদুয়ারের শালকুমার-১ ও ২ নম্বর অঞ্চলে। চিঁড়ে, ছাতু, কেক, বিস্কুট, সহ বিভিন্ন শুকনো খাবার বন্যাকবলিত প্রায় ২০০ জনের হাতে তুলে দেন তাঁরা। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের হাতে খাতা এবং পেনও তুলে দেওয়া হয়েছে কলেজের তরফ থেকে।

এই বিষয়ে ডিএটিএম কলেজের কর্ণধার সুমিত ভট্টাচার্য বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা পরিস্থিতির কবলে। ফলে সেখানকার বাসিন্দারা একপ্রকার সর্বহারা। তাই আমরা কলেজের তরফে আজ তাদের পাশে থাকতে, আমাদের সাধ্যমতো ত্রাণ বিতরণ করলাম। এছাড়াও এই অঞ্চলে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাই তাদের পাশে এই বিপদের দিনে দাঁড়ানো আমাদের দায়বদ্ধতার মধ্যে পড়ে। আমরা সবসময় তাদের পাশে আছি।'

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

■ **আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)**

এ পজিটিভ	-	৪
বি পজিটিভ	-	৮
ও পজিটিভ	-	১৮
এবি পজিটিভ	-	৩
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	২
বি পজিটিভ	-	২
ও পজিটিভ	-	১
এবি পজিটিভ	-	১
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	১
ও নেগেটিভ	-	১
এবি নেগেটিভ	-	০

■ **বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	-	০
বি পজিটিভ	-	০
ও পজিটিভ	-	০
এবি পজিটিভ	-	০
এ নেগেটিভ	-	০
বি নেগেটিভ	-	০
ও নেগেটিভ	-	০
এবি নেগেটিভ	-	০

নদীতে ঝাঁপের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

তুফানগঞ্জে মিলল তরুণীর দেহ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : মঙ্গলবার সন্ধ্যায় আলিপুরদুয়ার শহরে সেতু থেকে কালজানি নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলেন এক তরুণী। সেই দেহ মিলেছে তুফানগঞ্জ থেকে। সাম্প্রতিক অতি ভারী বৃষ্টিতে কালজানি নদীতেও জল বেড়েছিল। সেই জলস্তর নামলেও এখনও যে স্রোত রয়েছে যথেষ্ট, তা বোঝা গিয়েছে এই ঘটনার পর। রাসমণি মণ্ডল নামের বছর বত্রিশের সেই তরুণীর দেহ মিলেছে ঝাঁপ দেওয়ার পরদিন, বুধবার, ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে। বৃহস্পতিবার সেই দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় বাড়ি রাসমণির। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন তিনি। তবে রাসমণিই যে কালজানিতে ঝাঁপ দিয়েছেন, সেটা কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকজন আন্দাজ করতে পারেননি। বুধবার সকালে তুফানগঞ্জে দেহ নদীতে ভাসতে দেখতে পান সেই এলাকার বাসিন্দারা। তাঁরাই স্থানীয় থানায় খবর দেন। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে। সেই ঘটনার ছবি আবার সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায়। রাসমণির প্রতিবেশী এক পড়ুয়া সেই ছবি দেখে তাঁর বাড়ির লোকজনকে জানায়। তখন তাঁরা জানতে পারেন। তারপরই রাসমণির বাড়ির লোকজন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে মৃতদেহ শনাক্ত করেন। এদিন বিকালে তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যকে বারবার ফোন করেও যোগাযোগ করা যায়নি। তবে আরেক পুলিশকর্তা বলেন, 'ওই তরুণীর দেহের ময়নাতদন্ত হয়েছে কোচবিহারে। দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।' স্থানীয় কাউন্সিলার আনন্দ জয়সওয়াল মৃতার পরিবারের লোকজনকে সমবেদনা জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যখন কালজানিতে ঝাঁপ দেওয়া নিয়ে শহরে হইচই হয়েছিল, তখন কিন্তু বোঝা যায়নি নদীতে যে ঝাঁপ দিয়েছেন তিনি নারী নাকি পুরুষ। খবর পেয়ে তখনই ঘটনাস্থলে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের প্রতিনিধিরা পৌঁছে গিয়েছিলেন। তবে তখন কারও খোঁজ মেলেনি।

ওই তরুণীরা ছয় বোন। রাসমণি পঞ্চম। তাঁর বাবা আগে ডাক্তারের চেম্বারে কাজ করতেন। এখন শরীর খারাপ থাকায় কাজ করতে পারেন না। রাসমণিও কয়েক বছর আগে ডাক্তারের চেম্বারে কাজ করতেন। সেই কাজ হারিয়েছেন। কাজ হারানোর ফলে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে। পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, লক্ষ্মীপুজোর কয়েকদিন আগে থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ করছিলেন রাসমণি। মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করে কথা বলতেন। গত কয়েকদিন ধরে খাওয়াদাওয়াও নাকি ঠিক করে করেননি। মঙ্গলবার, ঘটনার দিন তিনি একটি মাত্র নাড়ু খেয়ে সারাদিন ছিলেন। তা নিয়ে বাড়ির লোকজন রাসমণিকে বকাবকিও করেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাড়িতেই ছিলেন তিনি। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ বাড়ি থেকে ছুটে পালান। বাড়ির লোকজন খানিক দূর অবধি তাঁর পিছু ধাওয়া করেন। কিন্তু তারপর আর তাঁর খোঁজ মেলেনি।

রাসমণির বোন রুপাঞ্জলি মণ্ডল বলেন, 'দিদি গত কয়েকদিন ধরে অস্বাভাবিক আচরণ করছিল। পরিবারের লোকজন ভূত ধরেছে বলে মনে করেছিল।'

যদিও এধরনের ভাবনাচিন্তাকে কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলিপুরদুয়ার জেলার সহ সভাপতি শান্তনু দত্ত। তিনি বলেন, 'বাস্তব জীবন ও স্বপ্নের মেলবন্ধন না হলেই অনেক সময় অনেকে অবাস্তব জীবন কল্পনা করে নেয়। তারপর অবসাদের জন্ম নেয়। যার ফলেই এই ধরনের ঘটনা বলে মনে করছি।'

ঝাঁপ দেওয়ার পর কালজানি নদীর সেতুতে ভিড় স্থানীয়দের। আলিপুরদুয়ার।

দ্রুত বৈদ্যুতিক চুল্লি মেরামত

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : তিন মাস ধরে বিকল আলিপুরদুয়ার শোভাগঞ্জ শ্মশানের ইলেক্ট্রিক চুল্লি। তা সারাইয়ে যে চেষ্টা করা হয়নি এমনটা নয়। এর আগে দু'বার টেন্ডার ডাকা হলেও তাতে সাড়া মেলেনি। অবশেষে দীর্ঘদিনের জট কাটতে শুরু করেছে। তৃতীয়বারের মতো টেন্ডার খোলার পর এবার আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে মিলেছে সাড়া। মোট পাঁচজন অংশগ্রহণকারী টেন্ডারে নাম লিখিয়েছেন বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। তিনি বলেন, "গত দু'বার টেন্ডার ডাকা হলেও আমরা পর্যাপ্ত সাড়া পাইনি। কিন্তু এবার পরিস্থিতি বদলেছে। পাঁচজন অংশগ্রহণকারী টেন্ডারে আগ্রহ দেখিয়েছেন, যা অত্যন্ত ইতিবাচক বিষয়। এখন টেন্ডার খোলা এবং ফিন্যান্সিয়াল মূল্যায়নের কাজ চলছে। আশা করছি, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই সবকিছু চূড়ান্ত করে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিতে পারব।"

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কোনও টেন্ডার খোলার জন্য অন্তত তিনজন অংশগ্রহণকারী থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু প্রথম দু'বার টেন্ডার ডাকা হলেও তাতে পর্যাপ্ত সাড়া মেলেনি। এক-দুটি সংস্থা আগ্রহ দেখালেও সংখ্যার অভাবে টেন্ডার বাতিল করতে বাধ্য হয় পুরসভা। ওই প্রশাসনিক জটিলতার কারণে অকেজো হয়ে পড়ে থাকে শহরের একমাত্র ইলেক্ট্রিক চুল্লিটি। এতে স্বাভাবিকভাবেই দাহকার্য করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছিল।

গত জুলাই মাস থেকে বন্ধ রয়েছে ওই চুল্লি। ফলে সৎকারের ক্ষেত্রে ভরসা হয়ে ওঠে কাঠ। শহরের বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, চুল্লি বন্ধ থাকার সুযোগে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কাঠের কালোবাজারি শুরু করে। শ্মশানের আশপাশে বেড়েছিল কাঠের দাম এবং দাহকার্যের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে হয়রানি পোহাতে হচ্ছিল। শুধু তাই নয়, কাঠ ব্যবহারে পরিবেশ দূষণও হচ্ছিল। এলাকার বাসিন্দা বাপ্পা মালাকার বলেন, 'অনেকদিন ধরে চুল্লিটি বিকল। দাহকার্য করতে এসে অসুবিধায় পড়তে হয়। চুল্লিটি দ্রুত সারাই করা হলে একটা বড় সমস্যা মিটবে।'

এই পরিস্থিতিতে স্থানীয় বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে দ্রুত চুল্লি সারাই করার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিলেন। পুরসভার তরফে একাধিকবার উচ্চপর্যায়ে রিপোর্ট পাঠানো হয়। কিন্তু টেন্ডার প্রক্রিয়ার জটিলতা, আর্থিক অনুমোদন এবং প্রযোজ্য সংস্থা না পাওয়ার কারণে কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছিল না। অবশেষে সেই সমস্যা মিটছে।

প্রসেনজিতের কথায়, 'মানুষের ভোগান্তি আমরা বুঝতে পারছি। শহরের একমাত্র ইলেক্ট্রিক চুল্লি বিকল হয়ে পড়ায় দাহকার্য করতে গিয়ে বিপাকে পড়ছেন অনেকেই। আমাদের প্রথম লক্ষ্য এই চুল্লিটিকে দ্রুত সচল করা। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় এবার একাধিক অভিজ্ঞ সংস্থা আগ্রহ দেখিয়েছে। এর মধ্যে যাদের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক যোগ্যতা সঠিক বলে প্রমাণিত হবে, তাদেরকেই চূড়ান্তভাবে দায়িত্ব দেওয়া হবে।'

তৃণমূলের পূর্ণাঙ্গ কমিটি

আলিপুরদুয়ার, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। আলিপুরদুয়ার টাউন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার ২০টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ড সভাপতিদের নাম ঘোষণা করেন। এর মধ্যে বেশ কিছু ওয়ার্ডে নতুন মুখ এলেও সিংহভাগ দায়িত্ব থাকছে পুরোনোদের হাতেই। বিধানসভা ভোটের আগে সংগঠনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। দীপ্ত বলেন, 'মোট ৬৯ জনকে নিয়ে টাউন ব্লক কমিটি গঠিত হল। ওয়ার্ড সভাপতি ছাড়াও নতুন সহ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই কমিটি নিয়েই আমরা ছাব্বিশের ভোটের কাজ শুরু করছি।'

দুর্যোগ মানচিত্রে সুপারিশ রিজিজুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের ভূমিধস পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সরাসরি রিপোর্ট জমা দেবেন কিরেন রিজিজু।

দার্জিলিং ও মিরিকের ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসের ক্ষয়ক্ষতি পর্যালোচনা শেষে উত্তরবঙ্গে দু-দিনের সফর শেষ করেছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারকে এখনই উত্তরবঙ্গে দুর্যোগ মানচিত্র তৈরি করতে হবে।' তাঁর বক্তব্য, দুর্যোগের মাত্রা ও প্রভাব চিহ্নিত না করলে কার্যকর পুনর্বাসন ও দীর্ঘমেয়াদি পুনর্গঠন সম্ভব নয়।

তিনি আরও জানিয়েছেন, দিল্লি ফিরে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে উত্তরবঙ্গের ক্ষয়ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দেবেন।

রিজিজুর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার এই বিপর্যয়ে রাজ্যের পাশে থাকবে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা দিতে প্রস্তুত। তবে প্রধানমন্ত্রী নিজে পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করবেন এবং রিপোর্ট খতিয়ে দেখবেন বলেই সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রপতির কাছে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

জানা গিয়েছে, এই মর্মেই

প্রধানমন্ত্রীকে দেবেন রিপোর্ট

শুক্রবার তিনি সাক্ষাৎ করবেন উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণন-এর সঙ্গে। উপরাষ্ট্রপতির কাছেও তিনি উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে রিপোর্ট জমা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে সাক্ষাতের সময় চেয়েছেন।

ফিরছে ডুয়ার্স

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার তা সাপ্তাহিক বন্ধ থাকলেও লাটাগুড়ির জঙ্গলে সাফারি চালু হওয়ায় পর্যটকের ঢল নামে। তিন শিফটে ৬০টি ট্রিপে ৩০০ পর্যটক জঙ্গলে ঢোকেন। আর এতেই আশায় বুক বাঁধছেন ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বুধবার গরুমারার বিভিন্ন নজরমিনারে ৩০টি জিপসি গাড়িতে প্রায় ১৫০ জন পর্যটক প্রবেশ করেছিলেন। তবে এখনও পর্যটকদের জন্য গরুমারার জঙ্গলে হাতি সাফারি চালু করতে হয়নি। বন দপ্তর জানিয়েছে, জঙ্গলের আনাচে-কানাচে যে এলাকায় হাতি সাফারি করানো হয় সেখানে প্রচুর কাদা রয়েছে। সেই এলাকায় হাতি সাফারি চালু করতে আরও বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। পাশাপাশি লাটাগুড়ির জঙ্গলে কালভার্ট ও কালামাটির জঙ্গল সাফারির রাস্তায় আরেকটি কালভার্ট ভেঙে গিয়েছে জলের স্রোতে। লাটাগুড়ি জঙ্গলে ৪২ কিলোমিটার পথ ঘোরানো হত পর্যটকদের। এই কালভার্ট দুটি ভেঙে যাওয়ায় এখন পর্যটকরা কিছুটা পথ কম ঘুরতে পারবেন। বন দপ্তরের লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বলেন, 'সপ্তাহখানেকের মধ্যেই কালভার্ট দুটো মেরামত করে যাতে পর্যটকদের ৪২ কিমি পথ ঘোরানো যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলছেন, 'দুর্যোগ কাটিয়ে স্বাভাবিক হচ্ছে ডুয়ার্সের পর্যটনের পরিস্থিতি। ফের বুকিংয়ের অনুসন্ধান শুরু হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই পরিস্থিতি ফের স্বাভাবিক হবে।' একদিকে যখন চিলাপাতা, কোদালবস্তি, জলদাপাড়া এলাকার পর্যটন ব্যবসায়ীরা বন দপ্তরের সিদ্ধান্তে খুশি তখন চিন্তা বেড়েছে মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীদের। মাদারিহাট জিপসি ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহ সভাপতি গোপাল সন্ন্যাসীর বক্তব্য, 'এই সময়ই আমাদের সব থেকে বেশি বুকিং থাকে। বেশি উপার্জন হয়। সেটাই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এভাবে সাফারি বন্ধ করে রাখলে পর্যটকদেরও সমস্যা হবে।' চিলাপাতা ইকো ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সহ সভাপতি বিমল রাভা বলেন, 'সাফারি কয়েকদিন বন্ধ থাকায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। পর্যটকরা ঘুরে গিয়েছে। শুক্রবার থেকে আর সেই সমস্যা হবে না। ব্যবসা আবার চাঙ্গা হবে।'

মাদারিহাট থেকে ২৬টি গাড়িতে সাফারি হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, হলং নদীতে দুটি সেতু ভেঙে যাওয়ায় এবং একটি সেতু বেহাল হওয়ায় সাফারি শুরুর করতে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়াও টিকিট কাউন্টারের জায়গা নিয়েও সমস্যা রয়েছে।

৫ বছর ধরে বন্ধ

প্রথম পাতার পর

কিন্তু এখানে এই পরিষেবা না থাকায় বাধ্য হয়ে তাঁকে কোচবিহারে নিয়ে যাই। এখানে সিসিইউ পরিষেবা ফের চালুর বিষয়টি কর্তৃপক্ষের ভেবে দেখা উচিত।' ফালাকাটার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সম্পাদক নারায়ণ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে সবার পক্ষে নার্সিংহোমে গিয়ে চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে এই হাসপাতালে সিসিইউ পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সবার কথা চিন্তা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এখানে ফের এই পরিষেবা চালু করা প্রয়োজন।'

২০১৬ সালে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের উদ্বোধন হয়। এখানে সিসিইউ পরিষেবা চালু করতে হবে বলে এরপর দাবি ওঠে। ২০২০ সালে এই হাসপাতালে পরিষেবাটি চালু করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নবান্ন থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে এই পরিষেবার উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনের দিন হাসপাতালে ঘটা করে অনুষ্ঠান করা হয়েছিল। জেলা পরিষদের সভাধিপতি শীলা দাস সরকার এই হাসপাতালে ১০ শয্যার সিসিইউ-এর দ্বারোদঘাটন ও ফলক উন্মোচন করেছিলেন। তৎকালীন জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা, তৎকালীন সিএমওএইচ ডাঃ পূরণ শর্মা প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনের পর কিছুদিন পরিষেবা দেওয়া হলেও এক মাসের মধ্যে তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর থেকে হাসপাতালে এই ইউনিটটি বন্ধই রয়েছে।

এখানে ফের এই ইউনিটটি চালুর জোর দাবি উঠতে শুরু করেছে। তৃণমূল কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক শুভব্রত দে বলেন, 'এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য নিয়ে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে আনা হবে। আশা করছি, তাঁর হস্তক্ষেপে এখানে দ্রুত এই পরিষেবা শুরু হবে।'

বালাসনে বেইলি ব্রিজে সেনার 'না'

রণজিৎ ঘোষ

দুধিয়া, ৯ অক্টোবর : দুধিয়ায় বালাসন নদীর ওপর বেইলি ব্রিজ তৈরি সম্ভব নয় বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে হিউমপাইপ বসিয়ে পূর্ত দপ্তরের নির্মীয়মাণ অস্থায়ী রাস্তাই একমাত্র ভরসা। তবে সেই রাস্তা তৈরি হতে আরও দু'সপ্তাহ সময় প্রয়োজন বলে পূর্ত দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন। ফলে মিরিকের সঙ্গে সরাসরি সমতলের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বাভাবিক হতে এখনও বেশ কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে।

সেনার তরফে দু'দিন ধরে ড্রোন উড়িয়ে সমীক্ষা করে হলেও বেইলি ব্রিজ তৈরির কাজ শুরু করা হয়নি। রাজ্য প্রশাসনের একটি সূত্রে খবর, বালাসনে ২০০ মিটারের বেশি দূরত্বের সেতু তৈরি করা প্রয়োজন। এত বড় বেইলি ব্রিজ তৈরি সম্ভব নয় বলে সেনা জানিয়েছে। দুধিয়ার সেন্ট মেরি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সন্তোষ তামাং বলেন, 'রাজ্য সরকার অস্থায়ী রাস্তা তৈরি করছে। কেন্দ্রীয় সরকার যদি সেনাকে দিয়ে বেইলি ব্রিজ তৈরি করাতে পারত তাহলে ভালোই হত।'

সেনা বেইলি ব্রিজ তৈরিতে সম্মতি না জানালেও রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন বিদেশসচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বললেন, 'প্রথম দিনই সেনাবাহিনীকে বেইলি ব্রিজ তৈরির

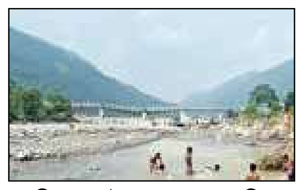

দুধিয়ার সেই ভাঙা লোহার ব্রিজ।

জন্য আবেদন করেছিলাম। বিষয়টি নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংহের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সেনাবাহিনী প্রাথমিক সমীক্ষার কাজও করেছে। বেইলি ব্রিজ তৈরি করা নিয়ে শুক্রবার কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রককে ফের কথা বলব।'

পাহাড়ে ভারী বৃষ্টির জেরে গত রবিবার ভোরে বালাসন নদীর জলস্ফীতিতে দুধিয়ার লোহার সেতু ভেঙে মিরিকের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এদিকে, লোহার সেতুটি দুর্বল হওয়ায় পাশেই একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের কাজ ২০২৩ সালে শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু সেতুটি তৈরির কাজ এখনও শেষ হয়নি। যে সংস্থা এই কাজ করছে তার প্রোজেক্ট ম্যানেজার সত্যজিৎ ঘোষের বক্তব্য, 'সেতুর একটি কংক্রিটের পিলার তৈরি করতে গিয়ে নীচে বড় বোল্ডার পড়েছে। ফলে সেটি ভেদ করে নীচে যাওয়া যাচ্ছে না। বোল্ডার ভাঙার জন্য ডিনামাইট বিস্ফোরণের অনুমতি চেয়েছিলাম। প্রশাসন সেই অনুমতি দেয়নি। ফলে মেশিনের সাহায্যে অল্প অল্প করে পাথর ভেঙে পিলার তৈরির কাজ করতে হচ্ছে। এর জন্য বেশি সময় লাগছে।'

লোহার সেতু ভেঙে পড়তেই মঙ্গলবার থেকে অস্থায়ী রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেছে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু নদীতে জলের স্রোত বেশি থাকায় কাজ করতে সমস্যা হচ্ছে।

এদিকে, কাজ করার আগে শ্রমিকদের সুরক্ষার বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বৃহস্পতিবার অকুস্থলে কোনও শ্রমিককে লাইফ জ্যাকেট বা হেলমেট পরতে দেখা যায়নি। এদিকে, নদীর জলের অভিমুখ বদল করে স্রোত কিছুটা কমানোর চেষ্টা চলছে। এদিনও পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গের শীর্ষ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে দিনভর থেকে কাজের তদারকি করেছেন।

এক আধিকারিকের কথায়, 'নদীতে যে স্রোত রয়েছে তাতে হিউমপাইপ বসালে সেগুলি ভেসে যেতে পারে। পাহাড়ের দিক থেকে যে জল আসছে সেটিকে গোটা নদী দিয়ে প্রবাহিত করার ব্যবস্থা করে স্রোত কমানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। পাশাপাশি অস্থায়ী রাস্তার জন্য নদীর দু'পাশে অ্যাপ্রোচ রোড তৈরি হচ্ছে। স্রোত কমলে হিউমপাইপ বসানো হবে।'

মানুষের লোভে মৃত্যু-বান

প্রথম পাতার পর

কর্মহীনতা কাজে লাগিয়ে বালি-পাথরের চোরাকারবার কম ক্ষতি করছে না। ক্রান্তি ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েত, মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালি ধূপঝোরা বা ওদলাবাড়ির গ্রামের অলিগলি দিয়ে দাপিয়ে বেড়ানো ট্র্যাক্টর-ট্রলিগুলিতে বালি-পাথর বোঝাই হচ্ছে রোজ। নদীর পাড়ে বড় ডাম্পার পৌঁছালে লোকের চোখে পড়তে পারে বলে ট্রলিতে করে বালি-পাথর এনে এক জায়গায় জড়ো করে সেখান থেকে ডাম্পারবোঝাই হয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে। এই কাজে বাইরের নয়, বরং স্থানীয় ক্ষমতাবান কেষ্টবিষ্টুদেরই পকেট উপচে পড়ছে। নদীর সর্বনাশ করে চলা বালি-পাথরের কারবারিদের ঢাল দিন আনি দিন খাই স্থানীয় শ্রমিকরা। এনিয়ে কেউ প্রতিবাদ করলেই 'গরিব মানুষ করে খাচ্ছে' যুক্তিকে সামনে এনে রেহাই পান আড়াল থেকে কারবারের মুনাফাখোররা।

বছরখানেক আগে একবার মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের পর নদী দখল করে গড়ে ওঠা বেআইনি রিসর্টের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও পুলিশের অভিযান যে পলির নীচে চাপা পড়েছে সেটা নেওড়া, মূর্তি বা ওদলাবাড়িতে ঘিস নদীর পাড়ে দাঁড়ালেই বোঝা যায়। গ্রাহকদের জন্যে নদীর বুকে খানাপিনার আয়োজনেও পিছপা হন না রিসর্ট মালিকরা। সেইসঙ্গে মূর্তি বা নেওড়ার জলে নামা বা রাতেরবেলা জঙ্গল সাফারির মতো বিপজ্জনক 'প্রমোদের' ব্যবস্থাও করে দিচ্ছে অনেক রিসর্ট কর্তৃপক্ষ। গত এক দশকের কম সময়ে ওদলাবাড়ি ঘিস নদীর ধারে একাধিক রিসর্ট, বিলাসবহুল হোটেল এবং ফার্ম হাউস গজিয়ে উঠলেও স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের সেগুলির ট্রেড লাইসেন্স, প্রপার্টি ট্যাক্স, এমনকি বিল্ডিং প্ল্যান নেওয়ার কোনও বালাই নেই। টেলিসিরিয়াল থেকে টলিউডের তারকারা, এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাবান অনেকেই দিনে-রাতে যাতায়াত করেন ঘিস নদীর প্রায় বুকের ওপর নির্মিত এই রিসর্ট বা ফার্ম হাউসগুলিতে। ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মৌমিতা ঘোষের কথায়, 'ঘিস নদী পাড়ের তুড়িবাড়ি এলাকায় গড়ে ওঠা বেশকিছু বিলাসবহুল হোটেল, রিসর্ট, ফার্ম হাউস এবং হোমস্টে সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ অন্ধকারে। এরা কেউই গ্রাম পঞ্চায়েতের কোনও অনুমতি বা এনওসি নেওয়া, খাজনা দেওয়া কিছুই করেনি। আমরা এদের বিরুদ্ধে নোটিশ পাঠাব।'

এই বিশাল রিসর্ট, হোমস্টে বা ফার্ম হাউসগুলো কোনওটাই রাতারাতি গড়ে ওঠেনি। তা সত্ত্বেও স্থানীয় প্রশাসনের কাছে এদের বা এসবে দিনের পর দিন চলা কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনও তথ্য না থাকাটা যতটা বিস্ময়ের ততটাই হাস্যকর। এলাকায় কান পাতলেই জানা যায়, শুধু স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা প্রশাসনই নয়, সেচ দপ্তর, জলসম্পদ দপ্তর, এমনকি ভূমি দপ্তরের নিয়মকানুন বা আইন কিছুই মানেনি ঘিস, নেওড়া, মূর্তি নদীর পাড় ঘেঁষে গজিয়ে ওঠা বেশিরভাগ রিসর্ট। কোথাও এদের দখলে রয়েছে খাসজমি তো কোথাও নদী চর। কোথাও শিকোস্তি জমি দখল করে চলছে রিসর্ট। অনেকক্ষেত্রে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তপশিলি আদিবাসী সম্প্রদায়ের জমি ঘুরপথে হাতিয়ে তৈরি হয়েছে প্রমোদ রেস্তোরাঁ, রিসর্ট, ফার্ম হাউস।

জলঢাকা ইতিমধ্যেই মানুষের আগ্রাসনের জবাব দিয়েছে বিপজ্জনকভাবে। আগামীদিনে যদি একই ভাষায় ঘিস, নেওড়া বা মূর্তি রুদ্ররূপ ধারণ করে বসে তখন মানুষ হয়তো নিজেদের ক্ষতির হিসেবে বসবে। দিনের পর দিন নদীর যে ক্ষতি করা হয়েছে তার হিসেব এখনকার মতো তখনও হয়তো উপেক্ষিতই থেকে যাবে।

নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তি জারি করল স্কুল সার্ভিস কমিশন। শিক্ষাকর্মী নিয়োগের জন্য আগামী ৩ নভেম্বর থেকে আবেদন করা যাবে। ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত নেওয়া হবে আবেদন। গ্রুপ সি পদের জন্য শূন্যপদ রয়েছে ২৯৮৯ টি, গ্রুপ ডি পদে শূন্যপদ ৫৪৮৮টি। ১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী যে কোনও ভারতীয় নাগরিক এই পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও এই কথা জানিয়েছেন।

আজ মীনাক্ষী

শালকুমারহাট ও ফালাকাটা, ৯ অক্টোবর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমারহাটের নেপালি বস্তি, নতুনপাড়া, মুন্সিপাড়া, সিধাবাড়ি এলাকার দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতি দেখতে শুক্রবার আসছেন সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।

এদিকে, দুর্গতদের সাহায্য করার জন্য অর্থসংগ্রহে নামল সিপিএমের ফালাকাটা ১ নম্বর এরিয়া কমিটি। বৃহস্পতিবার এরিয়া কমিটির আহ্বানে ফালাকাটা মেইন রোডে অর্থসংগ্রহ অভিযান করা হয়।

জল কমতেই

প্রথম পাতার পর

সংকোশের পাড়ভাঙনে দিশেহারা সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দারা। কৃষিজমি, ধানখেত, গাছ বাগান সহ জমি নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় সীতাংশু দাস, মিলন সরকার, উদ্ধব সরকার, গোলাপি সরকারদের মতো স্থানীয় বাসিন্দাদের মাথায় হাত পড়েছে।

গত কয়েকদিনে আর বৃষ্টি না হওয়ায় কালচিনি ব্লকের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। তোর্ষা নদীতে জল কমেছে। তবে তোর্ষা নদীর বাঁধে নতুন করে ভাঙন ধরায় উদ্বেগে রয়েছে সুভাষিণী চা বাগান কর্তৃপক্ষ। বাগানের ম্যানেজার শীর্ষেন্দু বিশ্বাস বলেন, 'নতুন করে প্রায় ১০০ মিটার বাঁধ ভেঙেছে। বিষয়টি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। দ্রুত যাতে ভেঙে যাওয়া বাঁধ মেরামত করা হয় সেই দাবি জেলা প্রশাসন ও সেচ দপ্তরকে জানানো হয়েছে।' তবে জেলা সেচ দপ্তরের তরফে সেখানে বাঁধ মেরামতের কাজ শুরু হয়েছে। যা দেখে বাগানের শ্রমিকরা কিছুটা স্বস্তিতে রয়েছেন।

রবিবার ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসা পানা নদীর জলে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কালচিনি ব্লকের মেচপাড়া চা বাগান। এখন আবার ওই এলাকায় নদীভাঙন মাথাচাড়া দিচ্ছে। বাগান মালিকপক্ষের সংগঠন টাইয়ের তরফে জানানো হয়েছে, মেচপাড়া চা বাগানে চলতি বছরের বর্ষায় ৩০ ফুট বাঁধ সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বাগানের প্রায় ১০০ ফুট রাস্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। ৩টি কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই বাগানের। প্রায় ৩০ হেক্টর জমির চা গাছ জলস্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

পৃথিবীর পাঠশালা

একজন বাবার অনন্য ভালোবাসা

রবার্ট কার্টার নামে ২৯ বছর বয়সি এক অবিবাহিত বাবা। তিনি নিজে শৈশবে ফস্টার হোমে বড় হয়েছেন, তাই তাঁর ভাইবোনদের থেকে আলাদা থাকার যন্ত্রণাটা খুব কাছ থেকে দেখেছেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, অন্য কোনও শিশুকে এই কষ্টের মধ্যে পড়তে দেবেন না। প্রথমে তিনি তিনটি ছেলেকে দত্তক নিলেন। পরে যখন শুনলেন তাদের আরও দুই বোন আছে, তিনি এক মুহূর্তও দেরি করলেন না। নিজের সবটুকু দিয়ে তিনি মেরিয়েনা, রবার্ট জুনিয়ার, মাকাইলা, জিওভানি ও কিওনটেকে এক ছাদের নীচে নিয়ে এলেন। একজন মানুষের হৃদয়ের জোরে এই পাঁচ ভাইবোন এখন একসঙ্গে বড় হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। পরিবার বলতে তো এটাই বোঝায়, তাই না?

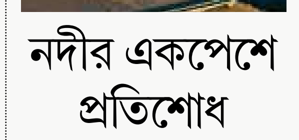

নদীর একপেশে প্রতিশোধ

১৯৯৮ সালের এক মজার গল্প শুনুন। হন্ডুরাসে তৈরি হয়েছিল চৌলুটেকা সেতু। সে বছরের হারিকেন মিচ নামে এক ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় তাণ্ডব চালাল। সবাই ভাবল সেতু বুঝি শেষ! কিন্তু অবাক কাণ্ড, ঝড়বৃষ্টির মধ্যেও সেতুটি টলে না, দিব্যি দাঁড়িয়ে রইল। হারিকেন তার রাস্তা বদলে নিল। কিন্তু নদীটি বেঁকেচুরে নিজের গতিপথই বদলে ফেলল! আর যেই না পথ বদলাল, অমনি সেতুটা মাঝনদীতে একলা হয়ে অকেজো হয়ে পড়ে রইল। এখন এর নাম 'ব্রিজ টু নো-হয়্যার'। এই ঘটনা আমাদের শেখায়, প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকাটা যেমন দরকার, তার থেকেও বেশি দরকার সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলে নেওয়ার ক্ষমতা।

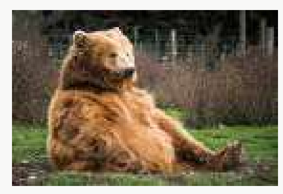

চুপচাপ ভালুক

জঙ্গলের ভালুকদের এমন চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে অবাক লাগবে, তাই না? ক্যামেরায় তাদের ধ্যানমগ্ন ছবি প্রায়ই ধরা পড়ে। হ্রদের ধারে, বনের মধ্যে বা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে যেন অনন্তকাল পার করে দিচ্ছে। বিজ্ঞানীরাও এর কোনও সঠিক কারণ বলতে পারেননি। কেউ বলেন, হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছে, আবার কেউ মনে করেন প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু এই জীবগুলো বেশ বুদ্ধিমান আর সামাজিক। এরা খেলা করে, আনন্দে মাতে, এমনকি শোক পালন করে।

প্রকৃতির সেরা ইঞ্জিনিয়ার

ভাবতে পারেন, চেক প্রজাতন্ত্রের সরকার সাত বছর ধরে একটা বাঁধ তৈরির পরিকল্পনা করছে, আর আটটা সাধারণ বিভার মাত্র দু'দিনে সেই কাজটা করে দিল? আরও অবাক করা ব্যাপার, তারা একেবারে নিখুঁত জায়গায় বাঁধটা তৈরি করল! তাদের এই প্রাকৃতিক প্রকৌশল শুধু এক মিলিয়নেরও বেশি ডলার বাঁচায়নি, বরং ওই অঞ্চলের জলকে আরও পরিষ্কার করেছে আর জীববৈচিত্র্যকেও বাড়িয়েছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে, প্রকৃতির কাছে শেখার আছে অনেক কিছু। আর সেরা স্থপতিরা হয়তো আমাদের আশপাশে লোমশ শরীর আর কাঠ চিবানোর অভ্যাস নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আদিবাসী নির্যাতনই অস্ত্র

প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা পৌঁছাতেই কিছু লোক বলছিলেন, এখানে বিজেপিকে দরকার নেই। আমরা দিদির লোক। এর পরেই আমাদের ঘাড়ধাক্কা দিতে শুরু করেন। ইট, পাথর ছুড়তে শুরু করেন ওঁরা। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তো সবই ছোট ঘটনা। তাই তিনি আমার আঘাতকে ছোট বলেছেন।'

যদিও তৃণমূলের মোকাবিলা নিয়ে বিজেপির মধ্যে মতভেদ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে এসে গিয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বুধবার উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দুর্গত এলাকা ঘুরতে ঘুরতে দলীয় কর্মীদের বার্তা দিয়েছিলেন, 'পুলিশ ব্যবস্থা না নিলে বিজেপি পালটা মার দেবে। দোষীদের গ্রেপ্তার করা না হলে আমরা রাস্তায় নামব।' কিন্তু বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বৃহস্পতিবার পালটা মারের তত্ত্ব নাকচ করে দেন। কলকাতায় তিনি বলেন, 'চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান-এসব জঙ্গলের রাজত্বে হয়। বিজেপি সেই সংস্কৃতির দল নয়। মানুষ আমাদের তিনবার কেন্দ্রের ক্ষমতায় এনেছে। মানুষই আমাদের ভরসা।'

এই মতপার্থক্যের মধ্যে বৃহস্পতিবার হাইকোর্টে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্তের আর্জি জানিয়ে মামলা দায়ের করেন বিজেপির জলপাইগুড়ির প্রাক্তন জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী। বিচারপতি কৌশিক চন্দ এবং বিচারপতি ঋতব্রতকুমার মিত্রর ডিভিশন বেঞ্চে আগামী ১৪ অক্টোবর এই মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। বাপি বলেন, 'বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের ছবি ও ভিডিওতে যাঁদের হামলা চালাতে দেখা গিয়েছে, আমরা তাঁদের নামে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলাম। কিন্তু মূল অভিযুক্ত কাউকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি।' যদিও বিজেপির নাগরাকাটা-১ মণ্ডল সভাপতি তন্ময় নার্জিনারির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার ধৃত গোবিন্দ শর্মা, আক্রামুল হক, বৃহস্পতিবার ধৃত সাহানুর আলম ও তোফায়েল হোসেন এখন পুলিশ হেপাজতে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি তন্ময় নার্জিনারি কিন্তু নাগরাকাটা থানায় সাতজনের নামে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ তপশিলি জাতি ও আদিবাসীদের ওপর নির্যাতন সহ একাধিক অভিযোগে মামলা রুজু করেছে। হাইকোর্টে আরেকটি মামলা হয় বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের একক বেঞ্চে। ওই বেঞ্চে বিজেপির আইনজীবী ময়ূখ মুখোপাধ্যায় অভিযুক্তদের চিহ্নিতকরণ, সিসিটিভি ফুটেজ সংরক্ষণ ও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আর্জি জানান।

(তথ্য সহায়তা : সৌরভ দেব, শুভজিৎ দত্ত, রাহুল মজুমদার, রিমি শীল ও অরূপ দত্ত)

হাসছে কাঞ্চনজঙ্ঘা...

প্রথম পাতার পর

তিনচুলেতে হোমস্টে চালান দীপেন্দ্র গুরুং। এই মুহূর্তে তাঁর হোমস্টেতে পর্যটক ভর্তি। বুকিং আছে দীপাবলি পর্যন্ত। দীপেন্দ্র বলছিলেন, 'দুর্যোগের পর একটা ধাক্কা লেগেছিল। কিছু লোকজন ভিউস আর টাকা কামানোর জন্য যা নয় তাই ভিডিও বানিয়ে ছেড়ে দেন। উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে তাঁদের কোনও ধারণা নেই। যার ফল ভুগতে হয়েছে। এখন অবশ্য পর্যটকরা বুঝতে পেরেছেন, সব জায়গায় বিপর্যয় হয়নি। তাই তাঁরা আসতে শুরু করেছেন। নতুন করে বুকিংও হচ্ছে।'

দার্জিলিং যাওয়ার রোহিণী রোড এখনও বন্ধ। খোলা রয়েছে পাঙ্খাবাড়ি এবং তিনধারিয়ার রাস্তা। পাঙ্খাবাড়ি রোড ধরে ঘুমে উঠতে গিয়ে খুব সামান্য কয়েকটি ধস নজরে এল। তিনধারিয়ার পথও স্বাভাবিক। লেপচাজগৎ হয়ে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে সীমানা পর্যন্তও। তারপর সুখিয়া হয়ে মিরিক যাওয়ার পথে কয়েকশো ধস নামলেও এখন আর অবরুদ্ধ নেই। তবে গোপালধারা, তাবাকোশি সহ নেপাল লাগোয়া গোটা মিরিকই কার্যত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সে পথে পা বাড়াতে চাইছেন না পর্যটকরা। ফলত যে মিরিক লেক একসময় পর্যটকের ভিড়ে গিজগিজ করত, সেই লেক এখন কার্যত শুনসান।

উত্তরের পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন এতোয়ার কর্মকর্তা দেবাশিস চক্রবর্তী বলছেন, 'বিপর্যয় হয়েছে পাহাড়ের একটা অংশে। অথচ কিছু দায়িত্বজ্ঞানহীন ইউটিউবার, ব্লগার এমনভাবে প্রচার করছে যেন গোটা পাহাড়টাই বিধ্বস্ত। তা তো নয়। আর সাধারণ মানুষও নিজেরা তথ্য যাচাই না করে সেই ভিডিও শেয়ার করেছেন। এখন অনেকেই বুঝতে পারছেন সেইসব ভাইরাল ভিডিওর সঙ্গে বাস্তব পরিস্থিতির কোনও মিল নেই।' পর্যটকদের এব্যাপারে আরও সতর্ক করতে সাংগঠনিকভাবে পালটা প্রচারও শুরু করছে দেবাশিসদের সংগঠন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস বলছে, আপাতত পাহাড়ে আর দুর্যোগের সম্ভাবনা নেই। বিদায় নিচ্ছে বর্ষাও। ১২ অক্টোবর থেকে নামতে শুরু করবে পারদও। সেইসঙ্গে ঝকঝকে হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা। এদিকে, সামনেই দীপাবলি। ফলে পর্যটকদের কাছে এখন বেড়িয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। দার্জিলিংয়ের হোটেল মালিক সুতীর্থ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'আমাদের হোটেলে এখন প্রচুর পর্যটক রয়েছেন। মিরিক ছাড়া এদিকে কোনও অসুবিধা নেই। আমরা সেইমতো পর্যটকদের আশ্বস্ত করছি। ফলে বুকিং বাতিল আর হচ্ছে না সেভাবে।'

একই কথা বলছেন সিটংয়ের হোমস্টে মালিক পদম গুরুং। পদমের ব্যাখ্যা, 'পর্যটকদের ভয় দেখিয়ে আমাদের ব্যবসা নষ্ট করছে ব্লগারদের একটা অংশ। আমাদের অনুরোধ, না জেনে না বুঝে অপপ্রচার করবেন না কেউ।' কসবার মধুমিতা সেনগুপ্ত ও তাঁর সঙ্গীরাও এদিন দার্জিলিং থেকে পেশক রোড হয়ে পৌঁছেছেন রামধুরায়। তাঁরা প্রথমদিন ছিলেন কার্সিয়াংয়ের বেলটারে। মধুমিতা বলছেন, 'খবরে, ফেসবুকে এত কিছু দেখছি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কোথাও কোনও সমস্যায় পড়িনি। আজ কালিম্পং এলাম। এখানেও দারুণ ওয়েদার। লাভা হয়ে পরশু আমাদের এনজেপি নামার কথা।'

দুর্যোগ আর আতঙ্কের মেঘ কাটিয়ে পাহাড়ি পর্যটন এখন ছন্দে ফিরতে চাইছে। আবহাওয়াও যোগ্য সংগত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। এখন চাই শুধু পজিটিভ প্রচার। তাহলেই আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারবে পাহাড়ের অর্থনীতি। আপাতত সেটুকুই প্রত্যাশা পর্যটন ব্যবসায়ীদের।

দ্বিতীয় শহরের পাশে ম্লান শিলিগুড়ি

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে যদি কাল্পনিক প্রতিযোগিতা হয়, শিলিগুড়ি তাহলে কোথায় থাকবে? তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহর তো ধরাছোঁয়ার বাইরে।

পূর্ব ভারতের বিহার, অসম, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড বাদ দিলে অন্যান্য রাজ্যের দ্বিতীয় শহরগুলো অনেক এগিয়ে গিয়েছে আমাদের তুলনায়। পরিকাঠামোগত দিক থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে। আরও বেশি করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে।

পূর্ব ভারতের বাইরে অন্য রাজ্যের রাজধানীর কথা আনতে চাই-ই না। সেই রাজ্যের দ্বিতীয় শহরগুলোর কথা টানলেও পড়ে থাকে একরাশ হতাশা। যেমন তামিলনাড়ুর দু'নম্বর শহর ঘোরার পর মনে হয়। বিমানবন্দর থেকে রেলস্টেশন, রাস্তাঘাট-পরিবহণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সৌন্দর্যায়ন-- সর্বত্রই ওরা আমাদের অন্তত পাঁচ গোলে হারিয়ে দিয়ে যাবে।

কেরলের কোচি, মহারাষ্ট্রের পুনে, কর্ণাটকের মাইসুরু, গুজরাটের সুরাট, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর, উত্তরপ্রদেশের কানপুর, রাজস্থানের যোধপুর, হরিয়ানার ফরিদাবাদ, অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া... । নামগুলো লিখতে থাকলে কান্না পেয়ে যাবে। বলতে ইচ্ছে করবে, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন। আর বলবেন না কর্তা। ওই শহরগুলো এত এগিয়ে গেল আর আমরা পারলাম না কেন?

শিলিগুড়ির উদাহরণ দিয়েই বোঝা যাবে পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলো কেন এগোতে পারল না। আমাদের এখানে সিপিএম থেকে তৃণমূল, তৃণমূল থেকে বিজেপি, বিজেপি থেকে কংগ্রেস সবাই শুধু ভোটেরই রাজনীতি করে গিয়েছে শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে। শিলিগুড়িতে সাতটির বেশি নদী। বিদেশে যে কোনও শহর কর্তৃপক্ষ এরকম পরিস্থিতি পেলে শহরটাকে পর্যটকদের করে ফেলতে পারতেন। এখানে অধিকাংশ নদীর চরই বেআইনিভাবে দখল হয়ে গিয়েছে এবং সেটা রাজনীতিকদের সৌজন্যেই।

মহানন্দা নদীর ধারে এক কলোনি শাসকদলের এক কাউন্সিলারের নামে। এর থেকে আর লজ্জার কিছু হতে পারে? বেআইনি দখলদারদের উচ্ছেদ করবেন, তখন সব বিরোধী দল নেমে পড়বে রাস্তায়। একসঙ্গে শহরের উন্নয়নে এদের কোনও ভূমিকাই নেই! শুধু রাজনীতি, শুধু রাজনীতি!

শিলিগুড়ি থেকে মালদা, সর্বত্রই নদীর ধারে বেআইনি লোকেদের বাস! যাঁরা ভালো করে জানেন নদীতে জল বাড়লে ভেসে যাবে বাড়ি! তবু সেখানে থাকবেন এবং বছরের পর বছর তাঁদের জন্য মানবিক কারণেই পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে সরকারকে! ঘর ভেসে যাওয়া লোককে তো বলা যায় না যে আপনি বেআইনিভাবে ছিলেন কেন? সব পার্টি এখানে উন্নয়নের জন্য এক হতে পারে না। অমৃত ভারত প্রকল্পের পরে হয়তো এনজেপি স্টেশনের কিছু উন্নতি হবে। কিন্তু তার আগে উত্তর-পূর্ব ভারতের এক নম্বর স্টেশনের কী বেহাল দশা ছিল দেখেছেন? এখানে মানুষও উদাসীন ছিল, সব পার্টির নেতারাও। তাই অপরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি চালকদের দাদাগিরি প্রকাশ পেত এখানে।

সৌন্দর্য? হাসালেন! এই তো একদিন আগেই দেখলাম, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব কার্যত বলে দিয়েছেন, মহানন্দার চর থেকে লোককে সরানো যাবে না! ভালো কথা। কিন্তু এখানে যে নদীর গতিপথই পালটে যাচ্ছে, মানুষের ওপরে আছড়ে পড়ছে প্রকৃতির ক্ষোভ, সেই ব্যাপারটা তো বোঝানো হয় না। নদী সাফ করার জন্য একটা পার্টি উদ্যোগ নিলে অন্য দল বাগড়া দেবে।

বেশি দূর যেতে হবে না, ঘরের কাছে সিকিমের দু'নম্বর শহর জোরথাং ঘুরে আসতে পারেন। পাহাড়ের গায়ে অতি ছোট শহর, কিন্তু শহরের অন্দরমহল কী চমৎকার সাজানো। প্রাণকেন্দ্রটি ঝকঝকে তকতকে। এগুলো তৈরি করতে তো বেশি অর্থের দরকার হয় না। বাংলার দু'নম্বর শহর হওয়ার ক্ষেত্রে শিলিগুড়ির প্রবল প্রতিপক্ষ যে দুটো শহর, সেই বর্ধমান বা আসানসোলের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।

এ কথা সত্যি, নানা কারণে বহুদিন হল পূর্ব ভারত দেশে অন্য জায়গার তুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে দিন-দিন। চাকা ঘোরানোর কোনও লক্ষণ নেই। ব্যবসার জায়গাটা দিন-দিন সংকুচিত।

পূর্ব ভারতের এক নম্বর শহর কলকাতার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আগের মতো নেই, তবু সেখানে সাম্প্রতিক কিছু রূপটানের ফলে অনেকটা ঝকঝকে দেখায়। সাম্প্রতিকতম জিডিপির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গ ছয় নম্বরে। মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও গুজরাটের পরেই। এর প্রতিফলন কি রাজ্যের দু'নম্বর শহরের উন্নয়নে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে না?

হোয়াইটওয়াশের অপেক্ষায় ভারত

‘রোকো’ জুটির অভিজ্ঞতা থেকে ভরসা খুঁজছেন শুভমান

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : চলছে ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট সিরিজ। আহমেদাবাদে প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার আড়াই দিনের অনায়াস জয়ের পর কাল থেকে দিল্লিতে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়ার জন্য ঘরের মাঠে চলতি সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্বল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টে উড়িয়ে হোয়াইটওয়াশ করতে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের র‍্যাংকিংয়ে উন্নতি ঘটতে পারে টিম ইন্ডিয়ার।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটমহল চলতি ক্যারিবিয়ান সিরিজ নিয়ে একেবারেই আগ্রহী নয়। বরং ক্রিকেটপ্রেমীদের যাবতীয় আগ্রহের কেন্দ্রে টিম ইন্ডিয়ার আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফর। কারণ, সেই সফরের একদিনের স্কোয়াডে রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। তার মধ্যে রোহিতকে সরিয়ে দিনকয়েক আগেই শুভমানকে একদিনের দলের নেতা ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। ফলে টেস্টের পাশে শুভমান এখন একদিনের দলের অধিনায়কও। ‘রোকো’ জুটির নেতাও।

ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ

দ্বিতীয় টেস্ট

সময় : সকাল ৯.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

আগামীকাল থেকে শুরু হতে চলা দিল্লি টেস্টের প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে আজ দুপুরে বারবার রোহিত-বিরাটকে নিয়ে প্রশ্নের সামনে পড়তে হল শুভমানকে। দক্ষ নেতার মতো সবদিক সামলালেন গিল। বলে দিলেন, ‘দুনিয়াতে রোহিত-বিরাটভাইয়ের মতো ক্রিকেটার খুব কমই রয়েছেন, যাঁদের অভিজ্ঞতা ও ক্রিকেট স্কিল বিশ্বমানের। দীর্ঘসময় ধরে খেলছে ওরা। ফলে ওদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটার দলে থাকলে সুবিধাই হয়।’ দিনকয়েক আগেই রোহিতকে সরিয়ে একদিনের দলের নেতা হয়েছেন শুভমান। সামনেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাদা বলের সিরিজ। যেখানে রোহিতদের নেতৃত্ব দেবেন গিল। ভারত অধিনায়ক বলছেন, ‘ভারতকে কত ম্যাচ রোহিতভাইরা জিতিয়েছেন, গুনে শেষ করতে পারবেন না। বিরাটভাইরা দলে থাকলে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। আমি রোহিতভাইয়ের ঠান্ডা মাথা, সতীর্থদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যাওয়া দেখে অনেক কিছু শিখেছি। চেষ্টা করব সেই শিক্ষা কাজে লাগাতে।’ টেস্টের পাশে একদিনের দলের নেতৃত্ব তাঁর কাছে নয়া চ্যালেঞ্জ। শুভমান সেই চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি বলে জানিয়ে বলেছেন, ‘টেস্টের পাশে একদিনের নেতৃত্ব নিশ্চিতভাবেই বড় দায়িত্ব। আমি তৈরি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে। তবে আমার থিয়োরি হল, বর্তমানে থেকে সামনে তাকানো।’

গিলের ভারতের জন্য বর্তমান হিসেবে সামনে প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ। যাদের ক্রিকেটে সাফল্য বলে শব্দটাই হারিয়ে গিয়েছে। এমন দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নামার আগে গিল বলছেন, ‘ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কেন এমন বেহাল দশা, সঠিকভাবে বলতে পারব না। তবে আমার মনে হয়, ওদের ক্রিকেটারদের নজর শুধু টি২০ লিগের দিকে। আমি বিশ্বাস করি, কোনও দেশের লাল বলের ক্রিকেট যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে সাদা বলের ক্রিকেটেও তার প্রভাব পড়বে।’

আইসিসি দ্বিস্তরীয় টেস্ট শুরুর কথা ভাবছে। ভারতের সঙ্গে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মতো দেশগুলির ক্রিকেটে এতটাই ফারাক তৈরি হয়েছে, আইসিসি এমন সিদ্ধান্তের পথে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। গিল বলছেন, ‘দ্বিস্তরীয় টেস্টের বিষয়টা আইসিসি বলতে পারবে। তবে আমার মনে হয়, বিপক্ষও শক্তিশালী হলে ভালো ক্রিকেট হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে যায়।’

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য অনুশীলনের পথে শুভমান গিল। বৃহস্পতিবার।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে বললেন সৌরভ

গিলকে একদিনের নেতৃত্ব দেওয়া সঠিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : সবাইকে একদিন থামতে হয়। সময়ের দাবি মেনে তিনিও একদিন থেমেছিলেন। ৩৭ বছর বয়সে ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরাও এমনই এক সন্ধিক্ষণে। টি২০ ও টেস্ট থেকে আগেই তাঁরা অবসর নিয়েছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজ খেলতে ‘রোকো’ জুটি যাচ্ছেন। সঙ্গে নিয়মিতভাবে জল্পনা বেড়ে চলেছে বিরাট-রোহিতদের অবসর নিয়েও। এমন পরিস্থিতিতে আরও একটি বিষয় নিয়েও চর্চা চলছে। হিটম্যানকে টিম ইন্ডিয়ার একদিনের দলের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে শুভমান গিলকে নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে। রোহিতকে এভাবে সরানো কি ঠিক হল?

আজ বিকেলে মধ্য কলকাতার এক পাঁচতারা হোটেলে নতুন একটি কোম্পানির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। আর তারপরই সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়ে দিলেন, শুভমানকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক। মহারাজের বিশ্বাস, রোহিতের সঙ্গে অজিত আগরকাররা আলোচনা করেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সৌরভের কথায়, ‘রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক, দারুণ ক্রিকেটার। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পাশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও জিতেছে ও। তবে আমার মনে হয় একদিনের নেতৃত্ব থেকে ওকে সরানোর আগে জাতীয় নির্বাচকরা অবশ্যই কথা বলেছিলেন। হয়তো ওর বয়সের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।’

বয়স ৪০ মানেই কি চালশে?

সৌরভ এমন প্রশ্নের সরাসরি জবাব দেননি। বরং ঘুরিয়ে তিনি জানিয়েছেন, রোহিত-বিরাটদের ২০২৭ সালের ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে হলে ফিট থাকার পাশাপাশি ঘরোয়া ক্রিকেটও খেলতে হবে। তবে শুভমানকে একদিনের দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই মনে হয়। মহারাজকীয় বিশ্লেষণ, ‘শুভমানকে একদিনের দলের অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত সঠিক বলেই আমার মনে হয়। ইংল্যান্ডে দারুণ পারফর্ম করেছে শুভমান। রোহিত আগামীদিনে খেলা চালিয়ে গেলে ওর নজরদারিতেই শুভমান আরও অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।’ তিনি নিজে, রাহুল দ্রাবিড়, শচীন তেন্ডুলকাররা সবাই বয়সের কারণে একসময় থেমেছিলেন। নয়া অধিনায়ক শুভমানকেও হয়তো দশ

রোহিত দুর্দান্ত অধিনায়ক, দারুণ ক্রিকেটার। টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পাশে চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিও জিতেছে ও। তবে আমার মনে হয় একদিনের নেতৃত্ব থেকে ওকে সরানোর আগে জাতীয় নির্বাচকরা অবশ্যই কথা বলেছিলেন। হয়তো ওর বয়সের কথা বিবেচনা করা হয়েছিল। ২০২৭ সালের বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০।

সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

বছর পর থামতে হবে। সৌরভের কথায়, ‘আগামী দশ বছর পর শুভমান যখন ৪০ বছরের কাছে পৌঁছে যাবে, হয়তো তখন ওকেও এমন অবস্থায় পড়তে হবে। দিয়েগো মারাদোনা, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার, রাফায়েল নাদালদেরও একটা সময় বয়সের কারণে থামতে হয়েছিল। এটাই দুনিয়ার নিয়ম।’

শুভমান, জাদেজাদের নিয়ে পিচ দেখছেন গৌতম গম্ভীর।

আমি ফিট, দাবি সামির

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : গত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে যুগ্মভাবে সর্বাধিক উইকেট শিকারি। যদিও আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের ওডিআই দলে ডাক পাননি। অগ্রাধিকার পেয়েছেন প্রসিধ কৃষ্ণারা। নির্বাচক কমিটির যে সিদ্ধান্ত মহম্মদ সামির কেরিয়ারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে। ভারতীয় দলের দরজা বন্ধের আশঙ্কাও দেখছেন অনেকে। সংশয় তৈরি হয়েছে ফিটনেস নিয়েও। সামি যদিও তা মানতে নারাজ। দাবি, ভারতের হয়ে খেলার জন্য তিনি পুরোদস্তুর ফিট। ফিটনেস কোনও সমস্যা নয়।

বাংলার রনজি ট্রফি দলে রয়েছেন। রবিবার কলকাতায় পা রাখবেন। পরের দিনই বাংলা দলের সতীর্থদের সঙ্গে প্রস্তুতিতেও নেমে পড়বেন। তার আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ভিডিওতে সামি দাবি করেন, ‘প্রচুর গুজব রটছে। কিন্তু বাস্তব হল, নির্বাচনের বিষয়টা আমার হাতে নেই। এটা নির্বাচক, কোচ, অধিনায়কের কাজ। যদি মনে করে আমি উপযুক্ত, তাহলে নেবে। কিংবা ভাবে আরও সময় লাগবে আমার, সেটা তাদের সিদ্ধান্ত। তবে এটুকু বলতে পারি, ডাক পেলে আমি খেলতে প্রস্তুত।’

সামির আরও দাবি, ফিটনেস ভালো জায়গায় রয়েছে। দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে কাটানোর সুবাদে নিজের বোলিং, ফিটনেস নিয়ে কাজ করার বাড়তি সময় পেয়েছেন। দলীপ ট্রফিতেও ৩৫ ওভার বল করেছেন। ফিটনেস কোনও ইস্যু নয়।

৫ কোটি চাই!

রিঙ্কুকে হুমকি দাউদ গ্যাংয়ের!

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : প্রাণে বাঁচতে চাইলে ৫ কোটি টাকা দিতে হবে। এমনই হুমকি ফোন পেয়েছেন রিঙ্কু সিং। আর হুমকি ফোন এসেছে ভারতের ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ দাউদ ইব্রাহিমের গ্যাংয়ের থেকে। অভিযোগ পেয়ে তাৎক্ষণিক তদন্তে নেমে মহম্মদ দিলশাদ এবং মহম্মদ নাভিদ নামে দুজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করেছে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চ। তদন্ত অনুসারে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে রিঙ্কুর প্রোমোশনাল টিম অর্থের দাবি করে তিনটি হুমকি ই-মেল পেয়েছে। এর মধ্যে একটি ই-মেল এসেছে ডি কোম্পানির অন্যতম জনৈক সদস্যের থেকে।

রহিমের নাটকীয় গোলে টিকে খালিদের দল

সিঙ্গাপুর-১ (ফান্দি) ভারত-১ (রহিম)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : রহিম আলির করা শেষমুহূর্তের নাটকীয় গোলে এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে টিকে থাকল ভারত।

ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজার অপেক্ষায় যখন সিঙ্গাপুর দল থেকে ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের গ্যালারি, তখনই গোল পরিবর্ত হিসাবে নামা রহিম আলির। একেবারেই ভুল বোঝাবুঝিতে গোলটা হল। জর্ডন গোলরক্ষক মাহবুদকে ব্যাকপাস করলে অন্য কোনও ডিফেন্ডার সেটা খেয়ালই করলেন না। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা রহিম আলি কৃতজ্ঞচিত্তে বল ধরে প্রায় হেঁটে হেঁটে গিয়ে গোলটা করে আসেন। যা রহিমের প্রথম আন্তর্জাতিক গোল। এই ম্যাচ ড্র করার ফলে ২ পয়েন্ট নিয়ে টুর্নামেন্টে ভেসে রইল ভারত। বাকি তিন ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। যা কঠিন কিন্তু সম্ভব। তবে বাকি সব ম্যাচ হংকং ও সিঙ্গাপুরকেও হারাতে হবে। ম্যাচের পর সুনীল ছেত্রীও বলেছেন, ‘অঙ্কের বিচারে আমাদের এখনও সম্ভাবনা থাকল। শেষ তিন ম্যাচই জিততে হবে। আমরা আপাতত একটা করে ম্যাচ ধরে ধরে এগোতে চাই।’

খালিদ জামিল দায়িত্ব নিয়ে শেষমুহূর্ত পর্যন্ত লড়াইয়ের এই সদর্থক মানসিকতাটা অন্তত আনতে পেরেছেন। তারই ফসল এদিনের ড্র। সুনীলকে দিয়ে তিনি শুরুতে চেষ্টা করলেও আর পারছেন না তিনি। নাহলে ১৪ মিনিটে লিস্টন কোলাসোর ফ্রি কিকে তিনি মাথা ছোঁয়াতে পারতেন। সেই অর্থে সারা ম্যাচে গোলটা ছাড়া বিশেষ বলার মতো কিছু নেই ভারতের। লালিয়ানজোয়ালা ছাঙ্গতেরও আগের ফর্ম নেই। ফলে ক্রমশ নিজেদের মাঠে কর্তৃত্ব নিয়ে নেয় সিঙ্গাপুর। প্রথমার্ধেই একাধিক সুযোগ তাদের। বিরতির ঠিক আগের মুহূর্তে গোল ইকহসান ফান্দির। তাঁর মতো বিপজ্জনক ফুটবলার বল পাওয়ার পরও আনোয়ার আলি হঠাৎই মহম্মদ উবেইসকে দেখে দৌড় থামান। ফলে দুজনেরই নাগালের বাইরে চলে যান ফান্দি। গুরপ্রীত সিং সান্ধুরও অত আগে বেরিয়ে আসা ভুল। শেষ চেষ্টা করেও বল গোলে যাওয়া আটকাতে পারেননি সন্দেশ ঝিংগান। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তাঁর দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখা ভারতকে আরও কমজোরি করে দেয়। আগামী ১৪ অক্টোবর গোয়ায় তাঁকে বাদ দিয়েই নামতে হবে। যা কমজোরি করবে ভারতকে।

এদিকে, হংকং ৩-২ গোলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতে যাওয়ায় চাপ বাড়ল ভারতের।

ভারত : গুরপ্রীত, রাহুল, আনোয়ার, সন্দেশ, উবেইস, ফারুখ (ভালপুইয়া), ম্যাকার্টন (সাহাল), নিখিল (টাংরি), লিস্টন, সুনীল (রহিম) ও ছাঙ্গতে (উদান্তা)।

গোলের পর দর্শকদের ধন্যবাদ জানাচ্ছেন রহিম আলি।

পাঁচ গোলের ম্যাচেও ফ্যানদের গো ব্যাক ধ্বনি

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-৫ (ম্যাকলারেন -২, রিশাদ-আত্মঘাতী, আলবার্তো, রবসন)
গোকুলাম কেরালা এফসি-১ (আপুইয়া-আত্মঘাতী)

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ৯ অক্টোবর : অভিনব দৃশ্য। প্রিয় দল গোল করছে অথচ সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পরিবর্তে ‘গো ব্যাক ম্যানেজমেন্ট’ স্লোগান দিচ্ছে!

এই নজিরবিহীন দৃশ্য দেখা গেল আইএফএ শিল্ডে। গোকুলাম কেরালা এফসি-কে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে শিল্ডে অভিযান শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। অথচ সমর্থকরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করার পরিবর্তে টিম ম্যানেজমেন্টের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে গেলেন। এমনকি জেমি ম্যাকলারেনরা যখন একের পর এক গোল করে যাচ্ছেন, তখনও একই দৃশ্য দেখা গিয়েছে গ্যালারিতে। আবার উলটোদিকে ম্যাকলারেনরাও গোল করার পর অদ্ভুতভাবে শান্ত।

সমর্থকরা আগেই ম্যাচ বয়কট করার হুমকি দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার কিশোর ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে মেরেকেটে হাজার দেড়েক দর্শক হয়েছিল। শুরু থেকেই ‘গো ব্যাক’ ধ্বনি দিয়ে গেলেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতেও গোকুলামকে হারাতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি সবুজ-মেরুন শিবিরের। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ম্যাকলারেনরা। প্রথম গোল পেতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় ১১ মিনিট পর্যন্ত। রবসন রোবিনহোর কর্নার থেকে আলবার্তো রডরিগেজের হেড গোকুলাম মিডফিল্ডার রিশাদের পা ছুঁয়ে গোলে ঢোকে।

২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ম্যাকলারেন। রবসনের লব থেকে বক্সের কোণ দিয়ে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান অজি তারকা। দ্বিতীয়ার্ধের ৪৮ মিনিটে একটি আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমায় গোকুলাম। অন্যদিকে, এডুয়ার্ডো মার্টিনেজের সেন্টার ক্লিয়ার করতে গিয়ে নিজেদের গোলেও বল ঢুকিয়ে দেন আপুইয়া। মিনিট তিনেক পরেই তৃতীয় গোলটি পেয়ে যায় মোহনবাগান। রবসনের সেন্টার থেকে হেডে ফিনিশ করেন আলবার্তো। ৫৩ মিনিটে নিজেই গোল করেন রবসন। ম্যাকলারেনের পাস থেকে তাঁর নেওয়া শট পোস্টে লাগার পর গোলরক্ষকের গায়ে লেগে গোলে ঢোকে। ৭৩ মিনিটে অভিষেক সিং টেকচামের পাস থেকে গোকুলামের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ম্যাকলারেন। আপাতত আইএফএ শিল্ডে প্রথম ম্যাচে জিতে আত্মবিশ্বাস বাড়লেও সবুজ-মেরুন শিবিরে অস্বস্তির কাঁটা থেকেই গেল।

মোহনবাগান : বিশাল, মেহতাব,আলবার্তো, অ্যালড্রেড (কামিংস), শুভাশিস (অভিষেক), আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (সূর্যবংশী), মনবীর (আশিস), রবসন, কিয়ান ও ম্যাকলারেন।

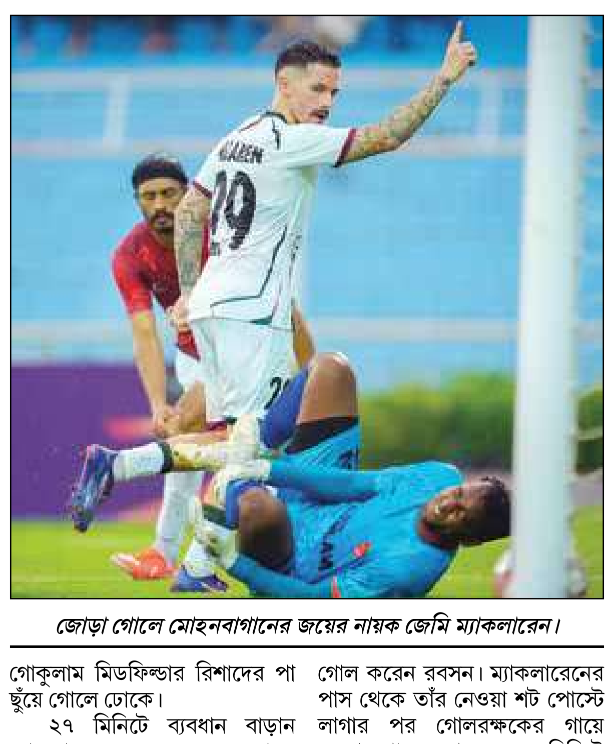

জোড়া গোলে মোহনবাগানের জয়ের নায়ক জেমি ম্যাকলারেন।

ফাইনালে ডার্বির আশায় ব্রুজোঁও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ডার্বি না হলেই বরং তা অঘটন হবে।

শিল্ডের প্রথম ম্যাচে জয়ের পরই ফাইনালে মহারণের সম্ভাবনা দেখতে শুরু করেছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁও। তিনি বলেছেন, ‘ফাইনালে ডার্বি হলে তা দারুণ হবে। ডুরান্ড কাপে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিরুদ্ধে কিছুটা রক্ষণাত্মক মানসিকতা নিয়ে খেলেছিলাম আমরা। তবে এখন যে কোনও প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলার জন্য তৈরি ইস্টবেঙ্গল।’

খানিক আগেভাগেই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলের উদ্দেশে হুংকার ছুড়ে রাখলেন। শুধু তাই নয়, বৃহস্পতিবার আবার মোহনবাগান-গোকুলাম কেরালা এফসি-র ম্যাচ দেখতে মাঠে গিয়েছিলেন ব্রুজোঁর সহকারী আদ্রিয়ান মার্টিনেজ। ফাইনালের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতা নোটবুক বন্দি করতে দেখা গেল তাঁকে। এদিকে, শ্রীনিধি ডেকান এফসি ম্যাচেই দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা সেরে ফেলেছেন ব্রুজোঁ। শিল্ডে পরের ম্যাচে লাল-হলুদের প্রতিপক্ষ নামধারী এফসি। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতেই কলকাতায় চলে এলেন ইস্টবেঙ্গলের ষষ্ঠ বিদেশি হিরোসি ইবুসুকি।

পৃথ্বী-বিতর্কে তদন্ত কমিটি

মুম্বই, ৯ অক্টোবর : মুম্বই-মহারাষ্ট্র প্রস্তুতি ম্যাচে পৃথ্বী শ-মুশির খানের ঝামেলা নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হল। মহারাষ্ট্রের হয়ে খেলতে নেমে ১৮১ রান করেন পৃথ্বী। কিন্তু আউট হয়ে ফেরার পথে মুম্বইয়ের মুশিরের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান। ব্যাট নিয়ে তেড়ে যান। মুশিরকে আঘাতও করেন বলে অভিযোগ পৃথ্বীর বিরুদ্ধে। অপ্রীতিকর যে ঘটনা নিয়ে তদন্তের সিদ্ধান্ত নিল মুম্বই ক্রিকেট সংস্থা। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক দিলীপ বেঙ্গসরকার সেদিন কী ঘটেছিল, তা জানতে খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলবেন। মহারাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থার তরফেও একই পদক্ষেপ করা হচ্ছে।

দাখিল রিভিউ পিটিশন

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর : আবারও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ১৯ সেপ্টেম্বর এআইএফএফ-এর নতুন সংবিধান চূড়ান্ত করেছে দেশের শীর্ষ আদালত। সেই অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতিতে নির্বাচিত হলে রাজ্য সংস্থা বা ফুটবল সংক্রান্ত অন্য কোনও সংস্থার সঙ্গেও যুক্ত থাকতে পারবেন না। এই বিষয়টি নিয়েই আদালতে রিভিউ পিটিশন দাখিল করেছে ফেডারেশন। শুক্রবারই সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে।

অবসরের জন্য কেউ চাপ দেয়নি’

হর্ষিত ইস্যুতে গম্ভীরদের কটাক্ষ অশ্বীনের

চেন্নাই, ৯ অক্টোবর : হর্ষিত রানা ইস্যুতে এবার গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকারের দিকে আঙুল তুললেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রশ্ন তুললেন অস্ট্রেলিয়াগামী দলে হর্ষিতের নির্বাচনের যৌক্তিকতা নিয়ে। গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হওয়ার পর তিন ফর্ম্যাটেই দলে জায়গা পেয়েছেন হর্ষিত। অভিযোগ, যোগ্যতার চেয়ে গুরুত্ব পাচ্ছে গম্ভীরের পছন্দের ক্রিকেটার হওয়ার বিষয়টি।

অশ্বীন ঘুরিয়ে যে প্রশ্নটা উসকে দিলেন। তাঁর মতে, হর্ষিত দক্ষ বোলার। তবে ভারতীয় দলে নিয়মিত নির্বাচনের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন, বিতর্ক থেকেই যায়। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ‘কেন হর্ষিতকে দলে নেওয়া হচ্ছে, আমি নিশ্চিত নই। নির্বাচনি বৈঠকে উপস্থিত থেকে কারণটা জানতে পারলে ভালো লাগত। অস্ট্রেলিয়া সফরে পেস অলরাউন্ডার দরকার, যে আট নম্বরে নেমে রানও করবে। হর্ষিতের মধ্যে সেই দক্ষতা কি আদৌ আছে? বছর দুয়েক আগে আইপিএল ফাইনালে দুর্দান্ত ডেলিভারিতে নীতীশকুমার রেড্ডিকে আউট করেছিল। ওই একটা বলের জোরেই খেলে যাচ্ছে।’

এরপর সুর কিছুটা নরম করে অশ্বীন জানান, হর্ষিতের বোলিং দক্ষতা আছে। কেউ যদি সেই নিয়ে অন্য দাবি করে, তার সঙ্গে তিনি সহমত নন। দীর্ঘদিন সামনে থেকে দেখার ফলে হয়তো হর্ষিতের ওপর ভরসা তৈরি হয়েছে কোচ গম্ভীরের। তবে বাস্তব যাই হোক, হর্ষিতের নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে নিয়েও পরামর্শ দিলেন অশ্বীন। বলেছেন, ‘রোহিতের অধিনায়ক বিতর্ক নিয়ে কিছু বলতে চাই না। তবে প্রশ্ন হল, বিরাট-রোহিতরা কি ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলতে চাইছে? বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া দরকার। কোহলি, রোহিতরা বিশ্বকাপ পরিকল্পনায় কি আছে? থাকলে কীভাবে নিজেদের ফর্ম ২০২৭ পর্যন্ত ধরে রাখবে? সেক্ষেত্রে বিরাটদের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিয়মিত খেলা প্রয়োজন। ভারতীয় দলের ‘এ’ সিরিজে খেলে ম্যাচ প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকা দরকার। নির্বাচক, টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত এটা ওদের পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া।’

অস্ট্রেলিয়া সফরের মাঝে হঠাৎ অবসর নিয়েও এদিন মুখ খুলেছেন অশ্বীন। দাবি করেন, বাইরের কোনও চাপ ছিল না তাঁর ওপর। কোচ গম্ভীর বা অধিনায়ক রোহিত দুজনেই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার কথাও বলেছিলেন তাঁকে। অশ্বীন বলেছেন, ‘কেউ আমাকে চলে যেতে বলেনি। কেউ বলেনি দলে আমার জায়গা হবে না। বরং সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ২-৩ জন বারণ করেছিল। ওরা চাইছিল, আমি আরও খেলি। শেষপর্যন্ত যদিও অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।’

বিশ্বকাপে মিশর

কাসাব্লাঙ্কা, ৯ অক্টোবর : জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে খেলার ছাড়পত্র আদায় করে নিল মিশর। জোড়া গোল করে জয়ের নায়ক অধিনায়ক মহম্মদ সালাহ। যোগ্যতা অর্জন পর্বে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই ২৩ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থবারের জন্য ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করল তারা। মিশর শেষবার বিশ্বকাপ খেলেছিল ২০১৮ সালে।

২০১৮ সালের পর মিশর প্রথমবার বিশ্বকাপে যাওয়ায় সতীর্থ ইব্রাহিম আদেলের সঙ্গে উচ্ছ্বাস মহম্মদ সালাহর।

সেরা একাদশে ম্যাকলারেন

সিডনি, ৯ অক্টোবর : ২০১৫ থেকে ২০২৫ অস্ট্রেলিয়ার ‘এ’ লিগের সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জেমি ম্যাকলারেন। ‘এ’ লিগে সর্বকালের সর্বাধিক গোলদাতা জেমি। অস্ট্রেলিয়ার ঘরোয়া লিগে দেড়শোর কাছাকাছি গোল রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে একশোর বেশি গোল মেলবোর্ন সিটির জার্সিতে। সেই সুবাদেই ‘এ’ লিগে দশকের সেরা একাদশে নির্বাচিত হয়েছেন ম্যাকলারেন।

বিশ্বকাপে রেকর্ড গড়লেন শিলিগুড়ির মেয়ে

রিচা-শোয়ে জল বোলারদের

ভারত-২৫১
দক্ষিণ আফ্রিকা-২৫২/৭ (৪৮.৫ ওভারে)

ভাইজ্যাগ, ৯ অক্টোবর : মহিলাদের চলতি ওডিআই বিশ্বকাপে হিদার নাইট, অ্যাশলে গার্ডনার, বেথ মুনি ও রিচা ঘোষের মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? এই চারজনই এবারের টুর্নামেন্টে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থায় দলকে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু তফাত একটা রয়েই গেল বাকি তিনজনের সঙ্গে রিচার। আর সেই ফারাক গড়লেন রিচার দলের বোলাররাই। যাদের ব্যর্থতার সুযোগ নিয়ে নাদিনে ডি ক্লার্ক ৫৪ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৩ উইকেটে জয় এনে দেন।

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গত রবিবার রিচা ৩৫ রানের ইনিংসে ভারতকে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দেন। বৃহস্পতিবার ভাইজ্যাগে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচার ব্যাট ফের জ্বলে উঠল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে দলকে কোণঠাসা পরিস্থিতি থেকে শুধু বার করে আনাই নয়, মহিলাদের বিশ্বকাপের ইতিহাসে রেকর্ডবুকে নামও তুললেন ২২ বছরের রিচা। তাঁর ৭৭ বলে ৯৪ রানের ঝোড়ো ইনিংসে ভর করে ভারত পৌঁছে যায় ২৫১ রানে।

দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয় এনে দেওয়ার কারিগর নাদিনে।

এদিন ৫৫ রানের ওপেনিং জুটিতে ভারতকে ভালো শুরু উপহার দেন প্রতীকা রাওয়াল (৩৭) ও স্মৃতি মান্ধানা (২৩)। ইনিংস লম্বা করতে না পারলেও মান্ধানা অস্ট্রেলিয়ার বেলিন্ডা ক্লার্কের ২৮ বছরের পুরোনো রেকর্ড ভাঙেন। ১৯৯৭ সালে ওডিআইয়ে বেলিন্ডা এক বছরে ৯৭০ রান করেছিলেন। এদিন তাঁকে টপকে চলতি বছরে ১৭টি ওডিআই ইনিংসে সর্বাধিক ৯৮২ রান হয়ে গেল স্মৃতির। তবে মান্ধানা ফেরার পর ক্লোয়ে ট্রাইওন (৩২/৩), নোনকুলুলেকো এমলাবাদের (৪৬/২) সামনে ১০২/৬ হয়ে যায় হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

এখান থেকেই বন্দননগরীতে ডুবতে বসা ভারতীয় ইনিংসকে পাড়ে আনার কাজ শুরু করেন রিচা। আমনজ্যোৎ কাউরের (১৩) সঙ্গে প্রথমে ৫১ রানের জুটি গড়েন তিনি। এরপর স্নেহ রানাকে (২৪ বলে ৩৩) নিয়ে ৮৮ রানের পার্টনারশিপে ভারতকে সঞ্জীবনী সুধার খোঁজ দেন রিচা। শতরান মিস করলেও তাঁর এদিনের ৯৪ মহিলাদের বিশ্বকাপে ভারতীয় উইকেটকিপারদের মধ্যে সর্বাধিক। টপকে যান ফোয়েজ খালিলিকে (ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৮৮, ১৯৮২)। বার তিনেক (দুইবার ক্যাচ ও একবার রানআউট মিস) ভাগ্যের সাহায্য পেলেও ১১টি চার ও চারটি বিশাল ছক্কায় সাজানো ইনিংসে মাঠের সর্বত্র বল ফেললেন রিচা।

শিলিগুড়ির মেয়ের তৈরি করে দেওয়া মঞ্চে প্রোটিয়াদের শুরুতেই চেপে ধরেছিলেন দুই পেসার ক্রান্তি গৌড় ও আমনজ্যোৎ। অধিনায়ক লরা উলভারডট (৭০) একটা দিক ধরে রাখলেও স্বপ্নের ফর্মে থাকা আরেক ওপেনার তাজমিন ব্রিৎজকে (০) তুলে নেন গৌড়। সুনে লুসকে (৫) ফেরান আমনজ্যোৎ। এরপর ভারতের স্পিন ত্রয়ী-দীপ্তি শর্মা, স্নেহ ও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণির দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ৮১/৫ হয়ে গিয়েছিল। ৩১.২ ওভারে দীপ্তির বলে রিচা সহজ স্টাম্পিং মিস করেন ১৫ রানে থাকা ক্লোয়ের। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ক্লোয়ে ৪৯ রান করার সঙ্গে সপ্তম উইকেটে নাদিনেকে নিয়ে ৬৯ রান যোগ করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেন। দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫২ রান তুলে নেয়।

ক্রিজে দাঁড়িয়ে ছক্কা হাঁকাচ্ছেন রিচা ঘোষ। ভাইজ্যাগে।

> আমার তো মনে হয় প্র্যাকটিস করাটা রিচার নেশা। জাতীয় দলের দায়িত্বপালন শেষের একদিনের মধ্যে অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসে চলে আসত। এবার দেখলাম রিভার্স সুইপ-স্কুপ অনুশীলন করতে। অ্যাকাডেমির থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট মহাদেব দত্তকে নিয়ে ম্যাচ সিচুয়েশন তৈরি করে অনুশীলন করে গিয়েছে।
>
> – শিবশংকর পাল

ফিনিশার রিচার বিশ্লেষণে ম্যাকো

‘দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছক্কা মারা ওর প্লাস পয়েন্ট’

শুভময় সান্যাল

শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : ২০১৯ সাল। নীল জার্সি তখনও গায়ে ওঠেনি রিচা ঘোষের। সেই সময়টাতেই বোধহয় ললাটলিখন হয়ে গিয়েছিল ‘ফিনিশার’ রিচার। যার কারিগর ছিলেন তৎকালীন বাংলা মহিলা দলের কোচ শিবশংকর পাল। তখনও ওপেনিং করতে অভ্যস্ত শিলিগুড়ির মেয়েকে তিনিই নামিয়ে এনেছিলেন ছয় নম্বরে।

মহানন্দা দিয়ে জল গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে রিচাও ভারতীয় দলে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন। কিন্তু শিবশংকরের প্রতি ভরসা এতটুকু টাল খায়নি। তাই ওডিআই বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে স্পেশাল ট্রেনিং করতে রিচা চলে গিয়েছিলেন প্রাক্তন কোচের পাটুলি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে।

বৃহস্পতিবার ভাইজ্যাগের মাঠে বদলে যাওয়া রিচার কেরামতিতেই ভারতীয় দল ১০২/৬-এর অস্বস্তি কাটিয়ে ২৫১ রানে পৌঁছে গিয়েছে। আর ৭৭ বলে ৯৪ রানের রিচার ইনিংস দেখে আবেগে ভেসে গিয়েছেন তুফানগঞ্জের শিবশংকর। বলেছেন, ‘অসাধারণ ইনিংস খেলল। পুরো কৃতিত্ব ওর। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছক্কা মারতে পারাটা বরাবর রিচার প্লাস পয়েন্ট।’

দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় সেটা যেমন দেখা গিয়েছে তেমনি বেশ কিছু পরিবর্তনও চোখে পড়েছে রিচার ম্যাকো স্যারের। সেই কথাই সামনে এনে তিনি বলেছেন, ‘আজকাল এত খেলা হয় যে কারও শক্তি-দুর্বলতাই আর চাপা থাকে না। আজকে রিচার বিরুদ্ধে প্রোটিয়াদের পরিকল্পনা দেখলেই সেটা বোঝা যাবে। ওর ইনিংসের শুরুর দিকে ডিপ কভারে ফিল্ডার রেখে অফ স্টাম্পের বাইরে বল রেখে গিয়েছে ওরা। শর্ট পিচ বোলিং করেছে মিড অন দাঁড় করিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকা ভিডিও অ্যানালিসিস করে দেখেছিল ও শর্ট পিচ বল ভালো খেলতে পারে না। কিন্তু বিপক্ষের সব হিসেব গুলিয়ে দিয়ে ও সরে গিয়ে কভারের ওপর দিয়ে চালিয়েছে।’

রিচা গেম প্ল্যানে এই বদলটা যে আনতে চলেছেন সেটা বিশ্বকাপের আগে পাটুলি অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসের সময় ম্যাকোর চোখে পড়েছিল। বলেছেন, ‘আমার তো মনে হয় প্র্যাকটিস করাটা রিচার নেশা। জাতীয় দলের দায়িত্বপালন শেষের একদিনের মধ্যে অ্যাকাডেমিতে প্র্যাকটিসে চলে আসত। এবার দেখলাম রিভার্স সুইপ-স্কুপ অনুশীলন করতে। অ্যাকাডেমির থ্রো ডাউন স্পেশালিস্ট মহাদেব দত্তকে নিয়ে ম্যাচ সিচুয়েশন তৈরি করে অনুশীলন করে গিয়েছে।’

এর বাইরে আরও একটা জিনিস তাঁর চোখে পড়েছে রিচার ব্যাটিংয়ে। বলেছেন, ‘খুব ঠান্ডা মাথায় ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে ও। অত্যন্ত পরিণত ইনিংস দেখলাম ওর থেকে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দল ওর ভূমিকাটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছে।’

শতরানের চেয়েও বড় এই ৯৪ : মানবেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ অক্টোবর : প্রথা বজায় রাখলেন রিচা ঘোষের বাবা মানবেন্দ্র ঘোষ। কলকাতায় বসে সুযোগ থাকলেও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তিনি মেয়ের ধুন্ধুমার ব্যাটিংয়ে টানা চোখ রাখেননি। হাইলাইটসে রিচার ব্যাটিং উপভোগ করতে চান মানবেন্দ্র। তবে একটা কথা তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছেন, মেয়ের শতরান হাতছাড়ায় তাঁর কোনও আফসোস নেই। বরং তিনি গর্বিত ৯৪ রানে দাঁড়িয়েও বিগ হিটের খোঁজে মেয়ের ঝাঁপানোয়। মানবেন্দ্র বলেছেন, ‘প্রথম আন্তর্জাতিক শতরান আজ হল না বলে কোনও আক্ষেপ নেই আমার। এই ইনিংসটা শতরানের চেয়ে অনেক বড়। আমি খুশি দল ওর জন্য যে ভূমিকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল মাইলস্টোনের সামনে দাঁড়িয়েও তাতেই মন দিয়েছে।’ রাতেই হয়তো রিচা ফোন করবেন বাবাকে। তখন ইনিংসটার জন্য অভিনন্দন জানালেও ম্যাচ নিয়ে খুব বেশি কথা তিনি খরচ করবেন না। মানবেন্দ্রর বিশ্বাস, ‘ভারতীয় দলের টিম ম্যানেজমেন্ট নিশ্চয় ইনিংসটা নিয়ে ফিডব্যাক দেবে। এর অতিরিক্ত আমি আর কি দিতে পারি? বাড়তি প্রত্যাশা চাপিয়ে ওকে চাপে ফেলতে চাই না।’

রোড রেসে প্রথম রোহিত

হরিরামপুর, ৯ অক্টোবর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ৫ কিলোমিটার রোড রেসে প্রথম হলেন রোহিত টুডু। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে বিকাশ রায় এবং জাবেদ জাহেদি। রেসটি মহেন্দ্র মোড় থেকে শুরু হয়ে হরিরামপুরে শেষ হয়।

রোড রেসে প্রথম তিন - রোহিত টুডু, বিকাশ রায় ও জাবেদ জাহেদি।
ছবি : সৌরভ রায়

জয়ী পাঠানপাড়া জুনিয়ার

হলদিবাড়ি, ৯ অক্টোবর : পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘের ছত্রধর রায় বসুনিয়া ও বাণী রায় বসুনিয়া জুনিয়ার লিগ কাম নকআউট ফুটবলে বৃহস্পতিবার উত্তর পাঠানপাড়া জুনিয়ার ২-০ গোলে কাশিয়াবাড়ি সেভেন স্টারকে হারিয়েছে। গোল করেন বিবেক রায় ও সুজয় রায়। শুক্রবার আয়োজক দলের প্রতিপক্ষ কাঞ্চার মোড় ব্যবসায়ী সমিতি।

ডুয়ার্সের ফুটবল

মেটেলি, ৯ অক্টোবর : কয়েকদিনের বিরতির পর মেটেলির ডুয়ার্স ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের বীর বিরসা মুন্ডা ও ভানুভক্ত আচার্য ট্রফি ফুটবল শুক্রবার ফের শুরু হবে। মেটেলি উচ্চবিদ্যালয় মাঠে খেলবে ডিএমএফএস ঝাড়খণ্ড ও দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি।